উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 9 July 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 52

স্পেনের সামনে কড়া পরীক্ষায় এমবাপে

বারোর পাতায়

মণিপুর ঘুরে কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

সাতের পাতায়

আইন ভেঙে রিসর্ট, পার্ক

ভোরের আলোর অন্ধকার

মাছের নামে রেস্তোরাঁ, মাথা তুলছে বিনোদন পার্কও। পাট্টার জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে দেদারে। অথচ তা হওয়ার কথাই নয়। দিব্যি ব্যবসা করছেন শিলিগুড়ির দুই ব্যবসায়ী। গজলডোবায় নজরে তাঁরা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : প্যান্ডোরার বাক্সের মতো খুলে গিয়েছে গজলডোবার জমি কেলেঙ্কারির বাক্স। অনেক চেষ্টা করেও সেই বাক্সে তালা লাগাতে পারছে না তৃণমূল। আর শাসকদলের অসাধু নেতাদের চিন্তা বাড়িয়ে গজলডোবার জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে গোপনে রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। সূত্রের খবর, জেলা প্রশাসনের দুই আধিকারিককে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রাথমিক তদন্ত শুরু করতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে সেই আধিকারিকদের। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, গজলডোবা ও সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি দখল করে চলছে এক ডজনেরও বেশি রিসর্ট ও রেস্তোরাঁ। নতুন করে পনেরোটিরও বেশি রিসর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি জমি দখল করে তিরিশটিরও বেশি পুকুর খনন করে চলছে মাছের ব্যবসা।

শিলিগুড়ির হোটেল ব্যবসায়ী সুব্রত সাহার নির্মীয়মাণ রিসর্ট ও পার্ক।

রঞ্জনের বাগানবাড়ির পাশেই সরকারি জমিতে রিসর্ট ও রেস্তোরাঁ চালাচ্ছেন শিলিগুড়ির পরিমল বোস। মাছের নামের সেই রিসর্ট পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি যে সরকারি জমিতে রিসর্ট তৈরি করেছেন সেকথা স্বীকারও করে নিয়েছেন পরিমল। তবুও তাতে হাত লাগানোর সাহস দেখায়নি পুলিশ বা প্রশাসন। পরিমল শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের প্রতিবেশী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তাঁর প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ। প্রভাবশালী বলেই পরিমলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে প্রশাসনের সাহস ফুরিয়েছে কি না সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পরিমলের দাবি, তিনি পঁচিশ বছর হল রিসর্ট চালাচ্ছেন। জেনেবুঝেও সরকারি জমিতে কেন রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, শখের পুকুর বানালেন? পরিমলের কথা, 'জমির পাট্টা বা লিজ পাইনি। তবে সরকারের সঙ্গে আমার একটা ব্যাপার চলছে। সেটা বাইরে বলা যাবে না। দীর্ঘদিন থেকেই ব্যাপারটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।' জলপাইগুড়ির প্রাক্তন মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক শ্যামল দাসের কথা, 'লিজ বা পাট্টা ছাড়া সরকারি জমিতে আর কোনও ব্যাপার থাকে না। জমি ব্যবহারের স্বত্ব না পাওয়া পর্যন্ত সেই জমিতে যা তৈরি হবে সবটাই বেআইনি। যিনি করেছেন তিনি আইন ভেঙেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হওয়া উচিত।'

আইন ভেঙে ভোরের আলো থানার কাছেই বিরাট রিসর্ট ও ওয়াটার পার্ক তৈরির কাজ শুরু করেছেন শিলিগুড়ি বিধান রোড ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুব্রত সাহা। ভূমি আইন বলছে, পাট্টার জমি বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু সুব্রতর দাবি, তিনি স্থানীয় এক ব্যক্তির পাট্টার জমি কিনে সেখানেই রিসর্ট তৈরি করছেন। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ওই ব্যবসায়ীর চোখধাঁধানো রিসর্ট দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন জেলা প্রশাসনের তদন্তকারী আধিকারিকরাও।

এরপর দশের পাতায়

সিবিআই তদন্ত বহাল

সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সন্দেশখালি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। সেই সঙ্গে কোর্ট প্রশ্ন তুলল, কেন একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার?

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

ফের নিট নিয়ে প্রশ্ন

পরীক্ষা বাতিলের প্রশ্নে সায় দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, 'নতুন করে নিট-ইউজি পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে দোষী পরীক্ষার্থীদের আলাদা করা যায় কিনা তার ওপর।'

বিস্তারিত সাতের পাতায়

উত্তরে বন্যার শঙ্কা

ভারী বৃষ্টি, লাল সতর্কতা তিন জেলায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : মাঝদুপুরে পুব আকাশে মেঘাড়ম্বর দেখে অনেকেই চিন্তায় পড়েছিলেন। 'এই বুঝি বৃষ্টি নামবে', আশঙ্কায় অনেকের মধ্যেই বিরক্তি দানা বেঁধেছিল। কিন্তু দমকা হাওয়ায় মেঘের উড়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু এই উড়ে যাওয়া যে সাময়িক, তা স্পষ্ট হচ্ছে আবহাওয়ার মতিগতিতে।

মঙ্গলবার রাতের পর ফের উত্তরে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস মিলছে আকাশে। যে কারণে উত্তরের তিন জেলায় ইতিমধ্যে লাল সতর্কতা জারি করে দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। অর্থাৎ আগাম সতর্কতার মধ্যে দিয়ে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বর্ষা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সবরকম প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তাঁর বক্তব্যে কিছুটা উদ্বেগও স্পষ্ট হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেছেন, 'নতুন করে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের

এরপর দশের পাতায়

DESUN EXPRESS CLINIC SILIGURI
মাত্র 4 ঘন্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
টেস্ট করান
রিপোর্ট নিয়ে আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

তিস্তার জলবণ্টনে আপত্তি মমতার

কলকাতা, ৮ জুলাই : বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টনের চুক্তি করতে ঘোরতর আপত্তি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'তিস্তায় কি জল আছে যে দেবে? এরপর জল দিলে তো উত্তরবঙ্গের লোক খাবার জলও পাবে না।' উত্তরবঙ্গের অন্যতম লাইফলাইন এই নদীটিতে জলসংকটে তিনি আঙুল তুলেছেন সিকিমের ১৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'ওই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি সব জল টেনে নিচ্ছে।'

নবান্নে সোমবার এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দেখা উচিত ছিল।' সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরের সময় তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে আলোচনার পর বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবে বলে জানায় ভারত। মমতার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারে রেখে এসব হচ্ছে। পুরোপুরি বর্ষা শুরু হওয়ায় উত্তরবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা করছেন তিনি। গত ২৪ ঘণ্টায় তেমন বৃষ্টি না হলেও মঙ্গলবার থেকে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নবান্নে সেচ, পুর, পঞ্চায়েত, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন দপ্তর ও জেলাগুলির প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে তিনি প্রশাসনকে

> সিকিমের ১৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সব জল টেনে নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দেখা উচিত ছিল।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দিনরাত সতর্ক থাকার নির্দেশের পাশাপাশি আপাতত পাহাড়ে বেড়াতে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। কলকাতায় কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম ছাড়াও সব জেলায় ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খুলতে বলেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে পুনর্ভবা নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে বলে উল্লেখ করেন। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে সমস্ত সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হতে পারে বলে আগাম জানিয়ে দিলেন। পরিস্থিতি জানাতে জেলা প্রশাসনগুলির কাছে প্রতিদিন রিপোর্ট চেয়েছেন।

তিস্তার জল নিয়ে ভারত সরকারের একতরফা বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় যেমন মমতা বিরক্ত, তেমনই ক্রুদ্ধ বাংলাদেশ কোনও আলোচনা না করেই আত্রেয়ী নদীতে প্রকল্প তৈরি করায়। তিনি বলেন, 'আত্রেয়ী নদীর ওপর বাংলাদেশ ও চিন মিলে প্রকল্প গড়ছে আমাদের না জানিয়ে। এতে ওই এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে আমি এই সমস্যা জানিয়েছি। এই সম্পর্কিত কমিটির নজরেও এনেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

ড্রেজিং না করে উলটে গঙ্গায় ভাঙন রোধে বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ারও তীব্র নিন্দা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

বিষ উঠেছে মাথায়, তাগা বাঁধা কঠিন

আশিস ঘোষ

এখন ঠগ বাছতে গাঁ না উজাড় হয়ে যায়। দিকে দিকে যে রেটে দুর্নীতিগ্রস্ত, বাহুবলী, হাফ বাহুবলী, কোয়ার্টার বাহুবলীদের ছাঁটাই চলছে তাতে এমন একটা ভাবনা মাথায় আসতেই পারে। কারণ একটাই। শাসকদলের আগাপাশতলা কীভাবে এইসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা দখল করে রেখেছে তার নমুনা রোজই দেখছি আমরা।

কী উত্তর, কী দক্ষিণ এদের দাপট কোথাও কিছু কম নয়। দলনেত্রী এবারের ভোটের পর গোটা দলটাকে ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছেন। সেরকমই অভিপ্রায় অভিষেকেরও। তিনিও নানাভাবে এইসব দুর্নীতিবাজদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়ার অভিপ্রায় জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, অনেকটা দেরি হয়ে যায়নি কি? বিষ মাথায় উঠলে তাগা বাঁধার জায়গা পাওয়া যাবে তো? এরা বহু রূপে সম্মুখে আমাদের। কোথাও এদের নাম শাহজাহান, কোথাও জেসিবি, কোথাও বুলেট, খালেক কিংবা জয়ন্ত। দিকে দিকে তাদের দাপটের কাহিনী এখন খবরের কাগজে পাতা জোড়া। তাদের মাথায় কোনও না কোনও নেতার হাত।

আর সেই সঙ্গে উঠে আসছে বিঘের পর বিঘে, একরের পর একর সরকারি জমি দখল করে নেতাদের, তস্য চামচাদের বিশাল বিশাল রিসর্ট, খামারবাড়ির সচিত্র বিবরণ। এসব যে একদিনে বা এক বছরে হয়েছে তা নয়, সবার চোখের সামনে বছরের পর বছর এভাবেই তাবত আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জোর যার মুলুক তার কথাটাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে আসছে এরা, সুন্দরবন থেকে ডুয়ার্স সর্বত্র।

এরপর দশের পাতায়

খুনশুটি। নয়াদিল্লির চিড়িয়াখানায় সোমবার। -পিটিআই

উপাচার্য নিয়োগে জট কাটল সুপ্রিম রায়ে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে জট কাটার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। শেষপর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ আদালত উপাচার্য পদ পূরণে সার্চ কমিটি গড়ে দিল। ওই কমিটির প্রধান প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত। কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছতে তিনজনের প্যানেল তৈরি করবে। সেই প্যানেল থেকে যাঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী সুপারিশ করবেন, তাঁকেই নিয়োগ করতে হবে রাজ্যপালকে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করেন, 'আবার গণতন্ত্রের জয় হল। রাজ্য সরকার যা বলেছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সে কথাই বলেছে।' যদিও প্যানেল পছন্দ না হলে যেমন মুখ্যমন্ত্রীকে সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের প্রার্থী নিয়ে আপত্তি থাকলে রাজ্যপালও শীর্ষ আদালতকে জানাতে পারবেন।

এতে ভবিষ্যতে জটিলতা তৈরির কিছু সম্ভাবনা থাকলেই বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পুরো বিষয়টি থাকবে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে। আর দেরি না করে উপাচার্য নিয়োগ শুরু করে দেওয়ার পক্ষপাতী শীর্ষ

আদালত।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, নিয়োগের এই প্রক্রিয়া আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে শুরু করে দিতে হবে। তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ শেষ করে ফেলতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট গঠিত সার্চ কমিটির প্রধান মনে করলে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালের জন্য আলাদা আলাদা সার্চ কমিটি গঠন করে দিতে পারেন। নতুবা তাঁর কমিটিই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে প্যানেল তৈরির অধিকারী হবে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর কমিটিতে আরও চারজন বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

উপাচার্য পদে প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ দিতে রাজ্য সরকারকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশও রয়েছে দুই বিচারপতির নির্দেশে। মূল সার্চ কমিটির প্রধান হিসেবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতকে প্রতি মিটিংয়ের কনসালটেশন ফি বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, ইকনমি শ্রেণির বিমান ভাড়া ও গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার খরচ বহন করতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

নবান্ন ও রাজভবনের বিরোধে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঝুলে রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক নানা বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বদলি ভূমি দপ্তরের ২০৫ আধিকারিককে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : জমি কেলেঙ্কারিতে শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারের পর কোপ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। একধাক্কায় ওই দপ্তরের ব্লক স্তরের ২০৫ জন আধিকারিককে বদলির আদেশ দিল রাজ্য সরকার। এঁরা সবাই ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলআরও) পদমর্যাদার। বদলির নির্দেশপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ৬৯ জনই উত্তরবঙ্গের। দিনকয়েক আগেই জমির বেআইনি কারবার ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ওপর। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির নাম করে বিষোদগার করেছিলেন সেদিন। তারপর তদন্তে নামে সিআইডি ও পুলিশ। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বিধানসভা নির্বাচনের কেন্দ্র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির দুই দাপুটে তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিক ও গৌতম গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তারপরেই ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের এই ঢালাও বদলি। সোমবার এই বদলির নির্দেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নবান্ন। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যদিও এটাকে রুটিন বদলি বলে সাফাই দিয়েছেন। তবে তাঁর ভাষায়, 'তবে যদি কেউ অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছভাবে চলে।' মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, 'এটা তৃণমূলের আইওয়াশ।'

শমীক বলেন, 'দুজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে তৃণমূল নিজেদের সৎ দেখানোর ভান করছে। কিন্তু বাংলার কোনায় কোনায় বড় মাথারা রয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করার সাহস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দেখাচ্ছে না।' নবান্ন সূত্রে খবর, শুধু ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা নন, বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের কয়েকজন কর্তা ও পুলিশ আধিকারিক এখন সরকারের রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্র তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে নবান্ন।

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার ৬৯ জন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের ওপর কোপ পড়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য বদলির কোনও কারণ দেখানো হয়নি। বদলির আদেশপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন কোচবিহারের ৬, আলিপুরদুয়ারের ৪, জলপাইগুড়ির ৪, শিলিগুড়ির ২,

এরপর দশের পাতায়

গজলডোবায় বিতর্কিত বাগানবাড়ি ভাঙছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

শিলিগুড়িতে যাঁরা

প্রতিমা সুব্বা
পেমা ইউদেন ভুটিয়া
(প্রত্যেকেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর)

চোপড়া কাণ্ডে কাঠগড়ায় সেলিম-মালব্য

মনজুর আলম

চোপড়া, ৮ জুলাই : সালিশি সভায় যুগলকে মারধরের ঘটনায় নয়া মোড়।

প্রকাশ্যে মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের কাঠগড়ায় এবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য। ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সম্মানহানি হয়েছে, এমন অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন নির্যাতিতা। এব্যাপারে তিনি থানায় অভিযোগ জমা করেছেন বলেও দাবি করেছিলেন। তবে নির্দিষ্ট কার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেটা সপ্তাহখানেক পর প্রকাশ্যে এল। আর তারপরই চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ তাজিমুল ইসলামের থেকে নজর ঘোরাতেই এই অভিযোগ সামনে আনা হয়েছে।

সেলিম বলছেন, 'আমার উপর হাজারও মিথ্যা মামলা আছে। নতুন করে আর কী হবে? অপরাধ জগৎ যখন আশকারা পায়, অপরাধ জগতের লোক যখন বিধায়ক, মন্ত্রী হয়ে যায়, পুলিশ তাঁদের কথায় চলে। পুলিশই এই এফআইআর করিয়েছে।'

পরকীয়ার অভিযোগে যুগলকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেধড়ক মারধর করা

প্রতীকী চিত্র। -এআই

ভিডিও ভাইরালের অভিযোগে থানায় নির্যাতিতা

হয়েছিল চোপড়ায়। গত রবিবার, ৩০ জুন সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। তারপরই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করে গ্রেপ্তার করে হামিদুল-ঘনিষ্ঠ তাজিমুল ওরফে জেসিবিকে। চোপড়ার এই ঘটনা নিয়ে হইচই হয়েছে সংসদেও। এখন দেখা যাচ্ছে, ভিডিও ভাইরাল হওয়ার দিনই চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অমিত মালব্য এবং মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে ১ জুলাই আইটি অ্যাক্ট ৬৬এ/৬৬ই/ এবং ৬৭ এ ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। ইসলামপুরের সাইবার ক্রাইম থানা সেইমতো তদন্তও শুরু করেছে। নির্যাতিতা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, সেলিম ও মালব্য তাঁর ভিডিও ভাইরাল করে সম্মানহানি করেছেন। ভিডিও ভাইরাল নিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন তিনি।

চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ বলছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে।'

মহম্মদ সেলিমের পোস্ট করা ভিডিওতেই বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। তিনিই অভিযুক্তকে তাজিমুল বলে শনাক্ত করেছিলেন। এরপর বিজেপির আইটি সেলের জাতীয় আহ্বায়ক অমিত মালব্য ওই ভিডিওটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে অমিত লিখেছেন, 'সন্দেশখালি থেকে চোপড়া, কিছুই বদলায়নি। ওই মহিলা এই অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ তাঁকে তৃণমূল রাজত্বের চোপড়ায় থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকার ওই মহিলার প্রতি ন্যায়বিচার নয়,

এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জে শেষদিনের প্রচারে ৩ দল

শুভেন্দু-সুকান্তকে ছোড়া হল ডিম

নিউজ ব্যুরো

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : সোমবার রায়গঞ্জে বিজেপির মিছিল লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই মিছিলে ছিলেন শুভেন্দু ও সুকান্তও। এই ঘটনায় হইচই পড়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। ঘটনার প্রেক্ষিতে সরব বিজেপি। এমন ঘটনার নিন্দা করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও।

এদিন রায়গঞ্জের দেবীনগর কালীবাড়ি এলাকা থেকে দুপুর আড়াইটা নাগাদ রায়গঞ্জ বিধানসভাকেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী মানস ঘোষের সমর্থনে বিজেপির মহামিছিল শুরু হয়। মিছিল শুরুর কিছুক্ষণ পর রাসবিহারী মার্কেট

শেষ লগ্নের প্রচারে রায়গঞ্জে শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার। সোমবার।

এলাকায় দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বকুলতলা মোড়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মিছিলে যোগ দেন। এছাড়াও মিছিলে পা মেলান বিজেপির একাধিক বিধায়ক সহ একঝাঁক নেতৃত্ব। কয়েক হাজার অনুগামীদের নিয়ে এদিন মহামিছিল করে বিজেপি। মিছিল ঘিরে সমস্ত মহলই তৎপর ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু শিলিগুড়ি মোড়ে মিছিল শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ডিম ছোড়া হয়। এক বহুজাতিক সংস্থার সোনার দোকানের উপরের আবাসন থেকে এই কাজ করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

এই ঘটনার পর শিলিগুড়ি মোড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপি নেতৃত্ব। সুকান্ত বলেন, 'ভাইপোর বাহিনী আর পিসির লোকেরা এমন কাপুরুষের মতো কাজ করেছে। লড়াই করার ইচ্ছে থাকলে সামনে থেকে এসে লড়াই করুক। ছাদ থেকে লুকিয়ে ডিম ছোড়া বাংলা বা রায়গঞ্জের সংস্কৃতি নয়। তৃণমূল সরকার রাজ্যের সঙ্গে রায়গঞ্জকেও নষ্ট করে দিয়েছে। আজ পূর্বপরিকল্পনামাফিক হামলা করা হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত জরুরি। আমরা অবশ্যই অভিযোগ করব। পুলিশেরও উচিত, সুয়োমোটো তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের ধরা।'

শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'বুধবার রায়গঞ্জের মানুষ এই ন্যক্কারজনক ঘটনার জবাব ইভিএমে দেবেন। এটা কোনও আক্রমণ নয়। এটা দেউলিয়া রাজনীতির নিকৃষ্ট পরিচয়। তৃণমূলের মতো নোংরা দলের পক্ষেই এমনটা সম্ভব। তবে রায়গঞ্জে ভোট লুট করতে গেলে প্রতিরোধ হবে। সুকান্তবাবু বালুরঘাটে থাকবেন, আমি থাকব শিলিগুড়িতে। রায়গঞ্জের গণদেবতা মানস ঘোষকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন।'

শেষ দিনের প্রচার শেষে কংগ্রেস প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত এদিন জানান, 'মানুষ দলবদলুদের ভোট দেবে না। এবার এই আসন থেকে কংগ্রেস জিতবে।'

শেষ দিনের প্রচারে তৃণমূলের তরফে কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে পদযাত্রার কথা বলা হলেও এদিন তা টোটোর মিছিলে পরিণত হয়। এর জেরে বিকেলে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শহর। প্রার্থী ছাড়াও মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ সন্দীপ বিশ্বাস, ভোলা পাল, অরিন্দম সরকার প্রমুখ।

হঠাৎ বৃষ্টিতে।। আলিপুরদুয়ারের চৌপথি এলাকায়। সোমবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভোট মিটতেই সুর বদল

সুকান্ত বলে দিলেন এইমস আর হবে না

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে 'এইমস' গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল বিজেপি। ভোট মিটেছে। জয়ী প্রার্থীরা সাংসদ হয়েছেন। মন্ত্রিত্বের শপথও নিয়েছেন দু'জন। কিন্তু তারপরেই সুর পালটে গিয়েছে তাঁদের। কেন্দ্রীয় নীতির দোহাই দিয়ে এখনই এই রাজ্যে আর এইমস হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

একটি রাজ্যে দুটি এইমস হয় না। বিষয়টি জানার পরেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ দাবি করবেন বলে ভোটের আগে জানিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। গত জানুয়ারিতে বালুরঘাটে এক দলীয় কর্মসূচিতে সুকান্ত বলেছিলেন, 'কেন্দ্র থেকে রাজ্যে একটি এইমস দেওয়া হয়েছিল। সেটি রায়গঞ্জ সংলগ্ন পানিশালাতে হওয়ার কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী ওই হাসপাতাল কল্যাণীতে নিয়ে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকার মানুষের জন্য এই এইমস খুবই দরকার ছিল। কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী এক রাজ্যে দুটি এইমস তৈরি হয় না। কিন্তু বিশেষ মর্যাদা দিয়ে কোনও কোনও রাজ্যে দুটি এইমস হওয়ার নজির রয়েছে। আমরা সেই বিশেষ মর্যাদা চেয়েই উত্তরবঙ্গের জন্য একটি এইমসের দাবি জানাব।'

> আমরা আগে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এবার এখনও পর্যন্ত এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার এইমস ছাড়া কোনও হাসপাতাল তৈরি করে না। উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এইমস। কিন্তু একটি রাজ্যে দুটি এইমস হয় না।
>
> -সুকান্ত মজুমদার

রবিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে এইমসের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফাই, 'আমরা আগে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এবার এখনও পর্যন্ত এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার এইমস ছাড়া কোনও হাসপাতাল তৈরি করে না। উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এইমস। কিন্তু একটি রাজ্যে দুটি এইমস হয় না।'

ক্ষমতায় থাকাকালীন ইউপিএ সরকার রায়গঞ্জে এইমস স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছায় ওই হাসপাতাল কল্যাণীতে স্থানান্তর হয়। এনিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে এখনও তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। এই ক্ষোভকে তুরুপের তাস করেই এবার উত্তরবঙ্গে নির্বাচনে লড়েছিল পদ্ম শিবির। উত্তরে ভালো ফলাফলও করে বিজেপি। কিন্তু ভোটের পর মন্ত্রীমশাইয়ের গলার সুর বুঝিয়ে দিল, উত্তরবঙ্গে এইমসের স্বপ্ন এখন বিশ বাঁও জলে।। এখন এইমস নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ কোন অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার।

কোচবিহারের হস্তশিল্পের সামগ্রী কিনবে 'তন্তুজ'

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৮ জুলাই : কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের তৈরি নানা সামগ্রী এবার বাংলার অন্যতম পুরোনো নিজস্ব ব্র্যান্ড 'তন্তুজ' কিনে নেবে। এজন্য ১৫ ও ১৬ জুলাই কোচবিহারে বিশেষ বিক্রয়করণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে জেলার বাছাই করা হস্তশিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হবেন। সেখানে 'তন্তুজ'-এর টিম উপস্থিত থাকবে। তাঁরা ওই শিবির থেকে সামগ্রী কিনবেন। কোচবিহার জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার খুরশেদ আলম বলেন, 'এখানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার হস্তশিল্পী রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন মেলায় তাঁদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন। এবার তন্তুজে তাঁদের সেই শিল্পকর্ম দেওয়ার সুযোগ এসেছে। এতে নতুন শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন। হস্তশিল্পীরা ভালো বাজার পাবেন। রোজগারের একটি নতুন পথ খুলবে।'

কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকেন্দ্র এই উদ্যোগ নিয়েছে। কোচবিহারের জেলা শিল্পকেন্দ্রে এই শিবির হবে। সেখানে জেলার ৫০ জন হস্তশিল্পী আসবেন। শীতলপাটি ও তা থেকে তৈরি বিভিন্ন জিনিস, বাঁশের তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রী, পাটের তৈরি পাপোশ প্রভৃতি থাকবে। তন্তুজের তিন থেকে চারজন আধিকারিক সেদিন উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা সেখান থেকে বাছাই করা শিল্পসামগ্রী কলকাতায় নিয়ে যাবেন। তারপর তাঁদের ব্র্যান্ডের অধীনে তা রাজ্যের নানা প্রান্তে বিক্রি হবে বলে খবর। তন্তুজ রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের অধীনে। মূলত তাঁতের শাড়ি এই সংস্থা বিক্রি করে। এই শাড়ির চাহিদা দেশজুড়ে। ব্র্যান্ড ভ্যালুও যথেষ্ট। তবে শাড়ির পাশাপাশি তাঁরা এখন হস্তশিল্পের সামগ্রী বিক্রি করছেন। কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের তৈরি সামগ্রী তন্তুজের সঙ্গে জুড়লে তা এক নতুন দিশা পাবে। এই প্রথম কোচবিহারের হস্তশিল্পীরা এত বড় একটি সংস্থার সঙ্গে জুড়তে চলেছেন।

জঙ্গলে ফলের বীজ ছড়াচ্ছেন তরুণরা

বন্যজন্তুর হানা রুখতে নয়া উদ্যোগ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জুলাই : বন্যপ্রাণী ও পাখিদের খাদ্যের অভাব মেটাতে উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের একদল তরুণ আম, চালতা ও কাঁঠালের বীজ জঙ্গলে ছড়ানোর কাজ শুরু করলেন। চারপাশে গাছপালা কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে ফলের গাছ। তার জেরে লোকালয়ে হাতি এবং বন্য জন্তুর হানা বাড়ছে। সেই সমস্যা মেটাতে তাঁরা আম, কাঁঠালের বীজ মাটি ও গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড করে তার ভেতর ভরে দিচ্ছেন। সেই মণ্ড তাঁরা আশপাশের জঙ্গলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। উদয়শংকর দেবনাথ, রাহুল দেবনাথ, সাগর দেবনাথের মতো তরুণদের এই অভিনব উদ্যোগকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন। কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টারি অর্গানাইজেশনের সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ বলেন, 'গ্রামের ফাঁকা জায়গায়, ঝোপ ও জঙ্গলে বীজগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি সেই বীজ থেকে একসময় বড় গাছ হবে। জঙ্গলে খাবার মিললে বুনো জীবজন্তুর লোকালয়ে হানা কমবে।'

উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের পাশে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল রয়েছে। সেই জঙ্গলের বুনো হাতি, বানর সহ বিভিন্ন জীবজন্তুর হানা সারা বছর লেগে থাকে। খেতের ফসল নষ্ট করার পাশাপাশি হাতির দল বাড়িঘর ভেঙে দিচ্ছে। হাতির হানায় মাঝেমধ্যে জীবনহানির ঘটনা ঘটে। তাই তাঁরা নিজেদের পাশাপাশি অন্য গ্রামগুলি থেকে আম, কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শামুকতলার উত্তর মহাকালগুড়ি, দক্ষিণ মহাকালগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তাঁরা ফলের বীজ সংগ্রহ করছেন। সেগুলি মাটি এবং গোবরের মণ্ডতে পুরে জঙ্গলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি পেলে বীজ থেকে গাছ অঙ্কুরিত হবে। ধীরে ধীরে একসময় সেই গাছ ফল

ফলের বীজ মাটি ও গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করা হচ্ছে।

দিতে শুরু করবে। প্রকৃতিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায়ের কথায়, 'একসময় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বনে আম, কাঁঠালের বীজ ছড়িয়ে দিতাম। এখনও জঙ্গলের পাশ দিয়ে গেলে পকেটে কাঁঠালের বীজ নিয়ে যাই। সুযোগ পেলে সেগুলি জঙ্গলে ছুড়ে দিই। উদয়শংকর ও তাঁর বন্ধুদের এমন উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। সবাই যদি এইভাবে ভাবতে পারে ও এগিয়ে আসে তাহলে পরিবেশটা বদলে যাবে।'

মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান

শীতলকুচি, ৮ জুলাই : সোমবার প্রায় ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে গিয়ে মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান করে প্রাণ বাঁচালেন এক তরুণ। সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রামের সুভাষ দাস দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। এদিন তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর রক্তের প্রয়োজন পড়ে। দিনহাটা ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রক্তদাতা ছাড়া রক্ত দেবে না বলে জানায়। পরে সুভাষের এক আত্মীয় শীতলকুচি ব্লকের নওতাবাস বুথের বাসিন্দা সুজিতচন্দ্র বর্মনকে খবর দেন।

সুজিত ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁর বাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে দিনহাটা ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করেন। তাঁর এই মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। তাঁর কথায়, 'এর আগে চারবার রক্তদান করেছি। ভবিষ্যতেও রক্তদান করব। কারও পাশে দাঁড়াতে পারলে আনন্দ হয়। রক্ত পেয়ে আপাতত খুশি সুভাষের পরিবার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সুজিতকে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৭টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in -তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নং:** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৭সি, **ট্রেন:** ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৭টি এসএলআর, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-151/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আকাশ আটে সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় স্বয়ংসিদ্ধা।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পাওয়ার, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধ্যা ৭.৩০ পাগলু ২, রাত ১০.৪০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে বিকেল ৪.২৮ মিনিটে কেশরী।

জি সিনেমায় রাত ৮টায় গদর ২।

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ পূজা, বিকেল ৩.৩০ চিতা, বিকেল ৫.৫০ ন্যায়দণ্ড, রাত ৮.১০ শত্রুমিত্র, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ দাদঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ রণক্ষেত্র, রাত ১০.০০ প্রতারক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ন হন্যতে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **বৃষ :** অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আপনার সাহসী সিদ্ধান্তে সবাই তারিফ করবে। বিদ্যার্থীরা শুভ ফল পাবেন। **মিথুন :** বিনা কারণেই কেউ অপবাদ দিতে পারে। ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। **কর্কট :** কোনও পরিচিত লোক আপনাকে ঠকাতে পারে। ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। **সিংহ :** সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে বিবাদ হতে পারে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **কন্যা :** সকলকে বিশ্বাস করে আজ সমস্যায়। সামাজিক কোনও কাজে আজ ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। **তুলা :** সংসারের কোনও সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। **বৃশ্চিক :** শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পেতে পারেন। **ধনু :** সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। পুরোনো কোনও কাজে সুফল পাবেন আজ। **মকর :** উচ্চরক্তচাপে সমস্যা বাড়তে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত খেয়ে সমস্যায়। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। **মীন :** ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হবে। নতুন কোনও মহৎ মানুষের সঙ্গে থেকে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৪ আষাঢ়, ১৪৩১, ১৮ আষাঢ়, ৯ জুলাই ২০২৪, ২৪ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি অধিক, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২ অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, তৃতীয়া প্রাতঃ ৫।৩২। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৮।১০। অসৃকযোগ রাত্রি ৩।২২। গরকরণ প্রাতঃ ৫।৩২ গতে বণিজকরণ সন্ধ্যা ৬।১৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৮।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, প্রাতঃ ৫।৩২ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ গতে ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৫।৩২ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। প্রাতঃ ৫।৩২ গতে অক্ষয়া স্নানদানাদি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৪ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ মেন রোডের ধারে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তরে বাড়ি সহ সাড়ে সাত কাঠা জমি বিক্রি হবে। মোঃ 7001898050. (C/111453)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতী সুমিত্রা আইচ রায় চৌধুরী, স্বামী সান্তনু আইচ, এতদ্দ্বারা জানাচ্ছি যে আমি একটি ফ্ল্যাট কিনেছি 700 বর্গমিটারের, প্রথম তলার পিছনের দিকে যেটি শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরে অবস্থিত, 2023 সালের 1535 নং উপহার দলিলের মাধ্যমে এবং তারপরে সমস্ত চেইন দলিল এবং অন্যান্য সম্পত্তির নথি আমার দখলে ছিল কিন্তু সম্প্রতি একটি 2013 সালের উপহার দলিল নং 2487 হারিয়ে গেছে এবং যদি কেউ এটি খুঁজে পান তবে দয়া করে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন : 8250992272. (C/111452)

Lost & Found

I, Smt. Sumitra Aich Roy Chowdhury, Wife of Santanu Aich, is hereby informing that I have purchased one Flat meaning 700 Sq. including super built-up and stare are at First Floor Back side situated at South Bharat Nagar, Siliguri, through one registered Deed of Gift vide No. 1535 of 2023 and after that all the chain deeds other property documents were in my possession but recently one of the chain deed being Gift No. 2487 of 2013 is lost form my possession and if any one find the same then kindly contact on this No. 8250992272. (C/111452)

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeQ No. 02-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors/ suppliers for different types of works/supply under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 09.07.2024 from 11:30 A.M. (server clock)
Last date of submission of bid : 22.07.2024 upto 06:30 P.M. (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending e-quotationer/e-tenderer may visit the website, namely- http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

e-Tender Notice

DDP/N-06/2024-25
Dt.- 04/07/2024

e-Tenders for 02 (Two) no. of works under DAP (critical gap) & 15th FC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 22/07/2024 at 12.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের কিচেনের জন্য (হেল্পার) লোক চাই। বেতন - 8-10K. শিলিগুড়িবাসী অগ্রগণ্য। (M) 9933544798. (C/111508)

•

বেতন হাতে 11,000/- রবিবার ছুটি, ফোম ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য 10 জন ছেলে হেল্পার চাই। M : 8653710700. (C/111507)

•

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বেতন (9-10,000/-) (M) 8927299546. (C/111449)

•

SIP ABACUS Siliguri Hakim Para inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio data @90640 42757 for interview. Refer www.sipabacus.com for details. Training cost included with 100% Job Gurantee.

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 5963 4373 7686 নাম ভুল থাকায় অদ্য 08-07-24 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Smt. Bepula Barman (Roy) এবং Gita Devi Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। যজ্ঞ নারায়ণের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/110747)

TENDER NOTICE

e-Tender has been floated Vide N.I.T no. 44(e)/RAT-I /2023-24, Vide Memo No. 191/R-I PS, Dated: 02/07/2024, 45(e)/RAT-I/2024-25, Vide Memo No. 192/R-I PS, Dated: 03/07/2024 under 15th F.C. fund and 46(e)/RAT-I/2024 25, Vide Memo No. 193/R-I PS, Dated: 03/07/2024 under 5th S.F.C fund, from bonafied contractors.

For details please visit www.wbtenders.com & www.malda.nic.in /office notice board.

Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Ratua-I Dev. Block/Ratua-I
Panchayat Samity

APPOINTMENT NOTICE

Applications are invited from eligible (as per NCTE Norms) candidates for the posts of Guest Lecturer/ Teacher in the following subjects i) Bengali-1, ii) English-1, iii) Mathematics-1, iv) Social Science-1, v) Education-1, vi) Fine Art-1, vii) Health and Physical Edu-1, viii) Music and Drama-1 for D.El.Ed Course. The willing candidates are requested to submit their Bio-Data within 8 days from the date of publication of the advertisement addressing the Sr. Lecturer in-charge, DIET, Alipurduar. The remuneration is rupees 400/- (four hundred) per class. Only eligible candidates will be called in the interview.

Contact No. 7076248108/8918498022

Sr. Lecturer-in-Charge
DIET, Alipurduar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে শেষ ‘৪২০’ চার

দুই আইনের চর্চায় ঘুম উড়েছে পুলিশ, আইনজীবীদের

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসির কোনও ধারা নিয়ে যদি সবথেকে বেশি চর্চা হয়ে থাকে, তা নিশ্চিতভাবে ৪২০। প্রতারণার মামলায় ৪২০ ধারা কার্যকর হয়ে এসেছে এতদিন। ১৪৪ বছরের পুরোনো এই ধারার প্রভাব এতটাই যে সাধারণের কথাবার্তায় ৪২০ কার্যত বিশেষণের মতো ব্যবহার হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ৪২০ নম্বরকে রেখে একাধিক সিনেমা, গানও লেখা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর হতেই ৪২০ নম্বর ধারাটি বিলোপ হয়ে ৩১৮ হয়েছে। যা কার্যকর হয়েছে গত ১ জুলাই থেকে। কিন্তু তারপরও যে ৪২০ ধারার প্রভাব সাধারণের চলতি কথাবার্তায় থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে ধারা নিয়ে এত চর্চা, সেই ধারায় মামলা হয়েছে নতুন আইন কার্যকর হওয়ার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৩০ জুনও। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেটের তথ্য বলছে, জুনের শেষদিনে চারটি আলাদা মামলায় ৪২০ ধারা রুজু হয়েছে। ওইদিন বাংলাদেশি নাগরিক মানিক ইসলামকে ফুলবাড়ির বাংলাবান্ধা সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল বিএফএস। অভিযুক্তের কাছ থেকে দুই দেশের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। বিলোপের একেবারে শেষদিন ৪২০ ধারা কার্যকর হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জমি বিক্রির নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ শিলিগুড়ি থানার একটি মামলাতে ৪২০ নম্বর ধারা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি ভক্তিনগর থানা ও সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে একই ধারা কার্যকর হয়েছে।

পুলিশকর্তারা জানাচ্ছেন, ৩০ জুন পর্যন্ত যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে ১ জুলাইয়ের পর অভিযোগ দায়ের করা হলেও সেক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ীই মামলা রুজু হবে। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। ১ জুলাই থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর হলেও থানাগুলোতে এখনও এফআইএর-এর পুরোনো ফর্ম্যাট ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে খবর। অর্থাৎ ১৫৪ সিআরপিসি-র ফর্মই ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও ব্যবহার করার কথা হয়েছে ১৭৩ বিএনএসএস ফর্মের। নতুন এই ফর্ম না আসায় ১৫৪ সিআরপিসি ফর্মেই আইপিসি শব্দটা কেটে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ন্যায় সংহিতা নিয়ে যত কাজ করা যাবে ততই সেটি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন আইনজীবী ও পুলিশকর্তারা। কেননা দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মামলার শুনানি পুরোনো আইনে চলবে। সেই কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দুটোকেই চর্চার মধ্যে রাখতে হচ্ছে। শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী সুতীর্থ রাহার কথায়, ‘সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তন বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছিল। পুরোনো আইনের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ ফাঁকফোকর বের করার চেষ্টা করছিল। নতুন আইন চর্চা করলে সেগুলি সহজ হবে। তবে এরজন্য আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন। তবে ধারা এবং সেকশন পরিবর্তন হয়েছে, সেটা আয়ত্তে আনতে সময় লাগবে। তবে এক্ষেত্রে নতুন আইন নিয়ে কর্মশালা প্রয়োজন।’

তালিকায় কারা

- ফুলবাড়ির বাংলাবান্ধা সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে ৪২০ ধারা কার্যকর
- জমি বিক্রির নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়ি থানার একটি মামলায় ৪২০ নম্বর ধারা
- ভক্তিনগর ও সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে একই ধারা

সমস্যা আরও রয়েছে, নতুন আইন হিসেবে প্রতিটি সিজার লিস্টের ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। আগে যেটা শুধুমাত্র মাদক মামলায় করা হত। পুলিশ কর্তারা জানাচ্ছেন, প্রতিটি থানায় কম করে হলেও ষাটটি মামলা হয়। এবারে তারমধ্যে গড়ে চল্লিশটি ঘটনায় সিজার লিস্টের প্রয়োজন হয়। এবারে প্রতিটি সিজার লিস্টের জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি কার্ড প্রয়োজন। কিন্তু অত মেমোরি কার্ড আসবে কোথা থেকে, প্রশ্ন তাঁদের। সেগুলো রাখার পরিকাঠামোও থানাগুলোতে তৈরি হয়নি।

সব মিলিয়ে, আইপিসির পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ফৌজদারি কার্যবিধির পরিবর্তে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর জায়গায় ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়াম আসতেই চাপ বাড়ছে পুলিশ ও আইনজীবী মহলে। পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে ছয়টি আইন মুখস্থ রাখতে হিমসিম খাওয়ার জোগার। নতুন ধারা মুখস্থ রাখতে রাত জাগতে হচ্ছে।

শিলিগুড়ি থানার এক পুলিশকর্মীর মশকরা, ‘মনে হচ্ছে যেন নতুন ক্লাসে উঠেছি। নতুন বই, নতুন সিলেবাস। প্রচণ্ড চাপ যাচ্ছে।’ তাঁর কথা শুনে হাসছেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা পুলিশকর্মীও। কিন্তু হাসির পেছনে ‘পড়া মুখস্থ করার’ যন্ত্রণা যে কতটা, তা তাঁরাই বুঝছেন।

ফান্ডে টাকা নেই, স্কুলে বন্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মৌলিক লেখায় উৎসাহ দিতে একসময় সরকারি স্কুলগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত বার্ষিক ম্যাগাজিন। বেসরকারি স্কুলগুলিতে এই রীতি এখনও বহমান। কিন্তু অধিকাংশ সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলগুলি টাকার অভাবে বহু বছর ধরে এই ম্যাগাজিন প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে।

বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমে স্কুলগুলির মতো সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো তৈরির দিকে বর্তমানে বাড়তি নজর দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলির কাছে যে বড় অঙ্কের ফান্ড রয়েছে, তা অনেকটাই কম সরকারি স্কুলে। এমনকি, ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো টাকাও নেই।

এ প্রসঙ্গে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ বলেন, ‘আগে স্কুলে পড়ুয়াদের থেকে ম্যাগাজিন বাবদ টাকা নেওয়া হত। কিন্তু এখন ম্যাগাজিন বাবদ আলাদা করে কোনও টাকা নেওয়া হয় না। সরকারি কোনও ফান্ডও নেই। বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা প্রচুর। ফলে, ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য ন্যূনতম একলক্ষ টাকার উপরে খরচ। সেই টাকা স্কুল ফান্ডে নেই। তবে চলতি বছর স্কুলের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে।’

স্কুল পড়ুয়াদের মৌলিক লেখালেখিতে আগ্রহী করতেই আগে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হত। কোন কোন পড়ুয়ার মধ্যে কবিতা, গল্প লেখার প্রতিভা লুকিয়ে, তা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও জানতে পারতেন। আঁকা ছবি প্রকাশ করা হত। তবে, স্কুল ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এখন দেওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় বলে দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার জানান। তাঁর কথা, ‘স্কুল ফান্ডে যে টাকা রয়েছে, সেটা দিয়ে কোনওভাবেই প্রতি বছর ম্যাগাজিন প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে পড়ুয়াদের ছড়া, আঁকা, লেখা প্রকাশিত হয়।’

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘সবুজের কথা’ প্রকাশ বহু বছর ধরে বন্ধ। যদিও এ বছর ফের প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত জানালেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘প্রকাশনার খরচ এতটাই বেড়েছে যে প্রতি বছর ম্যাগাজিন প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে দু’-তিন বছর অন্তর হলেও ম্যাগাজিন যাতে প্রকাশ করা যায় আমরা তার চেষ্টা করছি।’

ওরা কাজ করে...। সোমবার বালুরঘাটে। ছবি : অভিজিৎ সরকার।

গতবছরের তুলনায় বহু কলেজে আবেদন বেশি

ভর্তির পর বিষয় বদলের বিভ্রাট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : রবিবার ছিল কলেজে ভর্তির আবেদনের শেষদিন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে চলতি বছর ৪০ হাজার ৬০৪টি আসন রয়েছে। তথ্য বলছে, গত বছরের তুলনায় বেশ কয়েকটি কলেজে এবার ভর্তির আবেদন বেশি জমা পড়েছে। তবে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে ভর্তির পদ্ধতি। বিশেষত, ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রেফারেন্স’ এবং ‘আপগ্রেডেশন’ পদ্ধতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের কলেজ বাছাইয়ে বিকল্প কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই কারণে কলেজগুলোতে গত বছরের চাইতে এবার আরও বেশি সংখ্যক আসন ফাঁকা পড়ে থাকার আশঙ্কা করছে শিক্ষা মহল।

চলতি বছর শিলিগুড়ি কলেজে ২৮ হাজারের বেশি ভর্তির আবেদন জমা পড়ে। যার মধ্যে ৫ হাজারের বেশি পড়ুয়া শিলিগুড়ি কলেজকে ‘ফার্স্ট প্রেফারেন্স’ হিসাবে রেখেছে। গত বছর সংশ্লিষ্ট কলেজে সাড়ে ১২ হাজার ভর্তির আবেদন জমা পড়েছিল। এবছর প্রত্যেক পড়ুয়া ২৫টি কলেজ এবং ২৫টি বিষয়ে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পায়। সেই কারণে কিছু কলেজে ভর্তির আবেদন বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চলায় পড়ুয়ারা কোনও কলেজের আসন আটকে রাখতে পারবে না।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের ব্যাখ্যা, ‘পড়ুয়ারা একসঙ্গে দুটি কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভর্তির আবেদন করার সময় প্রেফারেন্স হিসাবে কলেজের নাম পরপর রাখতে হয়েছে। কোনও কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তালিকায় নীচের দিকে থাকা কলেজে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া আর ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। তাকে তালিকার উপরে থাকা কলেজে ভর্তি হতে হবে।’

শিক্ষাবিদদের কথায়, ‘পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ ভর্তির আবেদনের সময় কলেজ ‘প্রেফারেন্স’-এর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়নি। খেয়ালখুশিমতো আবেদন করতে গিয়ে অনেকেই যে কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে, সেটিকে তালিকায় নীচের দিকে রেখে এগিয়ে রেখেছে বাকিগুলোকে। সেক্ষেত্রে পছন্দের কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আপগ্রেডেশনের সুযোগ থাকবে না বললেই চলে।’ তবে কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন একাংশ শিক্ষক।

শিলিগুড়ি কলেজের বাইরে ভর্তির আবেদন করতে ভিড়। -ফাইল চিত্র

১২ তারিখ মেধাতালিকা প্রকাশ হবে। সেদিন থেকে ভর্তি শুরু হয়ে ১৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে। তবে মেধাতালিকা প্রকাশের আগে প্রত্যেকটি কলেজের অধ্যক্ষদের কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

এবিষয়ে শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপকুমার দাস বলেছেন, ‘মেধাতালিকা প্রকাশের আগে সেটা খতিয়ে দেখতে আমাদের ডাকা হয়েছে। গত বছর আমাদের কলেজে প্রায় ২৮০০টি ভর্তির আবেদন জমা পড়ে। চলতি বছর সেখানে চার হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছেন। তবে এবার অনেক বেশি আসন খালি পরে থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে। যার একটি বড় কারণে, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। সেই সংরক্ষণের মাধ্যমে ভর্তির সংখ্যা অনেকটাই কম।’

চলতি বছর সূর্য সেন কলেজে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে ১৯ হাজার ৭৮৬টি। এরমধ্যে ২ হাজার ১২০ জন পড়ুয়া কলেজটিকে প্রথম পছন্দে রেখেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজে ৭৯৫৬টি আবেদন জমা পড়েছে। ৬১৫ জনের প্রথম পছন্দ এই কলেজ। মহিলা কলেজে জমা পড়েছে ২৯৬৭টি আবেদন। কমার্স কলেজে সেই সংখ্যা ৬০৬১টি।

কোথায় জট

- একসঙ্গে দুটি কলেজে ভর্তি হতে পারবে না পড়ুয়ারা
- আবেদনের সময় প্রেফারেন্স হিসাবে কলেজের নাম পরপর
- কোথাও ভর্তি হওয়ার পর তালিকায় নীচে থাকা কলেজে আর সুযোগ নয়
- তালিকায় উপরের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে বিকল্প হিসেবে
- অনেকেই প্রেফারেন্স দিয়েছেন খেয়ালখুশিমতো
- পছন্দের কলেজ বা বিষয় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা

পাচারের আগে গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জুলাই : পাচারের আগে ৪০টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্র। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত মহম্মদ হোসেন (৪০) বিহার এবং নাসিরুদ্দিন হক (৩৫) উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি সন্দেহজনক লরি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় ৪০টি গোরু। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না।

এরপরই চালক এবং খালাসি সহ গোরুবোঝাই লরি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা উত্তর দিনাজপুর থেকে কোচবিহারে গোরু পাচারের কথা স্বীকার করেছে। এরপরই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করে গোরুগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

ম্যানেজার নিগ্রহে বাগানে ১৪৪ ধারা জারির আশ্বাস

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ জুলাই : ইসলামপুর থানা এলাকার একটি বড় চা বাগানের ম্যানেজারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। গত শনিবার দুষ্কৃতীরা মারধর করে, এই অভিযোগে প্রশান্ত কুমার নামে ওই ব্যক্তি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। চা বাগানের আইনজীবী তথা ইসলামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার গুরুদাস সাহার দাবি, ‘আদিবাসীদের জমির অজুহাত দিয়ে মাফিয়ারা বাগানের প্রায় ৮০ একর জমি জবরদখল করেছে। বাগানের পথে ম্যানেজারের গাড়ি আটকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ অবিলম্বে পদক্ষেপ করুক। তাছাড়া বাগানে আদিবাসীদের জমি থাকলে, সেটা চিহ্নিত করার আর্জি আমরা একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েছি।’

এই প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার জেবি থমাস এবং আইসি হীরক বিশ্বাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি। তবে মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদ ঘটনার কথা স্বীকার করে বিতর্কিত জমি এবং এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন।

চা বাগান থেকে কাঁচা পাতা চুরি নিয়ে সম্প্রতি পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন প্রশান্ত। বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই অভিযোগের কারণেই মাফিয়ারা পরিকল্পনা মাফিক ম্যানেজারকে মারধর করেছে। জখম প্রশান্ত শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। প্রশান্ত ফোনে বললেন, ‘আমাকে খুনের পরিকল্পনা করে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। তবে আশপাশের মানুষ এসে পড়ায় বেঁচে যাই। এর আগেও জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। তবু কোনও সক্রিয়তা দেখা যায়নি। এভাবে চলতে থাকলে বাগান চালানো সম্ভব নয়।’

ইসলামপুর থানার কালনাগিনের সাবুডাঙ্গাতে ওই চা বাগানটি। বাগানের আইনজীবীর পর্যবেক্ষণ, ‘পুলিশ-প্রশাসন জমির জবরদখল ঠেকাতে এবং কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করতে পারলে আখেরে এলাকার মানুষের ক্ষতি। কর্তৃপক্ষ বাগান বন্ধ করে দিলে প্রচুর কর্মী এবং শ্রমিক কাজ হারাবেন। তার দায় কে নেবে?’ এদিকে, প্রশান্তর অভিযোগ, ‘থানায় দায়ের করা অভিযোগ তুলে না নেওয়া হলে প্রয়োজনে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জমি মাফিয়ারা।’

মাফিয়া যোগের জল্পনা

- কাঁচা পাতা চুরি নিয়ে সম্প্রতি পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন প্রশান্ত
- বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই অভিযোগের জেরে মাফিয়াদের হামলা
- শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন জখম ম্যানেজার
- বিতর্কিত জমি এবং এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হবে বলে জানান মহকুমা শাসক

এব্যাপারে মহকুমা শাসকের প্রতিক্রিয়া, ‘ম্যানেজার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আমি শুনেছি। আগেও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। বাগানের বিতর্কিত জমিতে ১৪৪ ধরা জারি করা হবে। যারা আইনশৃঙ্খলা নষ্টের চেষ্টা করবে, কঠোর পদক্ষেপ করা হবে তাদের বিরুদ্ধে।’

ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। চোপড়া এবং ইসলামপুর ব্লকে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রচুর চা বাগান। দুটি ব্লকেই ‘লাঠি যার, জমি তার’ ফর্মুলায় বাগানের জমি দখলের অভিযোগ উঠছে। জমিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। পুলিশ-প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কতটা সফল হবে, তা নিয়ে এলাকায় এখন জোর চর্চা।

কালনাগিনের সাবুডাঙ্গার চা বাগানের ম্যানেজারকে মারধরের অভিযোগ।

তালাবন্ধ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : মেয়রের হাতে উদ্বোধনের পরেও তালা ঝুলছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ডন বসকো স্কুলের পাশেই তৈরি হয় পুরনিগমের দোতলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। ২০২৩ সালের ২২ মে ঘটা করে গৌতম দেব উদ্বোধন করেন সেটা। বাড়ির পাশেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার আশায় পুরনিগমের প্রশংসা করেছিলেন এলাকাবাসী। সেই মানুষগুলোই এখন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ উঠছে।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কেন বন্ধ? পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর যুক্তি, ‘উদ্বোধনের পর কয়েকদিন খোলা হয়েছিল, কিন্তু কোনও রোগী সেখানে আসেননি।’ তাঁর উত্তরের সূত্র ধরে অবশ্য আরেকটি প্রশ্ন উঁকি দেয়, ‘তাহলে আগে থেকে সমীক্ষা না করেই কেন এত টাকা খরচ করে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হল।’

যদিও রোগী নিয়ে মেয়র পারিষদের যুক্তি মানতে নারাজ এলাকাবাসী। কারণ হিসেবে অপলা বোড়ো বললেন, ‘সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পাশেই ডন বসকো স্কুল। সেখানে প্রতি রবিবার প্রাক্তনীদের তরফে একটি স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন হয়। এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান।’ এপ্রসঙ্গে ডন বসকো প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনের স্বাস্থ্য শিবিরের প্রোজেক্ট চেয়ারম্যান অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রতিটি শিবিরে গড়ে ৬০ জন রোগী আসছেন।

৪২ নম্বর ওয়ার্ডে পুরনিগমের দোতলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

পুরনিগমের আওতায় বর্তমানে ১৫টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। অভিযোগ, চিকিৎসকের অভাবে অধিকাংশেই পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে। নিয়মিত চিকিৎসকরা রোগী দেখছেন না সেখানে। যদিও এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তবে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তালাবন্ধই থাকছে সবসময়। স্থানীয় কাউন্সিলার শোভা সুব্বা দায় এড়িয়ে বলেন, ‘এব্যাপারে মেয়র পারিষদ বলতে পারবেন।’ চিকিৎসকের যে অভাব রয়েছে, সেটা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। স্থানীয় পিংকি সরকারের আর্জি, ‘সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খোলা হলে অনেকেই উপকৃত হবেন। প্রশাসনের তরফে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হোক।’

এদিকে সূত্রের খবর, পুরনিগম আরও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করছে। শহরবাসীর প্রশ্ন, ‘যখন চিকিৎসকের ঘাটতিতে বাকিগুলোতে পরিষেবা লাটে ওঠার জোগাড়, তখন নতুন কেন্দ্র চলবে কীভাবে?’ তাঁদের আশঙ্কা, হয়তো সেগুলোও তালাবন্ধ করে রাখতে হবে ভবিষ্যতে।

গবেষণাকেন্দ্রে অসন্তোষ

খড়িবাড়ি, ৮ জুলাই : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি গবেষণাকেন্দ্রে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে অস্থায়ী মরশুমি শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদে তাঁরা বহিরাগত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ ওয়াসিম রেজার সঙ্গে বৈঠকের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি গবেষণাকেন্দ্রের গবেষকরা নয়া প্রজাতির বীজের মাধ্যমে ধান রোপণের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। ২৫ বিঘা জমিতে ‘উত্তর সোনা’ নামে নয়া প্রজাতির ধান রোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গবেষণার জন্য এমন ধানের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি রোপণ জরুরি। বর্তমানে এখানে মোট আটজন মরশুমি (অস্থায়ী) শ্রমিক খামারের নানা কাজে যুক্ত। ফি বছর তাঁরাই ফার্মের প্রয়োজনে অতিরিক্ত শ্রমিক জোগান দেন। কিন্তু এ বছর তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়তি শ্রমিক না দিতে পারায় শনিবার গবেষণাকেন্দ্রের উদ্যোগে বাইরে থেকে ১২ জন শ্রমিককে আনা হয়। এরপরই অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে মালনী রায়, মণিকা সিংহ, নিরালা রায়রা বহিরাগত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দেন। সোমবারও ফের একইভাবে তাঁদের কাজ করতে দেননি তাঁরা।

শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ। তিনি বলেন, ‘অস্থায়ী শ্রমিকরাই বাড়তি ঠিকা শ্রমিকের জোগান দেন। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম হওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।’ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ ওয়াসিম রেজার কথায়, ‘নির্দিষ্ট সময়ে অস্থায়ী শ্রমিকরা অতিরিক্ত শ্রমিক দিতে না পারায় বাইরে থেকে শ্রমিক নিতে হয়েছে। গবেষণাধর্মী কাজ নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয়। তাই, বাইরের শ্রমিক নিতে বাধ্য হয়েছি। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে বীজতলা থেকে চারা তুলে ২৫ বিঘা জমিতে রোপণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শ্রমিক অস্থায়ী শ্রমিকদের জোগান দিতে হবে।’ আজ, মঙ্গলবার থেকে এখানে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলবে বলে অস্থায়ী শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

পুরনিগমের ডেঙ্গি সমীক্ষায় শুধুই নিয়মরক্ষা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : শিলিগুড়িতে ডেঙ্গির চোখরাঙানি শুরু। ইতিমধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে শহরের কয়েকটি নার্সিংহোমে। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য, ডেঙ্গি এখনও মারাত্মক আকার নেয়নি। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে যেভাবে শহরের ফাঁকা জমি এবং নির্মীয়মাণ ভবনে জল জমে রয়েছে, তাতে যে কোনও সময় ডেঙ্গি মারাত্মক আকার নিতে পারে।

এরই মধ্যে পুরনিগমের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার জন্য যে টিম পাঠানো হচ্ছে, তাদের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোনও বাড়ির ছাদে ওঠা তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় বহুতলের নীচতলায় দাঁড়িয়ে সবার নাম শুনে নাম লিখে চলে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা বলে অভিযোগ।

শিলিগুড়িতে ২০২২ সালে ডেঙ্গি মারাত্মক আকার নেওয়ার পর ২০২৩ সালের মতো এবারও বছরের প্রথম থেকে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছিল পুরনিগম। কিন্তু ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব কমানো যাচ্ছে না। শিলিগুড়ির চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী জানালেন, ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়ে অনেকেই আসছেন তাঁর চেম্বারে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু ধরা পড়েছে। হিলকার্ট রোডের একটি নার্সিংহোমে একজন মহিলা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। তবে তিনি বেঙ্গালুরু থেকে এসেছিলেন।

পুরনিগম এলাকায় এখনও ডেঙ্গি উদ্বেগজনক নয় বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্তা ডাঃ সঞ্জীব মজুমদার। তবে স্বাস্থ্যকর্তা যাই বলুন না কেন, শিলিগুড়িতে বহু নির্মীয়মাণ বহুতল এবং ফাঁকা জমিতে জল জমে থাকছে। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ফ্ল্যাট গজিয়ে উঠছে। সেই নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে জল জমে থাকলেও সেগুলো ফেলা হচ্ছে না। অন্যদিকে, খালি জায়গাগুলিতেও জল জমে মশার লার্ভার জন্ম হচ্ছে।

ফাঁকা জমিতে জমা জলে বিপদের হাতছানি। হাকিমপাড়াতে সোমবার। ছবি : তপন দাস

পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাদ সহ বাড়ির আনাচে-কানাচে জল জমে রয়েছে কি না দেখা। বাস্তবে তাঁরা নিয়মরক্ষার খাতিরে গিয়ে হাজিরা দিয়ে অন্য বাড়ি চলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বেশিরভাগ জায়গাতেই সমীক্ষা সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সঠিক তথ্যও পৌঁছাচ্ছে না।

শহরের পরিত্যক্ত জায়গাগুলির বেশ কয়েকটি জায়গায় এবার আগাছা সাফ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, ‘নালাগুলো পরিষ্কার হয়েছে। কয়েক জায়গায় জমা জল থাকতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ভেক্টর কন্ট্রোল টিম কাজ করছে। এবার অনেক টিম বাড়ানো হয়েছে। মশা মারার ওষুধ স্প্রে’র টিমও বাড়ানো হয়েছে।’

ফের দুটি ফাঁকা বাড়িতে চুরি শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক চুরি। একটি ঘটনা চম্পাসারির। অপরটি মধ্য শান্তিনগরের। দুটি ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার পরিবার নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন শ্রীগুরু বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন চম্পাসারি এলাকার বাসিন্দা স্মিতা মিত্র। সেই রাতে আর তাঁরা বাড়ি ফেরেননি। রবিবার রাতে বাড়ি ফিরতেই অবাক। তিনি দেখেন, ঘরের জানলার শিক ভাঙা। ভেতরে সব লন্ডভন্ড। স্মিতা বললেন, 'টেডি

> টেডি বেয়ারের ভেতর গয়না রেখেছিলাম। সব চুরি হয়ে গিয়েছে।
>
> -স্মিতা মিত্র

বেয়ারের ভেতর গয়না রেখেছিলাম। সব চুরি হয়ে গিয়েছে।' বোঝা যাচ্ছিল, বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলেছে অপারেশন।

স্মিতার মতোই রবিবার রাতে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে হতভম্ব হয়ে যান মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা সমরেশ দত্ত। দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন, ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো। এরপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুক তাঁরা দেখতে পান, ঘর তছনছ। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। সমরেশ হতাশার সুরে বললেন, 'ঘরে গয়না-নগদ টাকা ছিল। সবকিছু চম্পট দিয়েছে চোরেরা।' পুলিশের এক পদস্থ কর্তার আশ্বাস, 'যেখানেই চুরির ঘটনা ঘটছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া অ্যান্টি ক্রাইম ক্যাম্পেনও চলছে।'

পুলিশের তরফে এমন বলা হলেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না শহরের বাসিন্দারা। ফাঁকা বাড়িগুলিকে টার্গেট করছে দুষ্কৃতীরা। চিন্তা বাড়াচ্ছে একশ্রেণির বানজারার কার্যকলাপও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরির আগে এলাকায় রেইকি করা হচ্ছে। তারপর সুযোগ পেলেই চালানো হচ্ছে অপারেশন। শুধু সোনার গয়না কিংবা ঘরের মধ্যে থাকা দামি জিনিসপত্রই নয়, চুরি হচ্ছে বাইক-স্কুটারও। মাসখানেক আগে হাকিমপাড়ার একটি বাড়ি থেকে স্কুটার চুরির ঘটনা ঘটেছিল। তাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি। আবার ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি প্রাইমারি স্কুলের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি গিয়েছে। প্রায় দুই মাস স্কুল বন্ধ ছিল। মাসখানেক আগে স্কুল খোলার পর দেখা যায়, ভেতরে কোনও সামগ্রী নেই।

একের পর এক ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শহরের বাসিন্দা মালতী বিশ্বাস বলছেন, 'এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে তো বাড়ি ছেড়ে বেরোনো দূর অস্ত, বাড়িতে থেকেও চুরির আশঙ্কায় ভুগছি।' এমন পরিস্থিতিতে পুলিশের কাছে নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শহরের সাধারণ মানুষ।

ধসে বিপর্যয়ের জের, ক্ষতি জেনেও সহমত উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা

পাহাড়ে যেতে 'মানা' মুখ্যমন্ত্রীর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ধস এবং ভূমিধসের জেরে বন্ধ পাহাড়ের জোড়া জাতীয় সড়ক। জায়গায় জায়গায় ফাটলে তথৈবচ অবস্থা রাজ্য সড়কগুলির। টানা বর্ষণে দার্জিলিং শহরও দীর্ঘ বছর পর ধসের সাক্ষী থেকেছে ইতিমধ্যে। এরই মধ্যে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। ফলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে পরিস্থিতি, আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই আপাতত পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানে পা ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা আরও আশঙ্কা বাড়িয়েছে পাহাড়-পর্যটনে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান যেখানে সতর্ক করেছেন, সেখানে লটবহর গোছানোটা কি ঠিক হবে, চিন্তায় পড়েছেন পর্যটকদের বড় অংশ। তবে ব্যবসায় ক্ষতি জেনেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁরাও সতর্কতার কথা বলছেন।

হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন, 'প্রকৃতিকে মেনে নিতেই হবে। বেড়াতে এসে কেউ বিপদে পড়ুক, সেটা আমরা কেউ চাই না। তবে দ্রুত পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

ছুটির কথা মাথায় রেখে যাঁরা উত্তরে আসার টিকিট কেটে ফেলেছেন, তাঁদের তরাই-ডুয়ার্সে আসার আহ্বানও জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের যুক্তি, বর্ষার ডুয়ার্সও মোহময়ী। সবুজ জঙ্গল, হাতির ডাক, ঝমঝমাঝম বৃষ্টি- এসব উপেক্ষা করা মুশকিল। সেই রেশ টেনেই হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে রাতে গাড়ি চলাচলে না করেছেন। আমরাও তাই বলছি। এমন পরিস্থিতিতে পর্যটকদের বলব আপনারা তরাই এবং ডুয়ার্সে বেড়াতে আসুন। যাঁরা পাহাড়ে রয়েছেন, তাঁরা স্থানীয় ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন। সমস্যা দেখা দিলে জানান।'

বর্ষায় পাহাড় যেমন সুন্দর, তেমনই ভয়ংকর। ক'দিন আগেই উত্তর সিকিমে আটকে পড়েছিল কয়েকশো পর্যটক, দিনের পর দিন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে বায়ুসেনা হেলিকপ্টার দিলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি সিকিম প্রশাসন। সড়কপথে ঝুঁকি নিয়ে পর্যটকদের উদ্ধার করতে হয়। যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে এবং মঙ্গলবারের পর থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে দার্জিলিং পাহাড়ের পরিস্থিতি যে ভালো জায়গায় পৌঁছাবে না বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

একাধিক জায়গায় ধস এবং ভূমিধসের জেরে রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ১১০ (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়ক। রোহিণী এবং পাঙ্খাবাড়ির রাস্তাতেও একাধিক জায়গায় ফাটল ধরা শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। টাইগার হিল যাওয়ার রাস্তাও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়ের একাধিক রাজ্য সড়কের পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে যদি আরও কয়েকদিন টানা বৃষ্টি হয়, তবে দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেদিকে নজর রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর এমন সতর্কবার্তা বলে মনে করছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি।

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্ট-এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ লামা মনে করেন, আতঙ্কের সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখা উচিত। নাহলে নানা গুজব রটবে এবং এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

ইতিমধ্যে জিটিএ'র তরফে দার্জিলিংয়ের দুটি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় এবং টানা বর্ষণের জেরে ইতিমধ্যে পাহাড় পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতি গিয়ে ঠেকেছে ৫০ কোটিতে। এরপর তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে যাবতীয় আশঙ্কা। কিন্তু প্রাণের চাইতে বড় নয় লাভ-লোকসান, তা মানছেন ব্যবসায়ীরাও।

স্বাগত ডুয়ার্সে

- কয়েকদিন ধরেই কালিম্পংয়ের লাইফলাইন বিধ্বস্ত
- দার্জিলিংয়ের পথেও নতুন করে অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে
- মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় ধন্দে পর্যটকরা
- তাঁদের তরাই-ডুয়ার্সে আহ্বান জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা

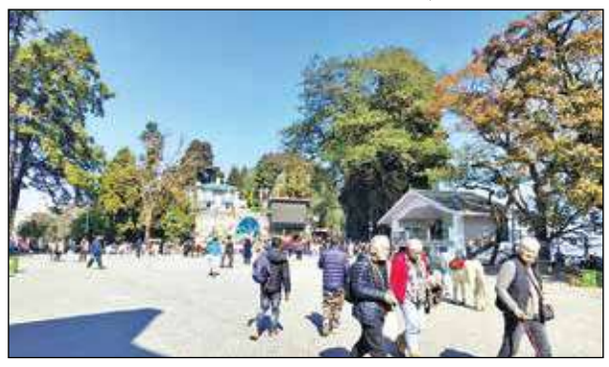

ম্যালের চেনা ছবি। -ফাইল চিত্র

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বৃষ্টিতেও ব্যবসা।। ঘোষপুকুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের কৌশিক পাল।

সাংসদ তহবিলের বরাদ্দে পক্ষপাত

নকশালবাড়িতে অভিযোগ তৃণমূলের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : সাংসদ তহবিলের কাজে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়িতে। প্রশ্ন উঠেছে সাংসদ রাজু বিস্টের বরাদ্দ করা কাজের তালিকা নিয়েও। তৃণমূলের অভিযোগ, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪টি কাজ হবে। বেছে বেছে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকায় কাজ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কাজের তালিকার পাশে যোগাযোগের জন্য রয়েছে আরএসএস, বিজেপির নেতা-কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বর। এ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এ বিষয়ে সাংসদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। মেসেজ করা হলেও তার জবাব দেননি।

এদিন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজুর বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের সদস্যরা। প্রধান-উপপ্রধানের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে আড়াল করা হচ্ছে। বারবার একই প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে কোন স্বার্থে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধানের অভিযোগ, নকশালবাড়ির অন্য এলাকায় সাংসদের কোনও নজর নেই। নকশালবাড়ির মানুষের সঙ্গে সাংসদ বিমাতৃসুলভ আচরণ করছেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ জুন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক নকশালবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ৯টি কাজের তালিকা বিডিওকে দেন। যার মধ্যে নকশালবাড়িতে ৪টি কাজ হবে। ৯টি কাজই হচ্ছে সাংসদ তহবিল থেকে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকা।

রবিবার রথের উদ্বোধনে এসে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে জমে থাকা আবর্জনা নিয়ে সরব হন রাজু। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই সাংসদের কাজের হিসেবনিকেশ শুরু হয়।

পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজুর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সদস্যরা। নকশালবাড়িতে। সোমবার।

এদিন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ সারা বছরই চলে। উনি (সাংসদ) কোনও কিছু না জেনে প্রকাশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে দোষারোপ করেছেন। সাংসদ, বিধায়ক বেছে বেছে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সোলার লাইট বসিয়েছেন। নকশালবাড়ির বাকি এলাকাগুলি কেন বঞ্চিত থাকবে। সাংসদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে আমরা জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাব।' প্রধান জয়ন্তী কিরোর বক্তব্য, 'সাংসদ বারবার একই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকারি স্কুলগুলিকে তিনি চোখেও দেখছেন না। আমরা চিঠি করলেও তার জবাব সাংসদ দেন না। এরকম মনোভাব নিয়ে সাংসদ পঞ্চায়েতের পরিষেবার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করতে পারে না।'

অন্যদিকে, নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'সাংসদ কিংবা বিধায়ক, যে কোনও তহবিলের কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন, জেলা শাসক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দ্বারাই করাতে হয়। কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি এই কাজ করতে পারে না। সাংসদের তালিকায় কোথায় গলদ আছে তা দেখে বলতে পারব।' তাঁর সংযোজন, 'উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি তৃণমূল করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক প্রকল্প এই রাজ্যে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি। আমরা আমাদের মতো কাজ করছি।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিমলের

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সম্পত্তি বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বিমল গুরুং। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিমল বলেছেন, 'অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন জিটিএ বোর্ড দার্জিলিং মোড়ের ভবন সহ পাহাড়ের সমস্ত পর্যটন আবাস বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু যা ভাড়া হওয়া উচিত, তার থেকে কয়েকগুণ কম ভাড়ায় ঘনিষ্ঠদের এই ভবনগুলি দিচ্ছেন অনীতরা।' এভাবে সরকারি সম্পত্তি বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বিমল। পাশাপাশি পাহাড়ে বেআইনিভাবে নির্মিত বহুতল ভেঙে দেওয়ার দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন মোর্চা সভাপতি। তবে জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চালানো নতুন কিছু নয়। এটা কেন্দ্র, রাজ্য সব সরকারই করে। পাহাড়ের প্রচুর পর্যটন আবাস বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেগুলি লিজ নেওয়া সংস্থাই মেরামত করবে। এখানে কম টাকায় পাইয়ে দেওয়ার কোনও বিষয় নেই।'

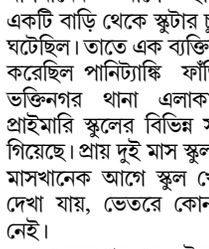

> অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন জিটিএ বোর্ড দার্জিলিং মোড়ের ভবন সহ পাহাড়ের সমস্ত পর্যটন আবাস বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু যা ভাড়া হওয়া উচিত, তার থেকে কয়েকগুণ কম ভাড়ায় ঘনিষ্ঠদের এই ভবনগুলি দিচ্ছেন অনীতরা।
>
> বিমল গুরুং

দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক এবং শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ের ভবনটিও বেসরকারি সংস্থাকে দিচ্ছে জিটিএ। বিমলের অভিযোগ, দার্জিলিং মোড়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকা ভবনটি মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে হোটেল চালিয়ে বছরে তিন কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। এছাড়াও পাহাড়ের বেশ কিছু পর্যটন বাংলো বছরে চার লক্ষ, সাড়ে চার লক্ষ টাকা ভাড়ায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাংলোগুলি একটু সংস্কার করে জিটিএ নিজস্ব লোকবল দিয়ে চালাতে পারলে বছরে কোটি কোটি টাকা আয় হতে পারে। তাহলে কীসের ভিত্তিতে, কোন শর্তে এই হস্তান্তর হচ্ছে? পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন করেছেন বিমল।

তাঁর আরও অভিযোগ, দার্জিলিং শহরই শুধু নয়, মিরিক, কার্সিয়াং, কালিম্পংয়েও বেআইনিভাবে প্রচুর বহুতল তৈরি হচ্ছে। সেগুলি ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন।

সাপের কামড়ে মৃত্যু গৃহবধূর

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : রবিবার সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে। মৃত ওই গৃহবধূর নাম যমুনা সুব্রধর (২৫)। রবিবার সন্ধ্যায় রথের মেলায় যাওয়ার জন্য ড্রেসিং টেবিলের সামনে তৈরি হচ্ছিলেন যমুনা। ওই সময় আয়নার নীচ থেকে একটি কালচে রঙের সাপ বেরিয়ে তাঁর পায়ে কামড় দেয়। সাপটি তাঁর পা পেঁচিয়েও ধরেছিল। সাপ কামড় দেওয়ার পরেই তিনি চিৎকার করতে শুরু করেন। পা নাড়াতে থাকলে সাপটি পালিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দেরিতে চিকিৎসা শুরু করার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃতার বোন গঙ্গা বর্মনের অভিযোগ, 'পায়ে যেখানে সাপ কামড় দিয়েছিল, সেখানে আমরা কাপড় বেঁধে দিদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে তিরিশ মিনিটেরও বেশি সময় দিদি পড়েছিল, কোনও চিকিৎসক আসেননি। বলা হয়, আগে কাগজপত্রের কাজ শেষ করতে হবে। দিদির পায়ের কাপড় খুলে দেওয়া হয়। আর ছটফট করতে করতে দিদি মারা যায়।' যদিও মৃতার বোনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেডিকেল কলেজ সুপার ডঃ সঞ্জয় মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন চিকিৎসায় সাপে কাটায় কাপড় বাঁধার নিয়ম নেই। তাছাড়া একবার বিষ শরীরের রক্তে মিশে গেলে আর কিছু করার থাকে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।' কোন সাপ কামড়েছে, তা নিয়েও ধন্দ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে মেডিকেল সুপার বলেন, 'ময়নাতদন্তের পর এক্ষেত্রে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।'

সিকিমে লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে জীবনযাত্রা বদলে গিয়েছে ক্রান্তি ব্লকের চেংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা পাড়ের ৬৮টি পরিবারের। ঘরবাড়ি ছেড়ে তিস্তার বাঁধই আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে ওই পরিবারগুলির।

দুর্ঘটনায় মৃত এক, জখম ৪

খড়িবাড়ি, ৮ জুলাই : মোটর সাইকেলে রথের মেলায় যাওয়ার পথে বুড়াগঞ্জ-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কে নির্মিয়মাণ সেতুর পিলারে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হল এক তরুণের। জখম হয়েছেন আরও চারজন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুমিত ওরাওঁ। তিনি খড়িবাড়ি সোনাচান্দি চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন। আর আহতরা হলেন কুলিত ওরাওঁ, রাহুল ওরাওঁ, অমৃত ওরাও, অনু টোপ্পো। তাঁরা খড়িবাড়ির সোনাচান্দি চা বাগানের ও ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটার বাসিন্দা বলে খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে।

রবিবার নাকশালবাড়িতে রথের মেলা বসেছিল। রাত সাড়ে ন'টা নাগদ দুটি মোটর সাইকেলে তাঁরা নকশালবাড়ি যাওয়ার পথে বুড়াগঞ্জের দাঁড়াবক্স গ্রামে রাজ্য সড়কে নির্মীয়মাণ সেতুর পিলারে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই সুমিতের মৃত্যু হয়। অন্যজন বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন। বাকিদের নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

জ্যোতি বসুর জন্মদিন

চোপড়া ও বাগডোগরা, ৮ জুলাই : চোপড়ার দাসপাড়ায় সোমবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালন করল সিআইটিইউ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা দবিরুল ইসলাম, সিপিএমের এড়িয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার প্রমুখ। জ্যোতি বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন চোপড়ার একাধিক জায়গায় বামেদের তরফে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে, সিপিএমের বাগডোগরা এড়িয়া কমিটির তরফেও দলীয় কার্যালয়ে দিনটি উদযাপিত হয়েছে।

স্মরণসভা

চোপড়া, ৮ জুলাই : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি কর্মী অরেন সিংহের স্মরণে সভা হল। সোমবার কাঁচাকালী এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সভাটি হয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বরুণ সিংহ জানান, ২০১৭ সালে এই দিনেই দলীয় কর্মী অরেন সিংহ খুন হয়েছিলেন।

বৃক্ষরোপণ

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জুলাই : ভোজনারায়ণ চা বাগানের বাগাভিটায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ করা হল। সোমবার কান্তিভিটা ও রানিডাঙ্গার দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যৌথভাবে এই কর্মসূচি পালন করে। এদিন ওই এলাকায় প্রায় একশোটি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে।

নিখোঁজের দেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ৮ জুলাই : সোমবার বিকেলে খড়িবাড়ি ডুমুরিয়ায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম নবদ্বীপ সিংহ (৭১)। বাড়ি খড়িবাড়ির বগলাহাগী গ্রামে। এদিন বিকেলে স্থানীয় এক ব্যক্তি ডুমুরিয়া শ্মশানের প্রতীক্ষালয়ে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে খড়িবাড়ি পুলিশে খবর দেন। খবর যায় মৃতের পরিবারের কাছেও। মৃতের ছেলে নবীন সিংহের দাবি, দিনদুয়েক আগে তিনি বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আত্মীয়পরিজনের বাড়ি সহ নানা জায়গায় খোঁজখবর করেও তাঁর হদিস পাননি। খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলাও দায়ের করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

পরিদর্শন

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : সোমবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা এলাকা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর আধিকারিকরা। দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। রবিবার পানীয় জলের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ পানিট্যাঙ্কি-নকশালবাড়ি রাস্তা অবরোধ করেন তালতলার বাসিন্দারা। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এদিন এলাকা পরিদর্শনে আসেন পিএইচই ও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছেন আধিকারিকরা।'

পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ইউনিফর্ম, জুতো, ব্যাগ তো দেওয়া হবেই, সেইসঙ্গে কোচিং সেন্টারে থাকছে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও। শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিচালিত অবৈতনিক এই কোচিং সেন্টারের নাম 'আলোর দিশারি'। বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের আদলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পুরনিগমের এই কোচিং সেন্টার। সরকারি স্কুলগুলোতেও হয়তো এতকিছুর ব্যবস্থা নেই যা রয়েছে এখানে, দাবি অনেকের। আসলে পুরোটাই করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য। চলতি বছর থেকে কোচিং সেন্টারে পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম পরে আসতে দেখা যাবে। সেন্টারের কনভেনার রণজয় দাস বললেন,

> পড়ুয়াদের টি-শার্ট, সামার কোর্ট ও জুতোর মাপ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর মাধ্যমিকে রেজাল্ট ভালো হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে আরও অনেক পড়ুয়া আমাদের সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
>
> রণজয় দাস, *কনভেনার*

'পড়ুয়াদের এই অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের সম্পর্কে জানানোর জন্য স্কুলগুলোতেও বলা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে সপ্তাহে তিনদিন এই সেন্টারে শহরের বিভিন্ন স্কুলের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ান। কোচিং সেন্টারটিকে কর্পোরেট লুক দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেন্টারের পড়ুয়াদের রেজাল্টে খুশি হয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পড়ুয়াদের ভালো রেজাল্টের জন্য পুরনিগমের তরফে তাদের সংবর্ধনাও জানানো হয়েছে। শহরের আরও পড়ুয়া যাতে সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা, মোটিভেশনাল ক্লাসও এখানে করানো হয়। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্যই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে।

শহরের মধ্যে এরকম একটি কোচিং সেন্টার থাকায় খুশি অভিভাবকরাও। গৌতম সরকার নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'অবৈতনিক সেন্টারে এতকিছু সুবিধা ভাবাই যায় না। এত সুন্দর একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পুরনিগমকে ধন্যবাদ।' ইতিমধ্যে মেয়র জানিয়েছেন, পুরনিগম সবসময় শহরের পড়ুয়াদের পাশে রয়েছে। তাদের শিক্ষায় যাতে কোনও বাধা না আসে, সেদিকে নজর রাখে পুরনিগম।

অজয়ের পোস্টে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : পাহাড়ে স্পোর্টস কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তির সরকারি নথি ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সম্প্রতি হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তির কপি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্যাডে প্রথমে 'জি' অক্ষরটি নেই। যা নিয়ে তিনি জিটিএ'র দায়িত্বজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'পাহাড় যখন বন্যা, ধসের কবলে, মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছেন না, সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, সেই সময় খেলাধুলা নিয়ে এমন বিজ্ঞপ্তি বেমানান।'

এই ঘটনা চাউর হতেই জিটিএ'র তরফে পালটা অভিযোগ আনা হয়েছে। সোমবার জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, 'জিটিএ'র লেটার প্যাড বিকৃত করা হয়েছে। আমাদের কোনও লেটার প্যাডে এমন ভুল নেই। অবিলম্বে অজয় এডওয়ার্ডকে এই পোস্ট মুছে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পাশাপাশি যাঁরা এই পোস্ট শেয়ার করছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পেটে ছুরি

হাওড়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে রিকশাচালককে জলে ডোবা রাস্তা পার করতে বলেছিলেন তরুণ। রাজি না হওয়ায় বাধে বচসা। হঠাৎই তরুণের পেটে ছুরি মেরে গ্রেপ্তার হয় রিকশাচালক।

আটকাল পুলিশ

নিয়োগের দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল ২০২২-এর টেট উত্তীর্ণরা। করুণাময়ীতে তাঁদের আটকায় পুলিশ। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

চালকদের সুবিধার্থে

ট্রেনে চালকদের বিশ্রামের জন্য শিয়ালদা স্টেশনের মেইন শাখার তিনতলায় মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক কক্ষ তৈরি হয়েছে। এসি, রিডিং রুম, ব্যায়াম করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মুক্তিপণের দাবি

ডেটিং অ্যাপে মহিলার সঙ্গে আলাপ। একান্তে মিলনের টোপে তরুণকে আটকে রেখে লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরিবারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ওই মহিলা সহ চারজনকে।

পুজোর বৈঠকে ধুন্ধুমার কাণ্ড, মৃত প্রৌঢ়

কলকাতা, ৮ জুলাই : ব্যারাকপুরে মহিলা পরিচালিত একটি ক্লাবে দুর্গাপুজো নিয়ে বৈঠক বসে। দুর্গাপুজোর কমিটি গঠন নিয়ে সেই বৈঠক হয়। গত বছরের পুজোয় আয়-ব্যয়ের হিসেব সংক্রান্ত বিষয় উঠতেই গণ্ডগোল বাধে। ধস্তাধস্তির মধ্যে অসুস্থ হয়ে ক্লাব সদস্য এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ব্যারাকপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার মৌসুমি মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলার।

অভিযোগ, সামনেই দুর্গাপুজো। সেই নিয়েই বৈঠক বসে। গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেইসময় কাউন্সিলার তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ক্লাবে ঢুকে পড়েন। তারপর বৈঠকে উপস্থিত ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ক্লাব সদস্য পার্থ চৌধুরী। তাঁকে ব্যারাকপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিবারের দাবি, পার্থবাবুর কোনও অসুস্থতা ছিল না। কাউন্সিলারের অনুগামীদের দিকেই আঙুল তুলেছে মৃতের পরিবার। অভিযুক্ত কাউন্সিলার জানান, ওই ব্যক্তি বৈঠকে ছিলেন না। রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন তিনি। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একাংশের দাবি, তৃণমূল কাউন্সিলারের সঙ্গে ক্লাবের সিপিএম সমর্থক কিছু সদস্য বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন কাউন্সিলারের অনুগামীরা ভাঙচুর শুরু করেন। ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান জানান, এই ঘটনায় যে-ই দোষী হন না কেন, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

স্নাতকে ভর্তির আবেদন কম, বাড়ছে চিন্তা

কলকাতা, ৮ জুলাই : স্নাতক স্তরে ভর্তি সমস্যা মেটাতে এবার রাজ্যে চালু হয়েছে অভিন্ন পোর্টাল। তবে গতবছরের মতো এবছরেও রাজ্যের কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কম থাকছে। এবার অন্তত ৪০ শতাংশ আসন ফাঁকা থেকে যেতে পারে। যা নিয়ে চিন্তিত রাজ্যের শিক্ষামহল।

অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তির আবেদনের শেষদিন ছিল রবিবার। শেষ দিনের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এবছর রাজ্যের কলেজগুলিতে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ আসনের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ একটি আসনের জন্য গড়ে তিনজন পড়ুয়া আবেদন করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তা আশাব্যঞ্জক হলেও বাস্তবে তা নয়। একটি আসনের জন্য অন্তত ৬ থেকে ৭ জন আবেদন করলে সব আসন পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, একজন পড়ুয়া অনেকগুলি কলেজে আবেদন করে থাকেন। ভর্তি হন একটি কলেজে। ফলে বাকি কলেজের আসনগুলি শূন্য থাকে। সেই হিসেবে এবছর ৪০ শতাংশ আসন খালি থাকবে বলে আশঙ্কা শিক্ষাপ্রেমীদের। বহু পড়ুয়া আবার জেনারেল লাইনের পরিবর্তে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কোর্স নিয়ে পড়তে যান। ফলে এক্ষেত্রেও বহু আসন ফাঁকা থেকে যায়।

সংরক্ষিত ক্ষেত্রেও পূর্ণ আসনে ভর্তি হয় না। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির জন্য যে ১০ শতাংশ আসন আছে, তা এবছর পূর্ণ হবে না। কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দেওয়া শুরু করেনি রাজ্য সরকার। রাজ্যের নাম করা কলেজগুলিতে অবশ্য আবেদনের সংখ্যা বেশি। এই সমস্ত কলেজে একটি আসনের জন্য ১০ জনেরও বেশি আবেদন করেছেন।

সন্দেশখালি : রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা

সিবিআই তদন্তই বহাল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ জুলাই : সন্দেশখালি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য। তাদের আর্জি খারিজ করে সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সন্দেশখালি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালতে প্রশ্নবাণের মুখেও পড়তে হল রাজ্যকে। কোর্ট প্রশ্ন তুলল, কেন একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার?

সন্দেশখালিতে জমি দখল ও নারী নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। ২৯ এপ্রিল শীর্ষ আদালতে মামলাটি উঠলে তারা শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। তাদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, ওই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। সেগুলি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য ২-৩ সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, শুনানি মুলতুবি থাকলেও তদন্ত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা যাবে না। এমনকি, শীর্ষ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে বাধা দেওয়া যাবে না হাইকোর্টের শুনানিতেও। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের ওই পর্যবেক্ষণ মেনে তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যায় সিবিআই।

তিন মাস বাদে সোমবার সন্দেশখালি সংক্রান্ত সেইসব মামলার শুনানিতে রাজ্যের আবেদন খারিজ করেছে শীর্ষ আদালত।

সন্দেশখালির ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। রাজ্য সরকার তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে আগেই অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টও তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিচারপতিদের প্রশ্ন, 'কেন একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?' আদালতের পর্যবেক্ষণ, সন্দেশখালিতে জমি চুরি থেকে শুরু করে একাধিক নারী নির্যাতন ও যৌন

সুপ্রিম বক্তব্য

- জমি চুরি থেকে নারী নির্যাতনের ভূরিভূরি অভিযোগ সন্দেশখালিতে। তা সত্ত্বেও সিবিআই তদন্তে আপত্তি কেন রাজ্যের
- মাসের পর মাস রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করেনি
- রাজ্য সরকার কি কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে

হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে কেন রাজ্য সরকার আলাদা করে এই ইস্যুতে আগ্রহ দেখাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না আদালত। তাহলে কি তারা কাউকে আড়াল করতে চাইছে, প্রশ্ন ডিভিশন বেঞ্চের।

এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে জানান, ৪৩টি এফআইআর হয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত এফআইআর রয়েছে। চার্জশিটও দেওয়া হয়েছে ৪২টিতে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তারপরেও এই ঘটনা নিয়ে অহেতুক রাজনীতি চলছে। এর জবাবে রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতিরা বলেন, 'মাসের পর মাস রাজ্য সরকার এই ঘটনায় কোনও পদক্ষেপই করেনি। তার কী জবাব দেবেন?'

সোমবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, সন্দেশখালি মামলায় আদালতের পর্যবেক্ষণ যাতে কোনওভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

মামলার গত শুনানিতেও কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। ভোটের মধ্যে সিবিআই তদন্ত যেমন চলছিল তেমনই চলেছে। রাজ্য সরকারের আশা ছিল, এবার হয়তো সুপ্রিম কোর্ট তাদের আর্জি মেনে সিবিআই তদন্তের বিপক্ষে নির্দেশ দেবে। কিন্তু তা হল না। সন্দেশখালিতে সিবিআই তদন্তই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

গণপিটুনির অভিযোগ কাঁকিনাড়া, বসিরহাটে

কলকাতা, ৮ জুলাই : ফের গণপিটুনি। ক্রমাগত প্রচারেও বন্ধ করা যাচ্ছে না এই প্রবণতা। এবার ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়া। রথের মেলায় ঘুরতে গিয়ে প্রহৃত হল পাঁচ বন্ধু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন হাসপাতালে ভর্তি। বসিরহাটের মাটিয়াতেও ছেলেধরা সন্দেহে এক তরুণকে গণপিটুনির অভিযোগে শোরগোল পড়ে গেল।

আহতদের অভিযোগ, কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁরা রথের মেলা দেখতে যান। সেইসময় এক ব্যক্তি মোটরবাইকে চড়ে আসেন। তাঁদের দাঁড়াতে বলেন ওই ব্যক্তি। নিজেকে পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁদের থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগে তাঁদেরকে শিশু চুরির অপবাদ দিয়ে মারধর শুরু করেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পাঁচ তরুণ বর্ধমানের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে কাঁকিনাড়ায় থাকেন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ভাটপাড়া থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার রাজেন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতে কাঁধে বস্তা দেখে ছেলেধরা সন্দেহে এক তরুণকে মারধর করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে মাটিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণের বাড়ি শাসন থানা এলাকায়। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন।

সালিশি বেআইনি, জেলা প্রশাসনকে কড়া বার্তা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুলাই : সালিশি সভা ডাকাটাই বেআইনি। সালিশি সভা ডেকে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াটা আরও মারাত্মক ঘটনা। অথচ সাম্প্রতিককালে রাজ্যের কয়েকটি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ায় অস্বস্তিতে সরকার ও প্রশাসন। বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া রাজ্য সরকারকে আরও অস্বস্তির মুখে ফেলেছে। এইসব ঘটনা এড়াতে নবান্নে প্রশাসনিক মহলে রীতিমতো চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন বলে সোমবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক দু-একটি ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলের দু-একজন বিধায়ক ও স্থানীয় নেতা-নেত্রীর নামও জড়িয়ে যাওয়ায় নিতান্তই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী।

গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত স্তরে এই ধরনের সালিশি সভা বন্ধ করতে চরম বার্তা দিতে চায় রাজ্য প্রশাসন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সব জেলা প্রশাসনকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে। নজরদারি চালাতেও বলা হয়েছে। এদিন নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা জানালেন, সালিশি সভা ডাকাটাই বেআইনি। তবু এই ধরনের সভা ডাকা ঘিরে বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যা মোটেই কাম্য নয়। সজাগ ও সতর্ক থাকতে জেলা প্রশাসনগুলিকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ ওই আধিকারিক দাবি করেন, সচরাচর এই ধরনের ঘটনা এই রাজ্যে ঘটে না। তার উদাহরণও নেই। তবুও সম্প্রতি দু-একটি ঘটেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। বেআইনি এই কাজ রুখতে প্রশাসনিক স্তরে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, সময়মতো স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছোনোর বিষয়টিও কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ধরনের সালিশি সভার ঘটনায় গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলি (বিশেষ করে তৃণমূলশাসিত) জড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন দল। এমনকি দলের বিধায়করাও কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ায় অস্বস্তিতেই পড়েছে দল ও দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে দলের সব পঞ্চায়েত স্তরের পদাধিকারীদের সতর্কও করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

রথযাত্রার পরের দিনই উত্তর কলকাতার কুমোরটুলিতে পুরোদমে চলছে দুর্গা প্রতিমা তৈরি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দেবকে ক্লিনচিট সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৮ জুলাই : হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি পেলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)। তাঁকে ক্লিনচিট দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। নির্বাচনের আবহে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে সামাজিক মাধ্যমে একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেছিলেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেতা হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। সেই মামলাতেই সোমবার হাইকোর্টে রিপোর্ট দেয় সিবিআই। দেবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি সিবিআই আধিকারিকদের।

নির্বাচনের সময় হিরণের পোস্ট করা অডিও ক্লিপে দেবের আপ্ত সহায়ক ও এক ব্যক্তির কথোপকথন

ছিল। তাঁরা নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত বলে অভিযোগ করেন হিরণ। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওই অডিও নিয়ে সিবিআইয়ের কাছে যে অভিযোগ এসেছে তা নিয়ে তাদের অবস্থান জানাতে হবে। সিবিআই চাইলে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিতে পারে। সেই রিপোর্টই এদিন জমা দেয় সিবিআই। আদালতে সিবিআই জানায়, তারা এই অডিও নিয়ে তদন্তে এগোতে চায় না। যে অভিযোগ দেব ও তাঁর আপ্ত সহায়কের বিরুদ্ধে উঠেছে তার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। যদি কোনওদিন প্রমাণ আসে তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে। তারপরই বিচারপতি সিনহা মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেন।

বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অন্য দলের প্রাক্তন বিধায়কের

কলকাতা, ৮ জুলাই : গুগলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআইএম) বিধায়ক। কিন্তু আসলে তিনি সমাজবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও বিধায়ক। নাম সমর হাজরা। তবে শেষবার তিনি জিতেছিলেন সিপিআইএমের প্রতীক কাস্তে-হাতুড়িতে। এমনই এক প্রাক্তন বাম বিধায়কের শ্রদ্ধার্ঘ্যেই সোমবার বিধানসভায় জ্যোতি বসুর জন্মদিনে মুখরক্ষা হল সিপিএমের।

উপলক্ষ্য বিধানসভায় অধ্যক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবাদপ্রতিম সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর ১১০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান। ২০২১-এর বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছে বামেরা। ফলে এমন একটা দিনে জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর মতো বিধায়কও নেই বিধানসভায়। একুশের পরেও দু-একবার এই বিশেষ দিনে বিধানসভায় শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী। কিন্তু এবার ছিলেন না কোনও বাম নেতা। যদি না শেষ মুহূর্তে খানিকটা কাকতালীয়ভাবে সেখানে হাজির হতেন জামালপুরের প্রাক্তন বাম বিধায়ক সমর হাজরা।

নিয়মমাফিক বিধানসভার লবিতে জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে এদিন শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষের সঙ্গে ছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, সুতির বিধায়ক ইমামি বিশ্বাস। ঘটনাচক্রে ব্যক্তিগত কাজে বিধানসভায় এসেছিলেন সমর। জ্যোতি বসু স্মরণে স্পিকারের অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন তিনি। সেখানে তখন বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করতে গিয়ে স্পিকারের গলায় তখন পরিষদীয় রাজনীতিতে বাম-শূন্যতা নিয়ে হতাশার সুর। বিমানের কথায়, 'রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি মনে করি পরিষদীয় রাজনীতিতে বামেদের দরকার ছিল। সিপিএম ও বামেরা না থাকায় বিধানসভার অধিবেশনে তেমন বিতর্ক আর শোনা যাচ্ছে না।' এমন সময়েই লবিতে সমরকে দেখতে পেয়ে স্পিকারের অবস্থা তখন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। প্রাক্তন বাম বিধায়ককে ডেকে জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করে দেন অধ্যক্ষই।

সমর বলেন, 'এটা ঠিক বিধানসভায় জ্যোতি বসুর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানোর মতো একজন বিধায়কও অবশিষ্ট নেই, এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। বিধানসভায় এসে খবর পেয়ে তাই চলে এসেছিলাম। ভালোই লাগল ওঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।'

রাজ্যপাল পদ নয়, সরব বিদ্বজ্জনরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যপাল পদের বিলোপ, নিট পরীক্ষার দুর্নীতির তদন্ত সহ ২০ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করল 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'। সোমবার এই সব দাবিতে ধর্মতলায় দিনভর অবস্থান-বিক্ষোভ চলে। অরাজনৈতিক এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগীতশিল্পী সৈকত মিত্র, যন্ত্র সংগীতশিল্পী দেবজ্যোতি বসু, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, বাম নেতা সমীর পুততুণ্ড, গণ আন্দোলনের নেত্রী বর্ণালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিজেপির পার্টি ক্যাডারের মতো কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে দিয়ে এরাজ্যের সরকারের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন বলে এদিন সভা থেকে তোপ দাগেন বক্তারা। প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যপালকে কেন পুলিশ, ইডি, সিবিআই জেরা করতে পারবে না? অপরাধ করলেও কেন রক্ষাকবচ পাবেন তিনি? সম্প্রতি রাজ্যের পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নালিশ জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, 'রাজ্যপাল ভুলে গিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীদের উপদেশমতো কাজ করতে তিনি বাধ্য। অথচ উনি বলছেন মুখ্যমন্ত্রীকেই নাকি রাজভবনে ঢুকতে দেবেন না।' রাজ্যপাল পদকে শ্বেতহস্তীর সঙ্গে তুলনা করে পূর্ণেন্দু বলেন, 'সংবিধান সংশোধন করে এই পদ বিলোপ করা উচিত।' রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে রাজ্যপাল পদের মর্যাদাহানি করছেন ও অপমানিত হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, এত অপমান সহ্য করেও রাজ্যপাল কেন পদে আছেন? রাজ্যপালের পদ বিলোপের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দুর্নীতি নিয়ে এদিন সরব হন বিদ্বজ্জনরা।

এর মধ্যে আছে ন্যায় সংহিতা বাতিল, রেল, বিএসএনএল সহ বিভিন্ন সংস্থাকে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদ। সংগীতশিল্পী সৈকত মিত্র বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দেশটাকে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। মোদি সরকার ১০ বছর ধরে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক ডাক্তারি পরীক্ষা নিটে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার দায় স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।' তাঁদের এই আন্দোলন দ্রুত সারা রাজ্য ছড়িয়ে পড়বে বলেও সৈকত জানান।

আতঙ্কিত তরুণী

কলকাতা, ৮ জুলাই : হাইকোর্টের ১৪ নম্বর এজলাসের বাইরের বেঞ্চটিতে বসে রয়েছেন ১৯ বছরের বিবাহিত তরুণী। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বাবার আর্জি, 'শেষবারের মতো একবার কথা বলে যা।' মায়ের চোখ ছলছল। কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজিই হলেন না তরুণী। আদালতে তাঁর অভিযোগ, প্রেমের বিয়ে মেনে নেয়নি পরিবার। তাই বাড়ি ফিরলে তাঁকে খুন করতে পারেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, ওই তরুণী সাবালিকা। তাই তিনি বাড়িতে ফিরতে না চাইলে তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। তরুণী কোনও সমস্যায় পড়লে থানায় জানাতে পারবেন। ঘটনাটি বীরভূমের ইলামবাজারের। মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগে থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন তিনি।

প্রাথমিকে বদলি

অফলাইনে আবেদন বিবেচনা করতে হবে পর্ষদকে

কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রাথমিকে শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ থাকার যুক্তি আর কার্যকর হবে না। অফলাইনে বদলির আবেদন করলে তা বিবেচনা করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এক শিক্ষকের বদলি সংক্রান্ত মামলায় এমন নির্দেশ দিলেন।

২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ থাকায় প্রাথমিকেj শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। এই ইস্যুতে উত্তর দিনাজপুরে প্রাথমিক স্কুলে কর্মরত এক শিক্ষিকা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলাকারীর বক্তব্য, প্রায় ৩ বছর তিনি ওই স্কুলে কর্মরত। তিনি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত, এবং তাঁর ৫ বছরের মেয়ে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে। বীরভূমে তাঁর নিজের বাড়ির কাছে বদলি চেয়ে পর্ষদকে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পর্ষদ সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি মান্থার নির্দেশ, এখন থেকে প্রাথমিকে সব বদলির আবেদন অফলাইনে বিবেচনা করতে হবে পর্ষদকে। এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পোর্টাল বন্ধ থাকার কারণে বদলির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে এই যুক্তি মান্যতা পাবে না।

সংরক্ষণ করতে হবে বন্দি মৃত্যুর ফুটেজ

কলকাতা, ৮ জুলাই : মেদিনীপুর সংশোধনাগারেই মৃত্যু হয় বিচারাধীন এক বন্দির। পরিবারের অভিযোগ, খুন করে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মৃতের পরিবার। সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ২৯ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত তমলুক থানা ও ৫ জুলাই পর্যন্ত তমলুক সাব-জেল এবং মেদিনীপুর জেলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে।

নাবালিকাকে বিয়ের অভিযোগে ১ জুলাই হোসেন আলি নামে ওই তরুণকে হিমাচলপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করে তমলুক আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালত তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। তমলুক জেলে থাকাকালীন শারীরিক অসুস্থতার কারণে ৪ জুলাই মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ৫ জুলাই ওই জেলে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন। ১৫ জুলাই পরবর্তী শুনানি।

রাজ্যপালের দৌড়ে সুমিত্রা মহাজন, মানেকা গান্ধিও

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়া সফর থেকে ফিরলেই পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যপাল বদল হওয়ার সম্ভাবনা। আগে ঠিক হয়েছিল, লোকসভার বিশেষ অধিবেশন শেষ হলেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঠিক হয়, মোদি রাশিয়া সফর সেরে ফিরলে রাজ্যপালদের নাম চূড়ান্ত হবে। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে পুর এলাকায় বহুক্ষেত্রেই বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। সেইসব এলাকায় প্রথম থেকেই রাজ্য বিজেপি সংগঠনে জোর দিক, সেটাই চাইছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। এই রাজ্যে দলের নেতাদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন যে সাফল্যের পথে অন্তরায়, তাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে পাকা রাজনৈতিক মাথা পাঠাতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেইসঙ্গে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য মহিলা রাজ্যপাল পাঠানোর চিন্তাভাবনাও গুরুত্ব পাচ্ছে শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনায়। মহিলা নেত্রীদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে সুমিত্রা মহাজন ও মানেকা গান্ধির নাম।

সুমিত্রা মহাজন মীরা কুমারের পরে লোকসভার দ্বিতীয় মহিলা অধ্যক্ষ। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লোকসভা চালিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা বারবার দেখা গিয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সময়ে। পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত এই নেত্রী বিভিন্ন সময়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর

পাশাপাশি আলোচিত হচ্ছে মানেকা গান্ধির নাম। তিনিও বেশ কয়েকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তাঁর পশুপ্রেমী ভাবমূর্তি তাঁকে সারা দেশে বিখ্যাত করেছে। বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের ধারণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পাঞ্জা কষার পক্ষে এই দুই মহিলা নেত্রী সফল হবেন।

সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল বদলের সময় বেশ কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে রয়েছেন সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। তিনি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। এর পাশাপাশি বস্ত্র ও অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। করোনার সময় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন। হর্ষবর্ধন তিনি নিজেও একজন ডাক্তার। একসময় দিল্লির মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এগজিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদেও ছিলেন তিনি। বিহারের রাজনীতিবিদ অশ্বিনী চৌবেও বিহার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ছিলেন। তাঁর নামও আলোচনায় ঘুরেফিরে আসছে। এর পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার নামও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সবটাই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্মতির ওপর।

মঙ্গলবার, ২৪ আষাঢ় ১৪৩১, ৯ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৫২ সংখ্যা

ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম

স্পিকার নির্বাচনের পর এবার নজরে লোকসভার ডেপুটি স্পিকার। প্রচলিত রীতি মেনে পদটি বিরোধীদের দেওয়ার দাবি তুলেছে 'ইন্ডিয়া' জোট। এনডিএ জোট বিরোধীদের সঙ্গে কথা না বলে ওম বিড়লাকে স্পিকার নির্বাচিত করেছে। সহমতের ভিত্তিতে নির্বাচনের পথে যায়নি। উপরন্তু এই নির্বাচনে ধ্বনিভোট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিড়লা হারিয়েছেন 'ইন্ডিয়া' জোটের কোদিকুন্নিল সুরেশকে।

এখন বিরোধীদের লক্ষ্য ডেপুটি স্পিকারের পদ। এই পদ বিরোধীদের দেওয়া সংসদে দীর্ঘদিনের রীতি। ১৯৬৯ সালে অল পার্টি হিল লিডার্স কনফারেন্সে তৎকালীন বিরোধী দলের সাংসদ শিলং থেকে নির্বাচিত গিলবার্ট জি সোয়েলকে ডেপুটি স্পিকার পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকেই বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকার পদ দেওয়ার প্রথা চালু আছে। স্পিকার লোকসভার সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তাঁর পরেই ডেপুটি স্পিকারের পদ। স্পিকারের মতো ডেপুটি স্পিকারকেও লোকসভার সাংসদরা নির্বাচিত করেন।

স্পিকার মনোনয়ন নিয়ে আলোচনার সময় এবার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শর্ত দিয়েছিলেন, দীর্ঘদিনের সংসদীয় রীতি মেনে সরকার ডেপুটি স্পিকার পদটি বিরোধীদের দিলে তাঁরা স্পিকার পদে এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থনে রাজি। কিন্তু সরকার সেই শর্ত নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। স্পিকার লোকসভার প্রথম ও ডেপুটি স্পিকার সাধারণত দ্বিতীয় অধিবেশনে নির্বাচিত হন। চলতি সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে ২২ জুলাই। লোকসভা পরিচালনার বিধি অনুযায়ী, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের জন্য স্পিকার নির্ধারিত তারিখই চূড়ান্ত।

ওই বিধি অনুযায়ী, নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার লোকসভা না ভাঙা পর্যন্ত বহাল থাকেন। সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হলে স্পিকারকে তাঁর দায়িত্ব পালনের অধিকার দিয়েছে। সংসদের অধিবেশন পরিচালনার সময় স্পিকারের সমস্ত ক্ষমতাই ডেপুটি স্পিকারের থাকে। সংসদে কোনও ভোটাভুটির ফল সমান সমান হলে তিনি স্পিকারের মতোই নির্ণায়ক ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী।

স্বাধীন ভারতে ২০১৯-২০২৪ সময়কালের ১৭তম লোকসভাই ছিল প্রথম ডেপুটি স্পিকারহীন। যদিও ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে এক জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়েছিলেন, দীর্ঘায়িত শূন্যপদ 'সাংবিধানিক চেতনা বিরোধী'। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দেয়নি মোদি সরকার। সংসদ পরিচালনার বিধি অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকার পদ পেতে হলে লোকসভায় একক বৃহত্তম বিরোধী দলের ন্যূনতম ৫৬ জন সাংসদ থাকা বাধ্যতামূলক। সপ্তদশ লোকসভায় কংগ্রেসের ছিল মাত্র ৪৪ জন সাংসদ। ফলে, ডেপুটি স্পিকারের পদ পায়নি।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সে সময় লোকসভা বিধির ৯৩ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'জনগণের হাউস যত দ্রুত সম্ভব স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের জন্য দুই সাংসদকে বেছে নেবে।' কিন্তু তা হয়নি। এবার ডেপুটি স্পিকারের পদ পেতে একজোট বিরোধীরা। কংগ্রেসের স্পিকার পদপ্রার্থী কোদিকুন্নিল সুরেশ বলেছিলেন, আগের লোকসভায় বিজেপি ডেপুটি স্পিকার পদ দেয়নি। ওরা বলেছিল, কংগ্রেস স্বীকৃত বিরোধী দল নয়। কিন্তু এবার কংগ্রেস বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃত। ডেপুটি স্পিকার পদে তাই কংগ্রেসের অধিকার।

লোকসভার প্রাক্তন আধিকারিকদেরও দাবি, পদটি বিরোধীদের দেওয়া দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সময়কালের প্রথম ইউপিএ সরকারে ডেপুটি স্পিকার ছিলেন বিরোধী এনডিএ জোটের শরিক শিরোমণি অকালি দলের চরণজিৎ সিং অটওয়াল। দ্বিতীয় ইউপিএ জমানায় ডেপুটি স্পিকার ছিলেন বিজেপির কারিয়া মুন্ডা। ১৯৯৮-'৯৯ ও ১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় ডেপুটি স্পিকার ছিলেন কংগ্রেসের পিএম সইদ। এইচডি দেবেগৌড়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে বিজেপির সুরজ ভান, পিভি নরসীমা রাওয়ের আমলে বিজেপির এস মল্লিকার্জুনিয়া ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। প্রথম মোদি সরকারে এই পদে ছিলেন এম থাম্বিদুরাইয়া। এরপর থেকে এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

এভাবে চললে বহু স্কুলে তালা ঝুলবে

ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সাইকেল, ট্যাব দিয়েও ড্রপআউট বন্ধ হচ্ছে না।

কৃষ্ণ দেব

ক্লাস চালানোর মতো শিক্ষক সংখ্যা এখন আর স্কুলে নেই। সংস্কৃতের শিক্ষক অঙ্কের ক্লাসে যাচ্ছেন! ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ফিরে আসছেন! গোঁজামিল দিয়ে ক্লাস চালাতে বাধ্য হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। গ্রামের স্কুলগুলি ফাঁকা, শিক্ষকদের বড় অংশই উৎসশ্রীর সুযোগে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তাই গ্রামের পড়ুয়ারা শহরমুখী হচ্ছে, কারণ শহরের স্কুলগুলিতে ক্লাস চালানোর মতো কিছু হলেও শিক্ষক আছেন।

মামলা মোকদ্দমা, নিয়োগ দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে নতুন করে আর শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হয়নি, ফলে গ্রামীণ স্কুলে পঠনপাঠন তলানিতে! বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দ্রুত কমছে। একটা সময় দেখেছি এলিট শ্রেণির অভিভাবকরাও শহরের বাংলামাধ্যম স্কুলেই তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করতেন। নতুন প্রজন্মের বাবা-মায়েরা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ইংরেজি স্কুলমুখী হয়েছেন। যে কোনও জনপদের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষও ছেলেমেয়েদের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি করতে উদগ্রীব। অর্থাৎ ইংরেজিমাধ্যম স্কুল এখন আর শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণির নয়, এখন সবাই এই দৌড়ে শামিল! জেলা শহরগুলির বহু স্কুলে ছাত্রসংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে, এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে বহু স্কুলে তালা ঝুলবে!

গ্রামের স্কুলগুলিতে যে পড়ুয়া সংখ্যা আছে, তার দশ শতাংশেরও স্কুলে উপস্থিতি নেই। যদিও এই চিত্র নতুন নয়। আলুর মরশুমে পড়ুয়ারা মাঠে যায় আলু তুলতে, কাঁচা পয়সা হাতে আসে। আবার এখন এই বর্ষার মরশুমে সবাই রোয়ার জন্য জমিতে যায়, তাই তারা স্কুলে যায় না। প্রতিটি এলাকায় স্কুলের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কোচিং সেন্টার। এখানে বিভিন্ন ব্যাচের বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক পড়ার সুযোগ রয়েছে। এমনকি স্কুল চলাকালীন সময়েও কোথাও কোথাও কোচিং সেন্টার রমরমিয়ে চলে!

২০০২ সালে আমি শালবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে যখন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিই, তখন পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৩৪০০। শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণিতেই ছয়শো ছাত্রছাত্রী ছিল। আজ এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমবেশি দাঁড়িয়েছে ১৪০০। ছাত্রসংখ্যা এত কমার কারণ, বেশ কিছু জুনিয়ার হাইস্কুল, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাধ্যমিক স্কুল উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে। এই স্কুলগুলিও নামমাত্র ছাত্রসংখ্যা নিয়ে চলছে। হুহু করে বাড়ছে ড্রপআউটের সংখ্যা। 'পড়াশোনা করে চাকরি নেই' এই প্রচারটা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে, তাই তারা অষ্টম-নবমেই স্কুল ছেড়ে হয় কৃষিজমিতে কাজ করছে, না হয় গ্যারাজে কাজ শিখছে অথবা ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে।

একবার স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে কৌশল নিয়েছিলাম। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করেছিলাম 'সোমবার টাকার ফর্ম দেওয়া হবে। যারা এদিন স্কুলে আসবে না তাদেরকে টাকার ফর্ম দেওয়া হবে না, ছাত্রছাত্রীদের বলা হচ্ছে অভিভাবককে নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হতে।' ওইদিন স্কুল শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের চত্বর যেন হয়ে উঠল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড! কেন এত ভিড়, বুঝতেই পারছেন, শুধুমাত্র টাকার ফর্মটা নেওয়ার জন্য! আজ মিড-ডে মিল, বই, ব্যাগ, জুতো, সাইকেল, ট্যাব, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী দিয়েও পড়ুয়াদের স্কুলে উপস্থিতিটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না!

সবকিছু মিলিয়ে স্কুল এখন হয়ে উঠেছে 'বিতরণ কেন্দ্র'! আবার এক অর্থে দূরশিক্ষণ কেন্দ্রও বটে, কারণ ফর্ম ফিলআপ, পরীক্ষায় বসা আর হরেক কিসিমের সরকারি উপঢৌকন পাওয়া ছাড়া আর তো স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না!

মেয়েদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী চালু করেছিলেন। এর আর একটা দিক ছিল নাবালিকা বিয়ে রুখে দেওয়া। সরকারি পরিসংখ্যান কী বলে জানি না, তবে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বহু কন্যাশ্রীর স্কুলে থাকতেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

কোচবিহার শহরের একজন শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বলছিলেন তাঁদের স্কুলের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্ররা অন্য স্কুলে ভর্তি হতে চলে যাচ্ছে দেখে, তাঁদের নিজের স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে বলা হয়। এ কথা বলাতে তারা শর্ত আরোপ করেছিল 'স্যর ভর্তি হতে পারি কিন্তু স্কুলে আসতে পারব না'! একমাত্র প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছাড়া তারা স্কুলমুখী কিছুতেই হতে চায় না, চার-পাঁচজন শিক্ষকের কাছে টিউশন নিতেই তাদের সময় চলে যায়, এরা স্কুলে এসে সময় নষ্ট করবে কেন!

আমরা স্কুলের চারপাশের গ্রামগুলো চিনতাম, বহু অভিভাবককে চিনতাম, তাঁদের অনেকের বাড়িতেও গিয়েছি। তাঁরা দারুণভাবে আপ্যায়নও করতেন। একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল অভিভাবকদের সঙ্গে, পড়ুয়াদের সঙ্গে। আজ কোথায় হারিয়ে গেল সেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক! হারিয়ে গেল অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক। একসময় স্কুলে কোনও ছাত্রছাত্রীর কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে সেটাকে গর্হিত অন্যায় বলে মনে করা হত, অভিভাবককে ডেকে পাঠিয়ে, তাঁদের বলা হত, কেন সন্তানকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন!

আজ স্যর, ম্যাডামদের পাশাপাশি ছাত্রদের হাতে হাতে ঘোরে মোবাইল ফোন। এখন স্কুলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় অনলাইনে। স্কুলের নোটিশ দেওয়ার প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে প্রায়! পরীক্ষা, ফর্ম ফিলআপ, টাকার ফর্ম সবকিছুর কথাই এখন বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হয়। নতুন আসা শিক্ষকদের নামও ঠিকমতো বলতেও পারে না পড়ুয়ারা! আগে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর নম্বর পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ ওঠেনি, কারণ তখন খুব অভিজ্ঞ শিক্ষকরা খাতা দেখতেন। পরীক্ষকদের খাতা দেখাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগেও ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা ছিল, এখন আর ওই বালাই নেই!

তখন প্রধান পরীক্ষক হতেন প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক অথবা নিদেনপক্ষে দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকরা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দেড়-দু'বছর অভিজ্ঞতা হলেই নাকি প্রধান পরীক্ষক হওয়া যায়! অবশ্যই সবটা অলিখিতভাবে! যার ফলে এবার হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর নম্বর পরিবর্তন হয়েছে! আগে এমনটা হয়েছে বলে আমার জানা নেই! শুধু তাই নয়, শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকাও ঘনঘন বদল হচ্ছে! যা আমরা দেখিনি! বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতি ঘটেছে বহু পূর্বে! অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য কিছু মানুষ স্কুল পরিচালনায় আসছে, যাদের বিদ্যালয় পরিচালনায় দূরদৃষ্টির অভাব।

এখন সরকারি বই, খাতা দেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের হাতে হাতে। নতুন বইয়ের ঘ্রাণটাই আলাদা। আগে এখনকার মতো চটজলদি পাঠক্রম পরিবর্তন হত না। তাই পুরোনো বই কেনার চল ছিল। ডিসেম্বর মাসে ফল প্রকাশের বেশ আগেই এলাকার মেধাবী ছাত্রের বই বুক করে রাখা হত, ভালো ছেলেরা বইয়ের ভালো যত্ন নেয়, নতুন বই কিনে ব্রাউন পেপার অথবা খবরের কাগজ দিয়ে বইয়ের মলাট দিয়ে রাখে। এদের কাছে বই থাকে খুব যত্নে, তাই সবাই চেষ্টা করত ওইসব ভালো ছেলেমেয়েদের বইগুলো বুক করতে। অর্ধেক দামে এই বই পাওয়া যেত। একই সঙ্গে 'মানে বই' অর্থাৎ অর্থ বই, ছাত্রবন্ধু এগুলোও পাওয়া যেত অর্ধেক দামে।

সে সময় টুকলি বা নকল করে ধরা পড়াটা খুব অসম্মানের ছিল। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হত। আর এ যুগে মুষ্টিমেয় পড়ুয়া ছাড়া টোকাটাই এখন রেওয়াজে পরিণত! শুধু রেওয়াজ নয়, নকল করাটা এখন অধিকার। যে স্যর নকল ধরেন না, বা দেখেও কিছু বলেন না, সেই স্যর, ছেলেমেয়েদের কাছে 'ভালো স্যরের' খেতাব অর্জন করেন। আর যে স্যর এই বেয়াদবি সহ্য করেন না, তিনি ভিলেন ছাড়া আর কি হতে পারেন! এখন অবশ্য সব স্যরই 'ভালো স্যরের' খেতাব অর্জন করেছেন। পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েজ চালু হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এখন 'পরের ছেলে পরমানন্দ, যত উচ্ছন্নে যায় ততই আনন্দ' নীতিই অনুসরণ করে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন অনেকেই!

এখন পঁচিশে বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজির জন্ম দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস নিছক ছুটির দিনে পরিণত। গল্প, উপন্যাস পড়ার পাট চুকে গিয়েছে। এখন ধ্যানজ্ঞান শয়নে স্বপনে মোবাইল ফোন!

ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে আমরা বেশ কিছুটা দূরেই ছিলাম। কোভিডকালের ভয়ানক ঝাঁকুনিতে 'অপ্রস্তুত' আমরা রাতারাতি 'সাহেব' হয়ে গেলাম! কিন্তু আদৌ কি আমরা সাহেব হতে পেরেছি? হ্যাঁ হয়েছি, তবে তা নীলবর্ণ শৃগালের মতো।

(লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক ও শিক্ষক)

আজ

১৯৩৮

বিশিষ্ট অভিনেতা সঞ্জীব কুমারের জন্ম ১৯৩৮ সালে আজকের দিনে।

২০১৭

২০১৭ সালে ৯ জুলাই জীবনাবসান হয় অভিনেত্রী সুমিতা সান্যালের।

আলোচিত

তিস্তার জল আছে যে দেবে? বর্ষার জল দেখে নদীতে জলের কথা ভাববেন না! সিকিম এই ভুল করেছে। এরপর জল দিলে তো উত্তরবঙ্গ খাওয়ার জল পাবে না। আমাদের না জানিয়ে ফরাক্কা চুক্তি রিনিউ করবে। ফরাক্কায় ড্রেজিং হয় না। বাংলা-বিহার ভাসে। তবে মূল পার্টি আমরাই।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

চোরকে বেধড়ক মারের ভিডিও ভাইরাল। দিল্লি মেট্রোয় এক চোর পার্স চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। এক যাত্রী তাকে এলোপাতাড়ি ঘুসি, লাথি মারতে থাকে। চোরটি বারবার তার পায়ে পড়ছে, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছে। ঘটনায় দ্বিধাবিভক্ত নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এক মহিলা থানে যাওয়ার জন্য বেলাপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনের জন্য। ট্রেন স্টেশনে ঢোকার সময় মহিলাটি পা পিছলে লাইনে পড়ে যান। ট্রেন তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়। মহিলা প্রাণে বাঁচলেও পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

জনমন জনমত

শিলিগুড়ি যেন টোটো নগরী

বাইরে থেকে আসা অনেকেই শিলিগুড়িতে টোটোর বাড়াবাড়ি দেখে শিলিগুড়িকে টোটোগুড়ি বা টোটো নগরী বলে মজা করেন। অতিরিক্ত টোটোর কারণে শহরবাসীও জেরবার। শিলিগুড়িতে আইনি-বেআইনি সবরকমের টোটো শুমারি করলে দেখা যাবে, শিলিগুড়ি শহর রাজ্যের মধ্যে টোটো চালনায় বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছে বা করতে চলেছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে পুরনিগম অবশ্যই এসবের যথাযথ খবর রাখে, কিন্তু কোনও অজানা কারণে টোটো নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বা টোটো চলাচলের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে অবশ্যই সুরাহার আশা রাখি।

বীণা বল, শ্রীপল্লি, রোড নম্বর-৫, শিলিগুড়ি।

পোস্ট অফিসের দৈন্যদশা

দীর্ঘকাল ধরে ইসলামপুর প্রধান ডাকঘরের ভগ্নদশা সাধারণ মানুষের দুর্দশা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছে। একটি পুরোনো ভবন যার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি, তার বাইরের দেওয়াল এবং ভেতরের ছাদ থেকে সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে পড়ছে প্রায়দিনই। যে কোনও সময় কারও মাথার ওপর পড়া কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাছাড়া ব্যবহার্য পুরোনো কম্পিউটারগুলি ঠিকমতো কাজ করে না, যাতে গ্রাহকদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। পাশাপাশি পোস্ট অফিসের প্রবেশের পাকা রাস্তা ভঙ্গুর অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে, যেখানে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছে। এই বিষয়ে ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি সমাধান করবার জন্য আবেদন করছি।

সঞ্জীব বাগচী
সম্পাদক, ইসলামপুর কালচারাল সোসাইটি।

শিক্ষা কি শুধুই চাকরি?

বর্তমান সময়ে সাপের কামড়ে মৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনা হওয়ার কথা নয়, যদি তাড়াতাড়ি করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে কুসংস্কারের মতো ভয়ংকর বিষয় আজও আমাদের সমাজে 'কর্তার ভূত' গল্পের বুড়ো কর্তার মতো চেপে আছে। সাপের কামড়ে হাসপাতাল নয়, তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন একধরনের গ্রাম্য 'মাথামোটা' ব্যক্তি। নির্বিষ সাপের কামড়ে ব্যক্তি ঠিক হয়, নাম হয় তান্ত্রিকদের। বিষধর সাপ হলে কুসংস্কার একটি প্রাণ নিয়ে নেয়।

১ জুলাই এমনই এক তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাওয়ায় দশ বছর বয়সি একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে হলদিবাড়িতে। ঘটনাটি দুঃখজনক, শুধুমাত্র একটি তাজা প্রাণের জন্য নয়, বরং শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যেকার অসামঞ্জস্যের জন্য। যখন কথা হচ্ছে হাসপাতাল না তান্ত্রিক, তখন প্রাধান্য পাচ্ছে অক্ষর জ্ঞানহীন, বিজ্ঞান না বোঝা ব্যক্তির কুসংস্কার। পাশের শিক্ষিত ছেলেটির পরামর্শ শোনা হচ্ছে না। শিক্ষা কি শুধুই চাকরি?

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নীতিপুলিশদের না থামালেই যত সমস্যা

যারা সমাজে নিজেরা দাদাগিরি দেখায়, তাদের আসলে আইনে ভরসা নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থাকে।

অভিজিৎ পাল

আজ আমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বহু এগিয়ে গেলেও আজও পাড়ায় পাড়ায় দেখা মেলে তথাকথিত সমাজের 'হোতাদের'। তাদের প্রতিভা বিশাল! তারা একাধারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ। তারা রাজনীতি বোঝে রাজনীতিকদের থেকেও বেশি! এদেরই একটি শাখা হল নীতিপুলিশ।

এরা যে শুধু আমাদের বাংলায় আছে তা নয়। এদের প্রসার, প্রভাব কমবেশি দেশজুড়েই নাকি বিস্তৃত। এরা কান পেতে থাকে সমাজে কোথায় কী 'ন্যায়-অন্যায়' হচ্ছে। কোথায় এদের খবরদারি করতে হবে সেটাও এরা ভালোমতোই জানে। এরাই হল মোরাল পুলিশ বা নীতিপুলিশ।

এরা গ্রামেও আছে, শহরেও আছে। এমনকি কোথাও কোথাও পরিবারের মধ্যেও আছে। কার বাড়ির ছেলে কার সঙ্গে ঘুরছে, কোন বাড়ির মেয়ে কত রাতে বাড়ি ফিরল, এর বাড়িতে এত বন্ধুবান্ধব কেন আসে ইত্যাদি ইত্যাদি, এরা সব জানে। আর এদের সফট টার্গেট হল নারীরা। এরা জানে না, কলকাতা, নয়াদিল্লির মতো শহরে মেয়েরাও নাইট শিফটে কাজ করতে পারে, কাজের ক্ষেত্রে দুজন সহকর্মীর মধ্যে একটি পেশাদার সম্পর্ক থাকতে পারে। সমকামিতা এদেশে আর অপরাধ নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিকঠাক সুযোগ পেলে এরা এক-একজন ভালো গোয়েন্দা হতেই পারত। কিন্তু বাধা পড়েছে শিক্ষায়। এদের শিক্ষায় হয়তো সেই চেতনা নেই। কারণ চেতনা থাকলে তারা এভাবে মানুষের সমস্যায় খবরদারি করত না। হয়তো তারা নিজের জীবনে চরম অসুখী বা হতাশাগ্রস্ত। তাদের জীবনে মনোরঞ্জনের অভাবও একটা কারণ হতে পারে। সেই কারণে তারা বাইরে নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় রসদ খুঁজে বেড়ায়। হয়তো তারা নিজের পরিবারে চরম অসুখী।

নীতিপুলিশের বাড়বাড়ন্তর সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট জড়িয়ে। তাদের হয়তো দেশের আইন ব্যবস্থার প্রতি পুরো আস্থাও নেই। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের মতো নিদান দেয়। কোথাও কোথাও আবার সালিশি বসায়। এই নীতিপুলিশরা এতই ক্ষমতাবান, এরা নাকি কোথাও কোথাও আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তথাকথিত 'সম্পদ'। এর 'ডানহাত' অমুকের 'বামহাত'। এর পর যদি কোনও ধর্মের ট্যাগ এদের ওপর পড়ে যায়, তাহলে এরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সাধারণ ছাপোষা বাঙালিরা আবার একটু ঘরকুনো। আবার শুধু বাঙালিদের দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যতদিন কোনও ব্যাপার নিজের ওপর না আসে, ততদিন সব ব্যাপারে এক আশ্চর্য শীতঘুম দেয়। শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে এদের দাপট কিঞ্চিৎ বেশি হতে পারে। প্রশ্ন হল, এমন আর কতদিন চলবে?

আজকের যুগ ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম হয়ে চলেছে। মানুষের দরকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ জীবনধারণের সব সুযোগসুবিধা। তাই এটাই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে, নীতিপুলিশগিরি করার এত সময় ওরা কীভাবে পাচ্ছে! কোথাও কোথাও নাকি আবার গালভরা নাম দিয়ে নানা সংগঠনও করা আছে।

আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে আমরা আমাদের প্রাচীনত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারছি না পুরোপুরি, অথচ আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এই সময়ে এগিয়ে যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজের কিছু বস্তাপচা সংস্কার ও নামধারী কিছু কর্ণধার। এসব থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে সমাজের অগ্রগতি ঘটবে না। তাই নীতিপুলিশদের থামাতেই হবে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৮১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। আজেবাজে, অবজ্ঞারযোগ্য, তুচ্ছ ৩। তানপুরা ৫। ভদ্রতার রীতিনীতি, ভদ্রসমাজে অনুমোদিত ব্যবহার ৬। বর দান করেন যিনি ৭। ইচ্ছা, ভোগবাসনা ৯। বাড়াবাড়ি রকমের আধুনিকতা ১২। ব্যাধ, কিরাত, প্রাচীন জাতিবিশেষ ১৩। শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন বা গুণাবলি অবলম্বনে গান।

উপর-নীচ : ১। চালচলন, আকার-ইঙ্গিত ২। বিরোধ, ঝগড়া, ৩। নৌকা, ডিঙি, পথ, উপায় ৪। বড় কাটারি ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো মূলবিশেষ ৭। নারকেলের ছোবড়ার দড়ি ৮। দেবতার নাম উচ্চারণ করে যে গান গাওয়া হয় ৯। নাস্তিক,যার কোনও প্রভু নেই ১০। বিরক্তি, বিতাড়ন, সম্পর্ক-ছেদ ইত্যাদি সূচক শব্দ ১১। মারাত্মক, সাংঘাতিক।

সমাধান ■ ৩৮৮০

পাশাপাশি : ১। কবিতা ৪। তাঞ্জাম ৫। মতি ৭। চমর ৮। মধুকর ৯। তলদেশ ১১। বন্দনা ১৩। বক্তা ১৪। দিবস ১৫। তিতির।

উপর নীচ : ১। কদাচ ২। তাতার ৩। চমচম ৬। তিমির ৯। তলব ১০। শরদিন্দু ১১। বসতি ১২। নাচার।

বিন্দুবিসর্গ

ঋতুকালীন ছুটিতে ‘না’ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ঋতুকালীন ছুটিকে বাধ্যতামূলক করার আবেদনে সায় দিল না শীর্ষ আদালত। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের মতে, এই ধরনের কোনও রায় দিলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে। আদালত এমন কোনও রায় দিতে চায় না, যাতে মহিলাদের ভালো হওয়ার বদলে তাঁদের ক্ষতি হয়ে যায়।

ঋতুকালীন সময়ে মাসে অন্তত দু’দিন ঋতুমতি মহিলাকর্মীদের সবেতন ছুটি দেওয়ার আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সেই আর্জি খারিজ করে চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, এই বিষয়ে আদালত নয়, সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে। কারণ, এটা নীতির প্রশ্ন। এ ব্যাপারে সরকারকেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে। মামলাকারীকে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক এবং অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের দপ্তরে যোগাযোগ করারও পরামর্শ দিয়েছেন চন্দ্রচূড়।

বর্তমানে বিহারে রাজ্য সরকারের মহিলা কর্মচারীরা মাসিকের সময় দু’দিন সবেতন ছুটি পান। লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯২ সালে এই ছুটি চালু করেন। সম্প্রতি কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকারও মহিলাদের জন্য মাসে তিনদিন সবেতন ছুটি মঞ্জুর করেছে।

এদিন মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, ‘আমরা এই দাবির বিরোধী নই। কিন্তু আদালতের রায়ের উলটো ফলও হতে পারে। এই ধরনের ছুটি বাধ্যতামূলক করা হলে মহিলাদের ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমে আসতে পারে। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না।’ প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতি মাসে দু’তিনদিন সবেতন ছুটি দেওয়ার নির্দেশ জারির পর মহিলাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার আগ্রহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাতে আরও বড় সমস্যায় পড়বেন মহিলারা। তাঁদের আয়ের সুযোগ কমে যাবে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

দোষীদের ধরা না গেলে ফের পরীক্ষা

নিট-ইউজি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নবাণ

পর্যবেক্ষণ

- নতুন করে নিট-ইউজি পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে সৎ পরীক্ষার্থীদের থেকে দোষী পরীক্ষার্থীদের আলাদা করা যায় কিনা তার ওপর
- ভুল হয়ে থাকলে তা মানতে হবে। নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এটা স্পষ্ট।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। পরীক্ষার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে থাকলে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে না পারলে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিতে হবে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এবং এনটিএ যতই বিরোধিতা করুক, নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিলের প্রশ্নে তাতে সায় দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। বরং শীর্ষ আদালত সাফ বলে দিয়েছে, ‘নতুন করে নিট-ইউজি পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে সৎ পরীক্ষার্থীদের থেকে দোষী পরীক্ষার্থীদের আলাদা করা যায় কিনা তার ওপর।’

সুপ্রিম কোর্ট এদিন কেন্দ্র এবং এনটিএ-কে প্রশ্ন করে, ‘আমরা কি এখনও দোষী প্রার্থীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি?’ জবাবে এনটিএ বলে, ‘সিবিআই অভিযোগগুলির তদন্ত করছে এবং ৬টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।’ সোমবার নিট কাণ্ডে একাধিক মামলার শুনানি করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ তিনটি মাপকাঠি বেঁধে দেয় কেন্দ্রের সামনে। সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। পরীক্ষার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে থাকলে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে না পারলে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিতে হবে।’ সর্বোচ্চ আদালতের এহেন কড়া পর্যবেক্ষণের মুখে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই ঢোঁক গিলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার।

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল, নতুন করে নিট-ইউজি পরীক্ষা নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য গোটা একটি পরীক্ষাকে বাতিল করে দিলে কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষা দেওয়া লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। একই কথা শোনা গিয়েছিল, পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা এনটিএ-ও।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এদিন স্পষ্ট বলেছে, ‘ভুল হয়ে থাকলে তা মানতে হবে। নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এটা স্পষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকলেও নতুন করে পরীক্ষার নির্দেশ দিতে হবে। সমাজমাধ্যম নেটওয়ার্কে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কীভাবে প্রশ্নপত্র খতিয়ে দেখতে হবে, কোনও ভুল হয়ে থাকলে তা মানতে হবে। আগে থেকেই কিছু হয়নি, এটা বলবেন না।’ চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এদিন একাধিক কড়া প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রকে। এনটিএ-কেও সমস্ত পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করার চাপ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ‘প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপ্তি কতটা, এর ফলে কতজন ফায়দা তুলেছেন তা দেখতে হবে। প্রশ্নফাঁসের ফলে সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

এই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় ইতিমধ্যে নিট-ইউজি কাউন্সেলিংয়ের তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবিধাভোগীদের খুঁজে বের করার জন্য এআই প্রযুক্তি কাজে লাগানো যায় কিনা তাও এদিন জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। সাইবার ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো যায় কিনা তাও এদিন জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, সরকার প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল না করলে কীভাবে সুবিধাভোগীদের শনাক্ত করা সম্ভব, কোন কোন এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুবিধাভোগীরা ছড়িয়ে রয়েছেন? কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন জানতে চায় আদালত। এদিন তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট দিতে বলেছে। পরবর্তী শুনানি হবে বৃহস্পতিবার। সোমবার ৩০টিরও বেশি আবেদন শোনে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের অন্য সদস্যরা হলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র।

রাগার পাশে শংকরাচার্য

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : লোকসভায় রাহুলের করা মন্তব্যের জেরে হিন্দুত্ব ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার পাশে দাঁড়ালেন শংকরাচার্য। উত্তরাখণ্ডের শংকরাচার্য শ্বরানন্দ সরস্বতীর মতে, লোকসভায় রাহুল যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে হিন্দু ধর্মের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা নেই। জ্যোতিষ পীঠের ৪৬তম শঙ্করাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ বলেন, ‘আমি রাহুল গান্ধির পুরো ভাষণ শুনেছি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, হিন্দু ধর্মে হিংসার কোনও স্থান নেই। রাহুল গান্ধি কোথাও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেননি। যারা এটা করবে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।’

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শংকরাচার্যের এই বক্তব্য নিজেদের এক্স মাধ্যমে শেয়ার করা হয়েছে। একদিকে যখন রাহুল গান্ধির লোকসভায় করা মন্তব্যের জেরে বিজেপি এবং হিন্দু সংগঠনগুলি মাঠে নেমেছে, অন্যদিকে রাহুল গান্ধির সমর্থনে শংকরাচার্যের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ হিন্দু ধর্মের যে কোনও বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য মান্যতা পায়।

আস্থাভোটে জয় হেমন্তের

রাঁচি, ৮ জুলাই : বিধানসভার শক্তিপরীক্ষাতেও উতরে গেলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার তৃতীয়বার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তাঁকে আস্থাভোটে নামতে বলেছিলেন রাজ্যপাল। সোমবার ৭৫ সদস্যের বিধানসভায় সেই আস্থাভোটে সহজ জয় পেয়েছেন তিনি। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাতে থাকায় জয় নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না শাসক জোটের। জেএমএম, কংগ্রেস এবং আরজেডি-র মোট ৪৫ জন বিধায়ক হেমন্তের সমর্থনে ভোট দেন। বিধায়কদের মাথা গোনা শুরু হতেই বিজেপির ২৪ ও আজসু’র ৩ সদস্য ওয়াকআউট করেন। ফলে হেমন্তের জয়ের পথে কোনও বাধা তৈরি হয়নি। মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ করেন হেমন্ত। সেখানে ঠাঁই পেয়েছে সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন।

বিধ্বস্ত অসমেও গেলেন কংগ্রেস নেতা

মণিপুর ঘুরে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন রাহুল

গুয়াহাটি ও ইম্ফল, ৮ জুলাই : বিরোধী দলনেতা হিসেবে অসমের বন্যাদুর্গত এবং মণিপুরের হিংসাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন রাহুল গান্ধি। যদিও তাঁর জনদরদি পদক্ষেপকে ট্র্যাজেডি ট্যুরিজম বলে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি। সোমবার অসমের শিলচর বিমানবন্দরে নেমে তিনি সোজা চলে যান কাছাড়ের একটি শরণার্থী শিবিরে। সেখানে বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা। পরে ফুলেরতালে অপর একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মণিপুরের হিংসাপীড়িতদের সঙ্গেও দেখা করেন রাহুল।

ইম্ফলে পৌঁছে জিরিবাম, চূড়াচাঁদপুর এবং মৈরাংয়ে কয়েকটি আশ্রয় শিবিরে যান রাহুল। অসমের বানভাসিদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বার্তা, ‘আমি অসমের মানুষের সঙ্গে রয়েছি। সংসদে আমি ওঁদের সেনা। যত দ্রুত সম্ভব অসমের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। রাহুল যাতে অসমের বন্যার বিষয়টি নিয়ে সংসদে সরব হন, সেই জন্য তাঁর কাছে এদিন একটি প্রস্তাবও তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বোরা।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মণিপুর সফরে এলেন রাহুল। গত বছর মে মাসে কুকি বনাম মেইতেইদের মধ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর মণিপুরে এসে ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাহুল গান্ধি। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে তাঁর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনাও হয়েছিল ইম্ফল থেকে। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে মণিপুরের হিংসাপীড়িতদের সঙ্গে দেখা করার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়েছে। রাহুল অবশ্য স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ‘মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। মণিপুরবাসী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। হিংসা দিয়ে কোনও সমাধান সম্ভব নয়। আমাকে যতবার ডাকা হবে ততবার আমি এখানে আসব।’

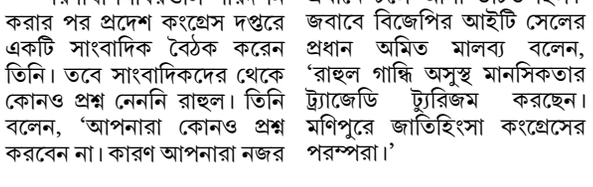

এখনও অনেকে ঘর ছাড়া। মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরের ত্রাণ শিবিরে বাচ্চাদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। সোমবার। -পিটিআই

> মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। মণিপুরবাসী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। হিংসা দিয়ে কোনও সমাধান সম্ভব নয়। আমাকে যতবার ডাকা হবে ততবার আমি এখানে আসব।
>
> **রাহুল গান্ধি**

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করার পর প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তবে সাংবাদিকদের থেকে কোনও প্রশ্ন নেননি রাহুল। তিনি বলেন, ‘আপনারা কোনও প্রশ্ন করবেন না। কারণ আপনারা নজর ঘোরানোর জন্য প্রশ্ন করেন। আমি এখানে এসে শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলির সঙ্গে মিশেছি। কথা বলেছি। রাজ্যপালের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব তা করব।’

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে মূলত কুকিরাই থাকেন। ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুর অনেকটাই দূর। ইম্ফলে যেমন মেইতেইরা আছেন, চূড়াচাঁদপুরে কুকিরা। রাহুলের সফর বোঝাল, মণিপুরের পরিস্থিতি এক বছরেও তেমন বদলায়নি।

কেন্দ্রকে বিঁধে বিরোধী দলনেতার খোঁচা, ‘যাঁরা নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে ভাবেন তাঁদের উচিত ছিল মণিপুরে এসে সবকিছুর খেয়াল রাখা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনেক আগেই এখানে চলে আসা উচিত ছিল।’ জবাবে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, ‘রাহুল গান্ধি অসুস্থ মানসিকতার ট্র্যাজেডি ট্যুরিজম করছেন। মণিপুরে জাতিহিংসা কংগ্রেসের পরম্পরা।’

আজ মস্কোয় মুখোমুখি মোদি-পুতিন

মস্কো, ৮ জুলাই : দু’দিনের রাশিয়া সফরে সোমবার মস্কোয় পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সেদেশের উপপ্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্তুরভ। ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার প্রেক্ষিতে মোদির এবারের রাশিয়া সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি সফরে দু-দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, জ্বালানি সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদি।

এদিন মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার আগে সেদিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বন্ধু প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুগুলি পর্যালোচনার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি।’ রুশ সেনা ইউক্রেন অভিযান শুরু করার পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে অনেকাংশে একঘরে হয়ে পড়েছে রাশিয়া। ইউরোপ ও আমেরিকায় তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজার হারিয়েছে তারা। বিপরীতে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির চাপ সত্ত্বেও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেনি কেন্দ্র। পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও মজবুত করার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রীর চলতি সফর সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে মোদি সরকার।

গোষ্ঠী-সংঘর্ষে গুলি, নিহত ৪

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : দুই গোষ্ঠীর পুরোনো শত্রুতার জেরে গুলি চলল। তাতে চারজন নিহত হয়েছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার ভিথওয়ান গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, দু’টি দলে মোট ১৩ জন ছিল। নিহত হয়েছে দুই গোষ্ঠীর দুজন করে।

মস্কোয় নামার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গার্ড অব অনার রুশ সেনার। সোমবার।

জঙ্গিহানায় শহিদ ৪ সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ৮ জুলাই : ৩৭০ অনুচ্ছেদ পরবর্তী জম্মু ও কাশ্মীর শান্ত হয়েছে বারবার দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরপর দু-বার জঙ্গি হামলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রান্ত হওয়ায় সেই দাবি ফের ঠুনকো হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

সোমবার দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় সেনার একটি কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। তাতে ৪ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৬ জওয়ান। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাছেড়ি-কিন্ডলি-মালহার রোডে রুটিনমাফিক টহল দেওয়ার সময় ওই হামলা চালানো হয়। এদিন প্রথমে জঙ্গিরা একটি গ্রেনেড ছোড়ে। তারপর নির্বিচারে গুলি চালায় তারা। জবাবে পালটা গুলি ছোড়ে সেনা। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর জঙ্গিরা নিকটবর্তী জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয়। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

রবিবারও রাজৌরিতে একটি সেনা ছাউনিতে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। তাতে এক জওয়ান ঘায়েল হয়েছিলেন। অপরদিকে কুলগামে সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ৬ জঙ্গি মারা যায়। শনিবার থেকে ওই গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল। ওই সংঘর্ষে একজন প্যারা-ট্রুপার সহ ২ সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। একজন জওয়ান আহত হন। জম্মু ও কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রা শেষ হলেই বিধানসভা ভোট করাতে চাইছে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন। কিন্তু লাগাতার জঙ্গি হামলার ঘটনা কাশ্মীরের শান্তির

পথে অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি ভেস্তে দিতেই এই লাগাতার হামলা কিনা তা নিয়ে চর্চা চলছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরে হামলার ঘটনা বাড়ছে। ১১ ও ১২ জুন ডোডা জেলায় জোড়া হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ৬ নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছিলেন ওই হামলায়। তারপর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গিবিরোধী অভিযান তীব্র করেছে। ২৬ জুন ডোডাতেই গুলির লড়াইয়ে তিন জঙ্গি খতম হয়।

রাতভর বৃষ্টিতে নাকাল মুম্বই

মুম্বই, ৮ জুলাই : রাতভর বৃষ্টিতে থমকে গেল বাণিজ্য নগরী। রাস্তায় জল জমে বিপর্যস্ত পরিবহণ। রবিবার কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে বিমান ও ট্রেন বাতিল হয়েছে, জল জমে বন্ধ হয়েছে রাস্তাঘাট, যানজটে নাকাল হয়েছেন ব্যস্ত বাণিজ্যনগরীর বাসিন্দারা। লাইন জলের তলায় চলে যাওয়ায় বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা। মন্থর গতি ছিল বিমান চলাচলেও। কিছু এলাকায় জলের স্রোতে রাস্তায় গাড়ি ভেসে যাওয়ার খবরও মিলেছে।

সোমবার সারাদিনে অন্তত ৫০টি উড়ান বাতিল করা হয়। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনটিতে স্কুল- কলেজে ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয় প্রশাসন। জরুরি দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতেও বারণ করা হয় নাগরিকদের।

সোমবার বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। পরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘রেলওয়ে প্রশাসন ট্র্যাক থেকে জল সরানোর কাজ করছে। পাশাপাশি চেষ্টা চলছে দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক করার। জরুরি পরিষেবা দপ্তরগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।’

রবিবার রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল মুম্বইয়ে। সোমবার সকাল পর্যন্ত টানা সাত-আট ঘণ্টা সেই বৃষ্টি চলেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, সারা বছরে যা বৃষ্টি হয়, তার ১০ শতাংশ একদিনের মধ্যে হওয়ায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মুম্বইয়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি মঙ্গলবারের আগে বদলের আশা নেই।

বেহাত ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ‘ঘর ওয়াপসি’

উদ্যোগী ইন্ডিয়া প্রাইড প্রোজেক্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ। আদি-মধ্য-নব্য যুগের অজস্র স্মৃতি আজও এই দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে আর ক্ষমতার ক্রমাগত হাতবদলের কারণে বিভিন্ন যুগের সাক্ষ্যবাহী বহু স্মৃতিচিহ্ন লোপ পেয়েছে। কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিছু আবার বেহাত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে শাসক ব্রিটিশরা ভারতের স্বর্ণযুগের অনেক কিছুই জাহাজ ভরে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছে। সেইসবের একাংশ আজ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের শোভাবর্ধন করছে, বাকিটা ব্যক্তিগত সংগ্রহে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের প্রাচীন সম্পদ লুটের পিছনে শুধু বিদেশি শাসকগোষ্ঠী নয়, চোরাকারবারিদেরও লম্বা হাত রয়েছে। কিন্তু এবার স্রোত বিপরীতমুখী। দেশ থেকে চলে যাওয়া সম্পদ আবার ধীরে ধীরে এদেশে ফিরে আসছে। বিখ্যাত নটরাজমূর্তি এবং ভারতের মানচিত্রের প্রত্যাবর্তন দেশের আপামর ইতিহাসপ্রেমীর মুখে হাসি ফুটিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত ২০ বছরে ৩৫৮টি পুরাকীর্তি উদ্ধার হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নসামগ্রী ভারতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে অলাভজনক সংস্থা ‘ইন্ডিয়া প্রাইড প্রোজেক্ট’। ২০১৩-য় সংস্থাটি তৈরি করেছিলেন এস বিজয় কুমার। ইন্ডিয়া প্রাইড প্রোজেক্ট প্রায় ৬০০টি প্রাচীন সামগ্রী দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে কুখ্যাত শিল্পপাচারকারী শুভাস কাপুরের চুরি করা চোল আমলের ২টি প্রাচীন মূর্তি। এর একটি নটরাজের, অন্যটি শিবকামীর (দেবী পার্বতী)। প্রায় ৭১ কোটি টাকা মূল্যের মূর্তি ২টি চুরির পর নানা হাত ঘুরে নিউ ইয়র্কের একটি আর্ট গ্যালারিতে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানেই সেগুলির ওপর নজর যায় বিজয় কুমারের। মূর্তিগুলিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন তিনি।

একইভাবে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিট রিভার্স মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হচ্ছিল নাগাল্যান্ডের একজন প্রাচীন বাসিন্দার দেহাবশেষ। তার মধ্যে ছিল পুরস্কার হিসাবে দেওয়া একটি মাথার খুলি। সেগুলিও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়। বিজয় কুমার ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন কূটনীতিক আমিশ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, ‘তুর্কি ও ব্রিটিশ আমলে বহু ভারতীয় শিল্পকর্ম বিদেশে পাচার করা হয়েছিল। দুঃখের ব্যাপার, স্বাধীনতার পরেও এটি অব্যাহত ছিল। বিদেশিদের কাছে সেগুলি শুধু মিউজিয়ামে প্রদর্শনের বস্তু হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলি আক্ষরিক অর্থে দেব-দেবী।’

তিনি জানান, দেশের সম্পদের কিছু অংশ ফেরত এলেও বেহাত হওয়া প্রত্নসামগ্রীর সিংহভাগই এখনও বিদেশে রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত কোহ-ই-নূর হিরা ও হরিহর (বিষ্ণু ও শিবের যুগ্ম মূর্তি)। এর মধ্যে একটি ব্রিটেনের রাজার মুকুটে, অন্যটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে শোভা পাচ্ছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর অমরাবতীর প্রাচীন স্তূপের একাংশও সেখানে রয়েছে। বার্মিংহামে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের সুলতানগঞ্জে আবিষ্কৃত বুদ্ধের বিশাল ধাতব ভাস্কর্যটি। সেগুলি কবে ফেরত আসবে এখন তারই অপেক্ষা।

ফ্রান্সে বড় জয় বাম জোটের

প্যারিস, ৮ জুলাই : ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোটে সাফল্য পেলেও ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে ধাক্কা খেল অতিদক্ষিণপন্থীরা। ভোটের ফল বলছে, সরকার গঠন তো দূরের কথা, পার্লামেন্টে তৃতীয় শক্তি হয়েই থাকতে হবে অতিদক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালিকে (এনআর)। বিপরীতে নির্বাচনে বড় সাফল্য পেয়েছে বামপন্থী দলগুলির জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী জোট অনসম্বল অ্যালায়েন্স দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্টে সরকার গড়তে হলে বাম ও মধ্যপন্থীদের হাত মেলাতে হবে।

যদিও প্রথম দফার ভোটে ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে বাম ও মধ্যপন্থীদের টেক্কা দিয়েছিল এনআর। অলিভিয়ের ফাউরের নেতৃত্বাধীন বাম জোটের ঝুলিতে গিয়েছিল ২৮ শতাংশ ভোট। মাত্র ২১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর জোট। কিন্তু দ্বিতীয় দফার ভোটে আসন সংখ্যার নিরিখে এনআর-এর প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ১৪৩টি আসনে। বাম এবং ম্যাক্রোঁপন্থীরা পেয়েছে যথাক্রমে ১৮২ এবং ১৬৮টি আসন।

ক্ষমতা অধরা অতিদক্ষিণপন্থীদের

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোটে অতিদক্ষিণপন্থীদের জয়ের পর ফ্রান্সে পার্লামেন্ট নির্বাচন এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন ম্যাক্রোঁ। দেশের শাসনক্ষমতা যাতে দক্ষিণপন্থীদের হাতে না যায়, সেই জন্য বামেদের সঙ্গেও সমঝোতা করেছিলেন তিনি। ফলস্বরূপ, বেশ কিছু আসনে একে অন্যের সমর্থনে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় পপুলার ফ্রন্ট এবং অনসম্বল অ্যালায়েন্স। নির্বাচনের ফলে সেই সমঝোতার প্রভাব স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পরাজিত হলেও দলের ফলে খুশি অতিদক্ষিণপন্থী নেতা মারি লা পেন। তিনি বলেন, ‘এবারের ফল আগামী দিনে জয়ের বীজ বপন করেছে।’ এনআর-এর অপর নেতা জর্ডান বারডেলার বক্তব্য, বিরোধীদের অস্বাভাবিক জোট অতিদক্ষিণপন্থীদের নিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অতিদক্ষিণপন্থীরা কখনই ফ্রান্সে ক্ষমতায় আসেনি। তবে এবার তাদের ভোট যেভাবে বেড়েছে, তাতে আগামী দিনে বাম ও মধ্যপন্থীদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তারকাকথা

ভক্তদের দিকে উপহার ছুড়লেন অমিতাভ

কল্কি ২৮৯৮ এডি-র সাফল্যে ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনও আপ্লুত। প্রতি রবিবার তাঁকে দেখতে বাংলো জলসা-র বাইরে জমায়েত হন মানুষ। তিনিও এসে দেখা দেন। গত রবিবারও তেমনই একটি দিন ছিল। জনপ্রিয় হ্যান্ডেলে ভূমপ্পা-র শেয়ার করা একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, কল্কির সাফল্য উদযাপন করতে অমিতাভ উপস্থিত জনতার উদ্দেশে উপহার ছুড়ে দিচ্ছেন। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও লাল-সাদা জ্যাকেট পরেছিলেন তিনি, মাথায় কালো টুপি। তাঁর এই কাজ আবার অনেকের সমালোচনার মুখে পড়েছে। কেউ বলেছেন, এভাবে ছুড়ে দেওয়া খুব অমার্জিত। কেউ লিখেছেন, এই জন্য তারকাদের মাথায় তুলতে নেই। প্রসঙ্গত, কল্কিতে অমিতাভ অশ্বত্থামার চরিত্র করেছেন। তাঁর বিশেষ মেকআপ, ছবিতে তাঁর আট-ফুটি অবয়ব, দুর্দান্ত অ্যাকশন কল্কি-র আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর অভিনয় দেখে দর্শক আত্মহারা। কল্কি ৫০০ কোটির বেড়া পার করে ৭০০ কোটির দিকে দৌড়োচ্ছে।

পাহাড়ে সৌমিতৃষা, কিন্তু কেন?

সৌমিতৃষা দার্জিলিং-এ কী করছেন? তাও আবার রাত সাড়ে দশটায়! ম্যালের রাস্তা একেবারে শুনশান, ফাঁকা। সেখানে ছবি তুলছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভিডিও করছেন! পাহাড়ের কোথাও এতটুকু আলো নেই। এই অবস্থায় ছবি পোস্ট করে ক্যাপশন দিচ্ছেন যে, রোমাঞ্চ তাঁর ভালো লাগে।

শুধুই কি রোমাঞ্চ করতে দার্জিলিং গেলেন নাকি তিনি? না না। সকাল সকাল উঠে রাস্তায় ঘোরা, রাতের অন্ধকারে ছবি—এসব দেখে ভক্তরা শুধু রোমাঞ্চ কিংবা ভ্রমণের কথা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলছেন, শুটিং করতে গেছেন মিঠাই রানি। পিছনে অবশ্য ইউনিটের লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে। তবে শুটিং-এর ছবি তিনি দেননি। শুটিং-এর কথাও কোথাও বলেননি। অবশ্য এখন সে সব লুকিয়ে রাখতে পারেন। মাঝপথে হয়তো বোমাটা ফাটবে। আপাতত দার্জিলিং উপভোগ করার ছবিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

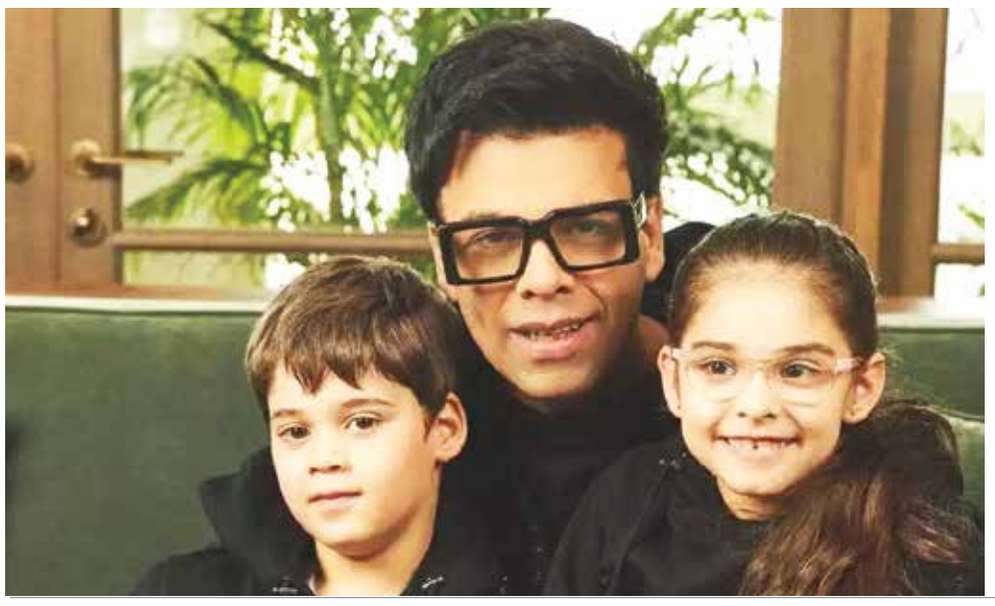

কার জঠরে জন্ম

এমনই বেমক্কা প্রশ্ন করছে করণ জোহারের দুই যমজ সন্তান— যশ আর রুহি। তারা বলেছে, ‘দাদি বাবার মা, (হীরু জোহার, করণের মা, তিনিই নাতি-নাতনির দেখাশোনা করেন) তাহেল আমাদের মা কে? আমরা কার জঠরে জন্মেছি? আমাদের আসল মা কে?

করণ খুবই অপ্রস্তুত। তিনি বলেছেন, এখন আমি বাচ্চাদের স্কুলে যাচ্ছি, কাউন্সেলরের কাছে যাচ্ছি, যাতে পরিস্থিতি সামলানো যায়। এ বেশ গুরুতর সমস্যা।’ করণের বক্তব্য কখনও কখনও ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলি। যেমন ছেলে চিনি খেয়ে ওজন বাড়াচ্ছে বলে রাগ করেছিলাম। করতে চাইনি, চেয়েছিলাম ও নিজের পছন্দে বাঁচুক, কিন্তু মোটা হওয়া আমাদের পরিবারে আছে। ছেলের প্রতি অসংবেদনশীলও হয়েছিলাম, তখন ক্ষমাও চেয়ে নিই। ...আমি চাই ওরা নিজেদের পছন্দে বাঁচুক।

প্রয়াত ঊষা উত্থুপের স্বামী

সোমবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন গায়িকা ঊষা উত্থুপের স্বামী জানি চাকো উত্থুপ। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ঊষার মুখপাত্র এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

কলকাতাতে ঊষার সঙ্গে দেখা হয় জানির, জানি তাঁর প্রেমে পড়েন। ঊষা তখন বিবাহিত, তাঁর প্রথম স্বামীর নাম রামু। জানি রামুকে বলেন, ঊষাকে ভালোবাসার কথা। ঊষাও বুঝেছিলেন, জানিই তাঁর আশ্রয়। এরপর তাঁদের বিয়ে হয়। সমাজের বাঁকা চোখ তাঁদের নিরস্ত করতে পারেনি। সারা জীবন হাতে হাত ধরে চলার সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল মৃত্যুর নির্মম আঘাতে—জানি চলে গেলেন ঊষাকে ছেড়ে। প্রিয়জনের হাজারও স্বান্ত্বনার মাঝেও ঊষা আজ একা।

একনজরে সেরা

ধুরন্ধর

এটাই সম্ভবত আদিত্য ধরের আগামী ছবির নাম। দ্য ইমমর্টাল অশ্বত্থামা অবলম্বনে ছবির প্রধান ভূমিকায় রণবীর সিং। সঙ্গে সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন ও অর্জুন রামপাল। রণবীর ইন্টেলিজেন্স অফিসারের ভূমিকায়। আদিত্য, ভাই লোকেশের সঙ্গে মিলে প্রযোজনা করছেন। বড় বাজেটের ছবি, গল্প, অ্যাকশন ও নির্মাণ বিশ্বমানের হবে, বিশ্বের দর্শকের কাছে পৌঁছোতে।

আবেদন

জানিয়েছেন গায়ক আরমান মালিক—প্রসঙ্গ তাঁরই নামের ইউ টিউবার আরমান মালিকের বিতর্কিত কাজের জন্য তাঁর সম্মানহানি হচ্ছে । তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে লিখেছেন, অনেকেই আমাকে ট্যাগ করছে, একই ব্যক্তি ভেবে ভুল করছে। ফ্যানদের বলি, এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তাঁকে বা তাঁর জীবনযাপনকে প্রচারও করি না।

সরফিরা

পেল ইউ সার্টিফিকেট। তবে সেন্সর বোর্ডের নির্দেশ, বেশ কিছু দৃশ্য ও আপত্তিকর শব্দ বদলাতে হবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে ছবিটি সত্যি ঘটনা-অবলম্বনে নির্মিত জানাতে হবে। নায়কের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের সঙ্গে দেখা হওয়ার দৃশ্য এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও শিল্পতিদের নাম ব্যবহার করার ব্যাখ্যা ও প্রতিরক্ষা বিভাগের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। ছবির সময়সীমা ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট।

বিদেশি

ভিলেন আসছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবিতে। সাউথ কোরিয়ার ভিনেতা মা ডঙ্গ-সিওক বা ডন লি নায়ক প্রভাসের মুখোমুখি হবেন। মা, ট্রেন টু বুসান, ডিরেইলড প্রভৃতি ছবি করেছেন। সন্দীপ তাঁর ছবি স্পিরিট-কে প্যান-এশিয়ান চেহারায় আনতে চাইছেন। এই সংস্কৃতিতে কোরিয়া বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে কে-পপ, কে-ড্রামার মাধ্যমে। কেরিয়ান অভিনেতা সেজন্যই এসেছেন।

বদল

ট্রাফিক পরিস্থিতিতে। কারণ অনন্ত আম্বানি আর রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ে হবে জিও কনভেনশন ওয়ার্ল্ড সেন্টারে ১২-১৫ জুলাই, সেজন্য এই তিন দিন বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে মহারাষ্ট্র সরকার সাধারণ মানুষের চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করেছে। এতে জনতা প্রতিবাদে সরব সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাদের বক্তব্য, এটা প্রাইভেট বিয়ে, এতে আমজনতা ভুগবে কেন!

পার্টিতে আরিয়ান, লারিসা

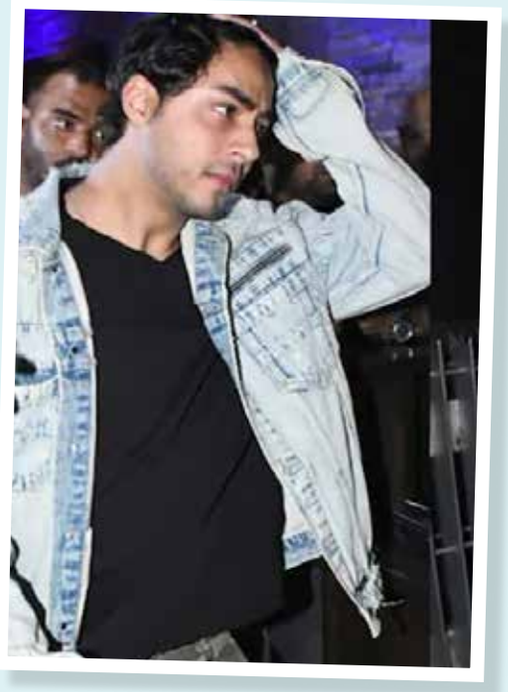

শাহরুখ খানের বড়ো ছেলে আরিয়ান খানের সঙ্গে ব্রাজিলের অভিনেত্রী লারিসা বোনেসির প্রেম চলছে—এমন একটি রটনা আছে বাজারে। আরিয়ান তাতে সাড়া না দিলেও লারিসা মাঝেমাঝে এমন সব পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, তাতে এই রটনা জল-হাওয়া পায়। রবিবার একটি পার্টিতে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। ফলে তাঁদের প্রেমের চর্চা আরও বেড়ে গিয়েছে। আরিয়ান পার্টিতে একাই এসেছিলেন, পরেছিলেন ডেনিম জ্যাকেট, কালো টি, কার্গো প্যান্ট। কিছুক্ষণ পর লারিসা আসেন। তিনিও একই জ্যাকেট পরেছিলেন কালো ক্রপ টপ, শর্টস আর বুটসের সঙ্গে। এই দুজন ডেটিং করছেন এ খবর চলতি বছরের গোড়ায় একটি পোর্টালে বেরোয়। এক সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার আবার লিখেছিলেন, আরিয়নকে লারিসা ও তাঁর মা রেনাটার সঙ্গে দেখা গিয়েছে, রেনাটাকে আরিয়ান তাঁর ব্র্যান্ড ডি'ইয়াভল এক্স -এর জ্যাকেট উপহার দিয়েছেন। লারিসা মডেল ও অভিনেত্রী, হিন্দি ও তেলুগু ছবিতে কাজ করেছেন। অক্ষয় কুমার-জন অ্যাব্রাহামের দেশি বয়েজ ছবিতে সুবাহ হোনে না দে গানে বা সইফ আলি খানের গো গোয়া গন-এ ছিলেন। ওলে, লেভি-র মডেলও হয়েছেন।

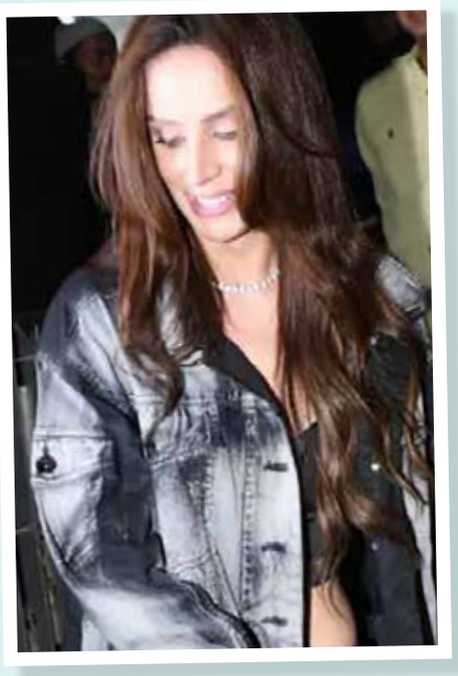

হিন্দি সিরিজের পরিচালনায় রাজ

রাজ চক্রবর্তী তাঁর নিজের বাংলা ছবি পরিণীতা- নিয়ে যাচ্ছেন হিন্দি বাজারে। এবার এটি সিরিজের আকারে আসছে। মারাঠি লেখক লিখছেন হিন্দি সিরিজের জন্য। শোনা গিয়েছে, সুমিত ব্যাস ও প্রিয়াংশু পাইনুলি সিরিজে থাকতে পারেন। সুমিত করবেন বাংলায় করা গৌরব চক্রবর্তীর চরিত্র। প্রিয়াংশু করবেন আদৃত রায়ের চরিত্রটি। বাংলা ছবিতে নায়িকা ছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এই চরিত্রে কোনও বলিউডি নায়িকা আসবেন। এছাড়া বলিউড ও কলকাতার বেশ কয়েকজন অভিনেতা হিন্দি সিরিজে থাকবেন।

প্রসঙ্গত, এই ছবি দিয়েই রাজ তাঁর পরিচালনার ধারা বদলান, শুভশ্রী সোহিনী সেনগুপ্তর অধীনে থেকে নিজের অভিনয়ের ধাঁচ বদলান এবং এই ছবির পরই অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর আলাদা প্রতিষ্ঠা হয়। ঋত্বিক চক্রবর্তীও বাবাইদা হয়ে একেবারে অন্য স্বাদের চরিত্রচিত্রণ করেছিলেন।

বিশালকে আরমানের চড়

ইউটিউবার আরমান মালিক আবার চর্চায়। বিগ বস ৩-এর প্রতিযোগী বিশাল পান্ডেকে চড় মেরেছেন তিনি। বিগ বস ৩-এর ঘরে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কৃতিকা মালিক আছেন। রবিবার প্রথম স্ত্রী পায়েল মালিককে নিয়ে আরমান এই ঘরে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন। ঘটনাটি ঘটে উইকেন্ড কা বার পর্বে। আগের কোনও পর্বে বিশাল কৃতিকা সম্বন্ধে বলেন, কৃতিকা ভাবিকে আমার খুব ভালো লাগে। মেকআপ ছাড়াই তিনি খুব সুন্দরী। পরে তিনি আরও যোগ করেন, আমার কৃতিকাকে খবু ভালো লাগে এবং এর জন্য নিজেকে দোষী মনে হয়। আরমানের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পায়েল বলেন, ‘তোমার মনে রাখা উচিত তুমি একজন স্ত্রী আর মায়ের সম্বন্ধে কথা বলছ, এমন একজনকে তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত। কৃতিকা সম্বন্ধে এই কথা তোমার বলা উচিত হয়নি।’ এই সিজনের সঞ্চালক অনিল কপুর ও আরমান পায়েলকে সমর্থন করেন। বিশাল নিজের মন্তব্যের পক্ষে বলেন তাঁর কোনও খারাপ উদ্দেশ্য এর পিছনে ছিল না। পায়েলের প্রশ্ন, তাহলে সে অন্য প্রতিযোগীর কানে কানে কথাটা বলল কেন, কৃতিকাকে সরাসরি বলতে পারত।

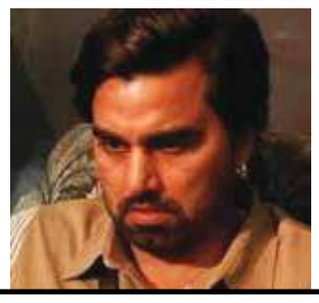

পায়েল বেরিয়ে যাবার পর আরমান আর বিশালের সঙ্গে আবার এই নিয়ে বচসা হয় এবং তারপর বিশালকে চড় মারেন আরমান। এরপর বিশালের বাবা-মা ও বোন নেহা পান্ডে বিশালের পাশে দাঁড়িয়ে আরমানের শাস্তির দাবি করে জানিয়েছেন, ‘বিশালের বিশুদ্ধ মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যবশত আরমান আর পায়েল ভুল বুঝেছেন। আমরা বিশালের পাশে আছি, তাকে চিনি, সে কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না।’

বলিউডের সঙ্গে দক্ষিণের বিবাদ?

প্রশান্থ ভার্মা কি বেঁচে গেলেন? তা না হলে এই পোস্টটা তিনি কেনই বা করবেন? রণবীর সিং সরে যেতে তিনি কি হাতে চাঁদ পেলেন? পরিচালক প্রশান্থ ভার্মা এখন সারা দেশের নজরে। কারণ তাঁর হনুমান ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশে ও বিদেশে বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। সেই ছবির সিক্যুয়েল হিসেবে জয় হনুমান তৈরি করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

এই অবধি সব ঠিক ছিল। এরপরই শোনা যায় রাক্ষস নামে একটা ছবির কথা। সেই ছবিও মিথোলজিক্যাল। রণবীর সিং সেই ছবির চিত্রনাট্য শুনে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, অন্যান্য কাজ পিছিয়ে দিয়ে এই ছবির কাজ করবেন বলে কথা দেন। প্রশান্থ ভার্মারই ‘না’ বলার মতো কোনও কারণ নেই। তিনি বলেনওনি। এবার হল কী, রণবীর আর তাঁর টিম মিলে আচমকা হায়দরাবাদ গিয়ে ছবির ব্যাপারে বিশদ কথাবার্তা বলেন। এমনকি রাক্ষস-এর জন্য কিছু ফোটোশুটও করেন রণবীর। এই ছবিতে মূল চরিত্রের কিছু নেগেটিভ শেড থাকবে। তাই ছবিটা এতখানি চ্যালেঞ্জিং। রণবীরের উৎসাহ দেখে প্রশান্থ ঠিক করেন যে, এই ছবিটাই তাহলে আগে করবেন। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে রণবীর ছবি থেকে পিছিয়ে আসেন। প্রশান্থ ভার্মার সঙ্গে নাকি তাঁর ‘ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স’ দেখা দিয়েছে। সেই অবধিও একরকম ছিল। কিন্তু এবার প্রশান্তের একটা পোস্ট নতুন করে বিতর্কে ঘি ঢেলেছে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পোস্ট করেছেন যে— মাঝে মাঝে কোনও প্রত্যাখ্যানও আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

ফুড স্ট্রিট নিয়ে তর্কাতর্কি, সামাল দিলেন মেয়র

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে ফুড স্ট্রিটে স্টল বসানো নিয়ে ব্যবসায়ীদের একাংশের সঙ্গে বরো চেয়ারম্যানের মতবিরোধ চরমে। পরিস্থিতি এমন যে, সোমবার মেয়র গৌতম দেবের সামনেই চার নম্বর বরোর চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের তর্ক শুরু হয়ে যায়। এক ব্যবসায়ীকে সতর্ক করতেও দেখা যায় বরো চেয়ারম্যানকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেয়র নিজে আসরে নামেন। ব্যবসায়ীদের কথা শোনার পর তিনি চারদিন পর তাঁদের পুরনিগমে আলোচনার জন্যে ডেকেছেন। পাশাপাশি যে দোকান বসানোর জন্যে মার্কিং করা হয়েছে তা বাস্তুকারদের ফের পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন গৌতম।

তিনি বলছেন, 'ব্যবসায়ীদের একটা বক্তব্য রয়েছে। ওদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়েছে। আমি আবার ডেকেছি ওঁদের। সেখানে আলোচনা হবে। তবে ব্যবসায়ীরা নিকাশি দখল করে রয়েছে, কেউ কেউ দোকানে শৌচালয় বানিয়ে নিয়েছে। সেগুলির সমীক্ষা হচ্ছে।'

ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে যাতে কোনও স্টল না বসে তা নিশ্চিত করার কথাও বলেছেন মেয়র। ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে তিনি বেরিয়ে যেতেই ক্ষোভপ্রকাশ করেন তাঁরা। নাম না করে বরো চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। জয়ন্ত ষড়যন্ত্র করে ফুড স্টলগুলি তাঁদের দোকানের সামনে বসাতে চাইছেন বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। জয়ন্তর

বিতর্ক চরমে

- এসএফ রোডে স্ট্রিট ফুড হাব নিয়ে বিতর্ক আগে থেকেই রয়েছে
- রাস্তার পাশের দোকানের সামনে ফুড স্টলের জায়গা চিহ্নিত করায় ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের
- সোমবার মেয়রের সামনেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন কাউন্সিলার ও ব্যবসায়ীরা
- ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ব্যবসা খারাপ করতে স্থানীয় কাউন্সিলার এসব করছেন

বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীরা তো আমার বাড়িতে বসে রয়েছেন। ওঁরা তো কেউ কিছু বলছেন না। এখানে আমি ষড়যন্ত্র করার কে। এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগম কাজ করছে। আমার এখানে কোনও ভূমিকা নেই।'

স্টেশন ফিডার রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক রতন দাসের বক্তব্য, 'মেয়র বলেছেন আলোচনা করবেন। তিনি বলেছেন দোকানের সামনে স্টল বসানো যাবে না। আমরা সন্তুষ্ট।'

কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে ফুড স্ট্রিট তৈরি করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শিলিগুড়ি পুরনিগমকে সেই কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেইমতো এসএফ রোডে প্রায় ২০০ মিটার জায়গায় ২২টি ফুড স্টল বসানোর পরিকল্পনা করেছে পুরনিগম। সেইমতো ওই এলাকা সাজানো হচ্ছে। আগে থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ী এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমিতে দোকান করছে তাঁদেরও কিছুটা করে জায়গা ছাড়তে হয়েছে। এই পর্যন্ত সব ঠিকই চলছিল। কিন্তু বাদ সাধে যখন শিলিগুড়ি পুরনিগম পুরোনো ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনেই নতুন ফুড স্টল বসানোর জন্য জায়গা চিহ্নিত করে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত তাঁদের ব্যবসা খারাপ করতে স্থানীয় কাউন্সিলার এসব করছেন। তাই তাঁরা বারবার মেয়রকে এলাকা পরিদর্শনে আসার অনুরোধ করছিলেন। সোমবার ওই এলাকা পরিদর্শনে যান মেয়র। বরো চেয়ারম্যান তথা ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা ফুড স্টলের বিষয়ে মেয়রকে বোঝানোর সময় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভপ্রকাশ করতে থাকেন। তখনই হঠাৎ করে মেজাজ হারান কাউন্সিলার। ব্যবসায়ী এবং তাঁর মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। যদিও মেয়র ঘটনাস্থলে থাকায় তিনি বিষয়টি সামলে নেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন, রাস্তায় গুমটি থাকবে না। কিন্তু আমাদের দোকানের সামনে এভাবে গুমটি বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কে করছে আপনারা সব ভালো করেই জানেন।'

মাসির বাড়িতে ভক্তের ঢল

সূর্যনগর মাঠে তৈরি হয়েছে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি। সোমবার সন্ধ্যায় সেখানেই চলছে পুজো আরাধনা। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বাজার তুলে দেওয়ায় নিশানায় কাউন্সিলার

নিগৃহীত রামভজন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বাজার তুলে দেওয়ার জের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর বাড়িতে চড়াও হল একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় হইচই পড়েছে শহরজুড়ে। বাড়িতে হামলার চেষ্টা ও শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ তুলে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ করেছেন রামভজন।

অভিযোগ, রবিবার রাতে চার-পাঁচজন তরুণ রামভজনের বাড়িতে গিয়ে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি শারীরিকভাবে তাঁকে নিগ্রহ করে। পরিস্থিতি বুঝে দলের লোকজনকে ডাকার পাশাপাশি প্রধাননগর থানায় ফোন করেন রামভজন।

স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলে বেগতিক বুঝে বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে যায়। তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। রামভজনের বক্তব্য, 'বাজার তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে আমার উপরে হামলার ছক কষা হয়েছিল। তবে, হামলাকারীরা কেউ ব্যবসায়ী নয়। সম্ভবত কোনও ব্যবসায়ী এদের টাকাপয়সা দিয়ে আমার উপরে হামলার জন্য পাঠিয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

দীর্ঘদিন ধরে গুরুংবস্তিতে নিবেদিতা রোডের একটি লেন দখল করে বাজার বসছিল। বাম আমলে এই বাজার সরাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দু'দিন আগে পুরনিগম বুলডোজার নিয়ে গিয়ে এই বাজারটি তুলে দিয়েছে। পুনরায় কয়েকজন ব্যবসায়ী ওই রাস্তায় পসরা সাজিয়ে বসার চেষ্টা করলেও পুলিশের তৎপরতা য় তা সম্ভব হয়নি। আর এই ঘটনাতেই কিছু ব্যবসায়ী স্থানীয় কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদের উপর ক্ষোভে ফুঁসছেন বলে অভিযোগ।

রবিবার রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত ওয়ার্ড কার্যালয়েই বসেছিলেন রামভজন। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনের মতো কালী মন্দিরে যান। সেই সময় তাঁর স্ত্রী ফোন করে জানান, কয়েকজন তরুণ বাড়িতে এসে ঝামেলা করছে। অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করছে। এই শুনে রামভজন স্থানীয় কয়েকজনকে ফোন করে বিষয়টি জানান এবং বাড়ির পথ ধরেন।

রামভজন বলছেন, 'আমি বাড়িতে ঢুকতেই আমাকে উদ্দেশ্য করে ওই তরুণরা বাজার তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে গালি দিতে শুরু করে। আমার মা এবং স্ত্রীকে হুমকিও দেয়। আমাকে শেষ করে ফেলবে বলেও একজন বলতে থাকে। এরইমধ্যে আমার পাড়ার কয়েকজন চলে আসেন। তরুণরা আমাকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। বাধ্য হয়ে প্রধাননগর থানায় ফোন করি। বিপদ বুঝে কয়েকজন কেটে পড়লেও আমরা আলাউদ্দিন আলম নামে একজনকে ধরে ফেলি। পরে ওই তরুণকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। মধ্যরাতে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

রামভজনের দাবি, হামলাকারীদের প্রত্যেকেই দক্ষিণ বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। এরা কেউ ব্যবসায়ী নয়। তাঁর কথায়, কেউ হয়তো টাকাপয়সা দিয়ে এদের পাঠিয়েছিল। রামভজনের এই মন্তব্যের পর শহরে হইচই পড়েছে। একজন মেয়র পারিষদের বাড়িতেই এভাবে হামলার ছক কষা হলে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় সেই প্রশ্ন উঠছে।

মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমি ঘটনাটা শুনেছি। পুলিশ পদক্ষেপ করেছে।' তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, 'এভাবে হামলা করে লাভ হবে না। ওই রাস্তা আমরা চালু রাখব।'

আমি ঘটনাটা শুনেছি। পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। এভাবে হামলা করে লাভ হবে না। ওই রাস্তা আমরা চালু রাখব।
- গৌতম দেব

নেপথ্যে কারা

- চার-পাঁচজন তরুণ রামভজনের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে নিগৃহীত করে
- বেগতিক বুঝে তিনি দলের লোকজনকে ডেকে পাঠান ও থানায় ফোন করেন
- স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলে বেগতিক বুঝে বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে
- বোঝা যায় হামলাকারীরা কেউ ব্যবসায়ী নয়, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

নার্সকে মারধরের তদন্তে কমিটি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ জুলাই : নার্সদের ক্ষোভের জেরে অভিযুক্ত চিকিৎসক রেণুকা খাতুনের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সোমবার নার্সদের সঙ্গে কথা বলার পর নিজের চেম্বারে এই কথা জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহা। তিনি বলেছেন, 'নার্সদের দাবি মেনে তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত রেণুকা খাতুনকে ডিউটি দেওয়া হবে না।'

অন্যদিকে, নার্স শিল্পী দাসকে দেওয়া হাসপাতালের ইনজুরি রিপোর্ট ফলস বলে দাবি করে নতুন বিতর্ক খাড়া করে দিয়েছেন অভিযুক্ত চিকিৎসক রেণুকা খাতুন। এদিন নার্সরা কালো ব্যাজ পরে কাজে যোগ দেন। জাস্টিস চেয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেন।

ফলস ইনজুরি রিপোর্টের প্রসঙ্গে তিনি হাসপাতাল এবং নিজের সহকর্মী চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে কী প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন না, এই প্রশ্ন করা হলে রেণুকার জবাব, 'আমাকে ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যে নার্স আমার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তিনিই প্রথম আমাকে আক্রমণ করেছিলেন। আর ওঁর ইনজুরি রিপোর্ট ফলস। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন।' হাসপাতালের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ নিয়ে সুপারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'একজন চিকিৎসক সহকর্মী অপর চিকিৎসকের ইনজুরি রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এমনটা কাম্য নয়। এই করে তিনি গোটা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিচ্ছেন।'

গত শনিবার হাসপাতালের হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (এইচসিসিইউ) কর্তব্যরত নার্স শিল্পীকে রেণুকা মারধর করেন বলে থানায় লিখিত অভিযোগ হয়েছে। গোটা ঘটনায় হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ঢিলেঢালা রূপ প্রকাশ্যে চলে আসায় স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তারা রীতিমতো অস্বস্তিতে। অভিযোগ, রেণুকা এইচসিসিইউতে জুতো পরে ঢোকার সময় শিল্পী তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বচসা। আর বচসা থেকে মারধর।

এদিন সকাল থেকেই নার্সরা ন্যায়বিচার না পেলে জোরদার আন্দোলনে নামবেন বলে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ন্যায়বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড তৈরি করা হয়েছিল। সঙ্গে কালো ব্যাজ পরে পরিষেবা দিচ্ছিলেন তাঁরা। সকাল ১১টা নাগাদ নার্সরা সুপারের চেম্বারের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হন। সুপার তাঁদের ভিতরে ডেকে নেন। একটু পরই অভিযুক্ত রেণুকা সুপারের চেম্বারে ঢোকেন। তারপর থেকে টানা প্রায় একঘণ্টা হল্লার আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা গিয়েছে। সুপারের সঙ্গে বৈঠক শেষে নার্সদের পক্ষে গীতশ্রী ঘোষ বলেন, 'সুপার তদন্ত কমিটি গড়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যতদিন তদন্ত রিপোর্ট না আসছে ততদিন ওই (রেণুকা) চিকিৎসককে কোনও বিভাগেই ডিউটি দেওয়া হবে না বলেও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আমরা এবার শেষ দেখেই ছাড়ব।' রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেন, 'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আসার পর এই ঘটনায় যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।' উল্লেখ্য, রেণুকার ফলস ইনজুরি রিপোর্টের বিস্ফোরক অভিযোগের পর স্বাস্থ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করবে সেটাই এখন দেখার। কারণ, রেণুকার এই বয়ান হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারদের ভূমিকাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে স্বাস্থ্য কর্তাদের একাংশ মনে করছেন।

নিগ্রহের প্রতিবাদে সরব ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের নার্সরা।

অস্বস্তি বাড়ছে

- নার্সকে মারধরে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত
- নার্সের দেওয়া ইনজুরি রিপোর্টকে ফলস বলে দাবি অভিযুক্ত চিকিৎসকের
- এদিন নার্সরা ন্যায়বিচার চেয়ে কালো ব্যাজ পরে কাজে যোগ দেন
- নার্স-ডাক্তারের মারামারি প্রকাশ্যে চলে আসায় স্বাস্থ্য প্রশাসন অস্বস্তিতে

সোমবার হিলকার্ট রোডের ফুটপাথ থেকে দোকান সরিয়ে দিচ্ছেন পুরকর্মীরা। ছবি : তপন দাস

উচ্ছেদ অভিযানের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : হিলকার্ট রোডে পূর্ত দপ্তরের জায়গা এবং ফুটপাথ দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিল পুরনিগম ও পুলিশ। সোমবার সকালে হাসমি চক থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে থাকা সমস্ত গুমটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফের যাতে ব্যবসায়ীরা ওই এলাকায় দোকান না বসান, তা নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু পুরনিগমের হকার তালিকা তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বেছে বেছে হকারদের নাম তালিকভুক্ত করা হচ্ছে। যদিও পুরনিগমের কর্তাদের দাবি, রাজ্যের পাঠানো স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল (এসওপি) মেনেই কাজ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'হকার তালিকা আদৌও স্বচ্ছভাবে হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। যেখানে-সেখানে ব্যবসায়ীদের ১০ মিনিটের নোটিশে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বর্ষায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'সরকার একটা নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। আমরা শহরে কয়েকটি ফাঁকা জায়গা দেখে রেখেছি। সেখানে হকারদের জন্য বাজার হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরই অন্য পুরসভা এলাকার মতো শিলিগুড়িতেও ফুটপাথ দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই পুরনিগম এবং পুলিশ যৌথভাবে দখলদারদের সরাচ্ছে। যাদের সরানো হচ্ছে তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর নেওয়া হচ্ছে। আবার কিছু কিছু এলাকায় সমীক্ষা করে নামও নথিভুক্ত করে রাখা হচ্ছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, একটি দোকানের জন্য একজনেরই নাম নথিভুক্ত করা হবে। যেখানে দুই বন্ধু একসঙ্গে দোকান করত কিংবা দাদা-ভাই মিলে ব্যবসা করতেন সেখানেও যে কোনও একজনের নাম সমীক্ষার নথিতে থাকবে। এই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, স্বজনপোষণ করা হচ্ছে। লোক বুঝে নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। বেশিরভাগ হকারেরই নাম নথিভুক্ত হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মহুরির বক্তব্য, 'ভেন্ডার কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল যে একজন ব্যবসায়ীর একাধিক দোকান থাকলে তিনি একটাই পাবেন। তবে পার্টনার থাকলে বা দুই ভাই দোকান করলে কী হবে সেটা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। সমস্যাটা এখানেই। আমরা পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরব।'

বিতর্কিত পোস্ট

থানায় নালিশ অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ফেসবুকে একটি বিতর্কিত পোস্ট শেয়ার করায় শিলিগুড়ি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়ালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হল। ওই পোস্টের মাধ্যমে তিনি কিছু মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন বলে অভিযোগ পেশায় গৃহশিক্ষক আবুল হাসনতের। রবিবার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের আশরফনগরের ওই বাসিন্দা এলাকায় তৃণমূল সমর্থক হিসেবেই পরিচিত। তাঁর বক্তব্য, 'একজন অধ্যাপিকা হিসেবে তিনি ওই পোস্ট শেয়ার করায় পড়ুয়াদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। এখানে রাজনীতির ব্যাপার নেই।' এ নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষকেও চিঠি দিয়েছেন আবুল। তবে, অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় চাপে পড়েছেন বিদ্যাবতী। তাঁর সাফাই, 'কীভাবে ওই পোস্ট শেয়ার হয়েছে আমার জানা নেই। আমি ব্যাপারটা জানতামও না। হঠাৎ সাইবার ক্রাইম থানা থেকে আমার কাছে ফোন আসে, তখন বিষয়টি বুঝতে পারি। শেয়ার করা ওই পোস্ট ডিলিটের পাশাপাশি তদন্তে পুলিশকে যাবতীয় সহযোগিতা করছি।'

বিদ্যাবতী সম্পর্কে শহরের বিজেপির শিলিগুড়ি বিধানসভার আহ্বায়ক জ্যোৎস্না আগরওয়ালের বোন। ফলে ঘটনায় রাজনৈতিক রংও লাগতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলছেন, 'একজন অধ্যাপিকা হিসেবে এধরনের পোস্ট শেয়ার করা উচিত নয়।' জ্যোৎস্নার বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সরল বাহিনী, স্বস্তি ৩ কলেজে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার এক মাস পর শিলিগুড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হল আধাসেনা। সোমবার ভোররাতে শিলিগুড়ির তিনটি কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় আধাসেনা বাহিনী।

শিলিগুড়ি কলেজ, মহিলা মহাবিদ্যালয় ও কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে তিন কোম্পানি আইটিবিপির জওয়ানরা ছিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতেই আধাসেনা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু কলেজের মধ্যে এভাবে আধাসেনা রাখায় যে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল, সেই অভিযোগ উঠছিল বিভিন্ন মহল থেকে। শিলিগুড়ির তিনটি কলেজের পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের জাবরাভিটা ক্যাম্পাসেও আধাসেনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখান থেকেও আধাসেনা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

রাজ্যের যে বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে উপনির্বাচন রয়েছে সেখানে মোতায়েন করার জন্য শিলিগুড়িতে থেকে বাহিনী তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে বাহিনীকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে কি না তা স্পষ্ট নয়। বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ডঃ মীনাক্ষী চক্রবর্তীর কথায়, 'বাহিনী থাকায় কলেজে সমস্যা হচ্ছিল। কথা বলে জানতে পেরেছি কলেজে থাকা কোম্পানিটি রায়গঞ্জে উপনির্বাচনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কলেজের ১০টি ঘর নিয়ে বাহিনীর জওয়ানরা থাকছিলেন। পরীক্ষার রুটিন এমনভাবে ছিল যে, ঘরের জন্য এতদিন সমস্যা কিছুটা কম হয়েছে। কিন্তু আগামীতে আরও পরীক্ষা রয়েছে। সেখানে আবার বাহিনী নিয়ে এলে সমস্যা বাড়বে।'

কোন এলাকায় কতদিন বাহিনী থাকবে তা ঠিক করার দায়িত্ব কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে। শিক্ষা মহলের তরফে বাহিনীকে শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সরানোর দাবি উঠছিল। আধাসেনা থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছিল শিলিগুড়ির মহিলা কলেজে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথের কথায়, 'কলেজ থেকে বাহিনী সরে গিয়েছে। কী অবস্থায় ঘরগুলি রয়েছে তা দেখা হচ্ছে। ছাত্রীদের কলেজে এমন বাহিনী না রাখাই উচিত।'

আধাসেনা কলেজে রাখা নিয়ে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক তর্জা চলছে। লোকসভা ভোটের আগে এই অঞ্চলে প্রথম বাহিনী এসেছিল পলিটেকনিকের জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে। ফলাফল ঘোষণার পরও সেখানে দুই কোম্পানি আইটিবিপি ছিল। বিষয়টি নিয়ে পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এক কোম্পানি বাহিনী কিছুদিন আগেই চলে গিয়েছিল। যে কোম্পানিটি রয়েছে সেটি দুই-একদিনের মধ্যে চলে যাবে বলে আমাদের জানানো হয়েছে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু করা হবে।'

শিলিগুড়ি কলেজের বিদ্যাসাগর ভবন ছেড়ে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সাফল্য বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায়

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়েরই বন্ধ্যাত্বর সমস্যা থাকতে পারে। সেসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে রামকৃষ্ণ আইভিএফ সেন্টার এখনও পর্যন্ত হাজার হাজার নিঃসন্তান দম্পতির কোল ভরিয়েছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন সেন্টারের প্রখ্যাত বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঋতুপর্ণা দাস। ২০১৮ সাল থেকে তাঁর প্রচেষ্টা আজও চলছে সমানভাবে। শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়ের এই সেন্টারে রয়েছে উন্নতমানের ওটি, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং আধুনিক পরিকাঠামো। ডাঃ ঋতুপর্ণা দাস বললেন, 'পরিবর্তিত সময়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যাত্বর নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে এখনকার উন্নতমানের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা অনেকটাই দূর করা সম্ভব হচ্ছে।' এখন দম্পতিদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে ৩০ থেকে ৩৬-এর মধ্যে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ আইভিএফ সেন্টারের চিকিৎসায় আস্থা রেখেছে অসম এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বিভিন্ন দাবিতে সোমবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে স্মারকলিপি দিল পুর কর্মচারী ইউনিয়ন। অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি, মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন প্রদান সহ আরও পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদক অরুণাভ দত্ত সহ অন্যরা।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : সিপিএমের ৪ নম্বর এড়িয়া কমিটি থেকে চোপড়ার সালিশি সভা ও সরকারি জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হল। সোমবার এনটিএস মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন প্রতিবাদকারীরা। উপস্থিত ছিলেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অঙ্কিত দে প্রমুখ।

মোবাইল ফেরত

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ১৮টি মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন ১৮ জনের মধ্যে ১৪ জন মালিক এসে তাঁদের হারোনো মোবাইল নিয়ে যান।

ধসে আলগা রেললাইনের মাটি • কালিম্পংয়ের রাস্তায় যাতায়াত অনিশ্চিতই

একুশের সভায় উত্তরের জন্য ট্রেন চান মমতা

কলকাতা, ৮ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের সভায় উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ আসবেন। সোমবার সেই ব্যাপারে রেলমন্ত্রককে সতর্ক করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক চলাকালীন তিনি বলেন, 'প্রতি বছর ২১ জুলাই উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ আসেন। কিন্তু আমরা চাইলেও রেল আমাদের ভাড়া দেয় না। আমরা কখনই চাই না, এই নিয়ে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হোক। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এত মানুষকে কী করে বাসে আনব? সেই জন্যই আগে থেকে রেলকে সতর্ক করছি। আপনাদের সামনে দুটি রাস্তা। আপনারা আমাদের পুরো ট্রেন ভাড়া দিন। যদি না হয়, বিভিন্ন ট্রেনের সঙ্গে বাড়তি বগি জুড়ে দিন। আমরা সবক্ষেত্রেই ভাড়া দিতে রাজি আছি। ১৮ তারিখ থেকে ওখানকার মানুষ আসা শুরু করবেন। তাঁরা ট্রেনে জায়গা না পেলে তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

সেই জন্যই আমার আবেদন, আপনারা বিষয়টির সমাধান করুন। আমরা সাধ্যমতো বাড়তি বাস চালাব। কিন্তু এত মানুষ সড়ক পথে আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

সমন্বয় বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ৮ জুলাই : কিশনগঞ্জ ও নেপালের ঝাপা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার ঝাপায় আধিকারিক পর্যায়ের বিশেষ সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সেখানে দুই দেশের নানা সমস্যা সমাধানে আলোচনা হয়। নেপালে অতিবৃষ্টি ও কোশি ব্যারেজ থেকে আচমকা জল ছাড়ায় কিশনগঞ্জের নদীগুলিতে জলস্ফীতির জেরে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। বৈঠকে জল ছাড়ার আগাম বার্তা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া মানব ও পণ্য পাচার রোধে ঝাপা প্রশাসন সহ দুই দেশের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ও সমন্বয় বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ঝাপার জঙ্গল থেকে আসা হাতির দল সীমান্তবর্তী কৃষিজমির ফসল নষ্ট ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়। উভয় প্রশাসনের কর্তারা যৌথভাবে লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বৈঠকে কিশনগঞ্জের জেলা শাসক তুষার সিংলা ও ঝাপার সিডিপিও বন্ধুপ্রসাদ বসতলা নেতৃত্ব দেন।

জেল হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ৮ জুলাই : জমি দখল কাণ্ডে জাতীয় সড়ক অবরোধের অভিযোগে ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। শুক্রবার বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ চোপড়ার বাসিন্দা সরকার মুর্মু (৪৯)-কে গ্রেপ্তার করেছিল। সম্প্রতি জমি দখল ঘিরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। এর আগে ধৃতকে তিনদিনের জন্য পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল ওই আদালত। সেই মেয়াদ শেষে এদিন ফের আদালতে তোলা হলে ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে পুলিশ জানায়। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনের নাম মিলেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

জেলার খেলা

মেয়রস কাপ টেবিল টেনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : পুরনিগমের শিলিগুড়ি মেয়রস কাপ আন্তঃবিদ্যালয় টেবিল টেনিস বৃহস্পতিবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। চলবে শনিবার পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য অষ্টম ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দুটো বিভাগ রাখা হয়েছে। শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেবে বলে তাদের আশা।

হিলকার্ট রোডের পাগলাঝোরায় বসে গিয়েছে রাস্তা। বন্ধ যান চলাচল। চলছে না টয়ট্রেনও। সোমবার। ছবি : সূত্রধর।

টয়ট্রেন বাতিল ১১ তারিখ পর্যন্ত

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও সময় ধসে যেতে পারে লাইনের নীচের মাটি। তাই সোমবার থেকে চালু হওয়ার কথা থাকলেও দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা শুরু করতে পারল না দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। সময় বাড়িয়ে ১১ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, আপাতত পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

পাহাড়ে বৃষ্টি বাড়লে যখন তখন ধস নেমে আরও বেশকিছু জায়গায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা রেলকর্তাদের। তাই আদৌ ১১ তারিখ থেকে ট্রেন চলাচল শুরু সম্ভব হবে কি না, সেব্যাপারে সন্দিহান খোদ রেল। তবে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত জয় রাইড পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। কেউ এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেনের টিকিট কাটতে এলে তাঁদের জয় রাইড সম্পর্কে অবহিত করছে রেল।

দিনচারেক আগেই ভারী বৃষ্টিতে সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত একাধিক এলাকায় ধস নামে। যার জেরে রংটং, তিনধারিয়া, পাগলাঝোরা, গয়াবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় টয়ট্রেনের লাইন। ফলে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হয় ডিএইচআর-কে। তড়িঘড়ি ধস সরিয়ে লাইন মেরামতি শুরু করে রেল। তবে পাগলাঝোরা এলাকায় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, যখন তখন টয়ট্রেনের লাইন সমেত রাস্তা খাদে তলিয়ে যেতে পারে।

তাই ওই এলাকায় ট্রেন চললে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এই আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে রেলকে চিঠি দিয়ে টয়ট্রেন বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রাথমিকভাবে রেল রাজ্যের চিঠির কোনও উত্তর না দিলেও সোমবার থেকে যে ট্রেন চালানোর কথা ছিল, তা ১১ তারিখ পর্যন্ত বাতিল রাখা হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট যে পর্যটকদের নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রেল।

তবে কার্সিয়াংয়ের পর থেকে যদি রাস্তা এবং লাইনের পরিস্থিতি ঠিক থাকে, তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে ধসের সময় পর্যটকদের বাসে কার্সিয়াং পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে রেল। সেখান থেকে টয়ট্রেনে করে পাঠানো হয়েছে দার্জিলিংয়ে। এবারও সেরকম ব্যবস্থা করতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর।

নেপথ্য কারণ

- টানা বৃষ্টিতে ধস, বিভিন্ন জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনে ক্ষতি
- দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে ডিএইচআর
- ধস সরিয়ে লাইন মেরামতি শুরু করে রেল
- চিন্তা বাড়াচ্ছে জাতীয় সড়কে ক্ষতি
- লাইন সহ রাস্তা খাদে তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা
- এনজেপি-দার্জিলিং পরিষেবা বন্ধ ১১ তারিখ পর্যন্ত
- তারপরও চালু হওয়া নিয়ে ধন্দে কর্তারা

বৃষ্টি কমলেও পাহাড়ে ব্যাহত যান চলাচল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বৃষ্টি কমেছে বটে, তবে সোমবারও দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক কবে চালু হবে, সেব্যাপারে পূর্ত দপ্তর নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছে না। এদিন আবার পাহাড় কাটতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে সেলফিদাড়ায়।

দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের হিলকার্ট রোডে পাগলাঝোরা এবং মহানদী এলাকায় যেভাবে রাস্তা বসে গিয়েছে, তাতে এই রাস্তা চালু করাও অনিশ্চিত। পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক-৯'এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর বলেছেন, 'পাগলাঝোরায় ৫৫ মিটার রাস্তা বসেছে। মহানদীতেও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক। পাগলাঝোরার ওই এলাকায় আগে থেকেই সমস্যা বুঝতে পেরে আমরা মেরামতের জন্য টেন্ডার করেছিলাম। সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। এরই মধ্যে ফের বিপর্যয়। আমরা দ্রুত কাজ করার চেষ্টা করছি।'

লাগাতার বৃষ্টিতে পাহাড়ে জায়গায় জায়গায় ধস নামছে। কালিম্পংয়ের রাস্তায় বিভিন্ন এলাকায় ধস নেমে রাস্তা তলিয়ে গিয়েছে তিস্তায়। এরমধ্যে বিরিকদাড়া, সেলফিদাড়া, লিকুভির, শ্বেতিঝোরা, ২৯ মাইল এবং তিস্তাবাজারে ধসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তিস্তার জলস্তর অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় তিস্তাবাজারে জলের তলায় চলে গিয়েছিল রাস্তা। তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কালিম্পং জেলা প্রশাসন। সেবক থেকেই সমস্ত গাড়ি ডুয়ার্স, গরুবাথানের রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার সকালের পর আর বৃষ্টি না হওয়ায় তিস্তার জলস্তর অনেকটাই নেমেছে। তাই বহু ছোট যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে কালিম্পং থেকে তিস্তাবাজার হয়ে দার্জিলিংয়ের পথে চলাচল করেছে।

অন্যদিকে, কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, সেলফিদাড়া, বিরিকদাড়ায় প্রায় পুরো রাস্তাই গিলেছে তিস্তা। সেখানে পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ কয়েকদিন ধরে চলছে। বিপত্তি ঘটল এদিন সকালে। পাহাড় কাটতে গিয়ে আচমকা বড় মাপের ধস নামে। ঘটনার জেরে গত কয়েকদিনে যতটা পাহাড় কাটা হয়েছিল, সেটা আবার মাটি আর পাথরে ঢেকে যায়। তবে, আর্থমুভার নিয়ে কর্মরত শ্রমিকরা আগেই সতর্ক হয়ে যাওয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি সম্পর্কে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক সুব্রহ্মণায়ন টি ফোনে জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির সঙ্গে কালিম্পংয়ের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে আরও সাত-আটদিন সময় লাগবে। সেই সময় পর্যন্ত ঘুরপথে কিছু যানবাহন চলাচল করছে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে এদিন কালিম্পংয়ের সাংবাদিকদের কাছে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই রাস্তাটি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অথবা অন্য কোনও জাতীয় এজেন্সিকে হস্তান্তরের আর্জি জানিয়েছি।'

ধসের কারণে রাস্তা বসে যাওয়ায় দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত রাস্তা দু'দিন ধরে পুরোপুরি বন্ধ। তবে, সুকনায় পুলিশ কোনও ব্যারিকেড না বসানোয় পর্যটক সহ প্রচুর সাধারণ মানুষ বড় গাড়ি নিয়ে সুকনা দিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিংয়ের পথ ধরেছিলেন।

রংটং, চুনাভাটি পেরোনোর পর তাঁরা রাস্তার অবস্থা দেখে আবার ফিরে আসেন। পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, পাগলাঝোরায় ৪৫ মিটার রাস্তা বসে যাওয়ায় সেই পথ যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নেই। পাশে টয়ট্রেনের লাইন থাকায় ফের বৃষ্টি হলে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে মহানদী এলাকায় রাস্তা বসে গিয়েছে। দ্রুত মেরামতের চেষ্টা চলছে।

লাল সতর্কতা

প্রথম পাতার পর

জোগানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মূলত মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্তের অবস্থান দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্তে ঘটতে থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ফলে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।' তবে আশার কথা, মালদা ও দুই দিনাজপুরে এখনও পর্যন্ত বড় দুর্যোগের আভাস নেই।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, মঙ্গলবার রাতের পর অথবা বুধবার থেকে দু'দিন আলিপুরদুয়ারে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পরিমাণ ২০ সেন্টিমিটার অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকায় বুধ এবং বৃহস্পতিবার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবারও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনায় বৃহস্পতিবার লাল এবং বুধ ও শুক্রবার কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে কোচবিহারে। জলপাইগুড়িতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বুধ থেকে টানা তিনদিন।

এবছর দার্জিলিং জেলায় জুন মাসে ৯৩৬.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে শিলিগুড়িতে জুনে বৃষ্টি হয়েছে ১২৮৯.২ মিলিমিটার। দার্জিলিং জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। কমলা সতর্কতা রয়েছে বুধ এবং শুক্রবার। বুধ থেকে টানা তিনদিন কমলা সতর্কতা রয়েছে কালিম্পং জেলাতেও। যথারীতি তিস্তাপাড়ে ভয় ধরাতে গ্যাংটক, মংগন, নামচির মতো জায়গাগুলিতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলছেন, 'ভারী বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে ত্রাণশিবির প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সচেষ্ট রয়েছি।'

তিস্তা থেকে সংকোশ, জলঢাকা থেকে মহানন্দা- টানা বর্ষণে উত্তরের নদীগুলি ফুলেফেঁপে উঠে বিপর্যস্ত করে তুলেছে জনজীবন। তিস্তাপাড় সহ বিভিন্ন নদীপাড়ের বাসিন্দাদের দিন কাটছে চরম উৎকণ্ঠায়। ১০, ১১০ সহ একাধিক জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গতি হারিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে ফের টানা বর্ষণের পূর্বাভাসে ভয় বাড়ছে নতুন করে।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জুন মাসের নিরিখে বৃষ্টির পরিমাণে রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও তিস্তার পলির স্তর এবং নদীগুলির খাত পরিবর্তনে এই জেলাগুলিকেও খেসারত দিতে হয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে অবশ্য দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে এই তিন জেলাতেও অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। যেমন, গত বছর ১ জুন থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হয়েছিল ১১৯৩.৪ মিলিমিটার। এবছর একই সময়ে এখানে বৃষ্টির পরিমাণ ১৫২৫.৯ মিলিমিটার। এরপরও রয়েছে লাল, কমলার সতর্কতা।

কিশনগঞ্জে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ৮ জুলাই : কিশনগঞ্জ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল আরপিএফ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ওই মাদক পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে আরপিএফ ইনস্পেকটর এইচকে শর্মা জানান। তিনি জানান, ধৃতের নাম বিবেক দত্ত। এনজেপির বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে তাকে সন্দেহজনকভাবে স্টেশনে বসে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় টহলরত জওয়ানদের। তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই দুটি পলিথিন প্যাকেটে ৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার মেলে। তাকে কিশনগঞ্জ শহরের ক্যালট্যাক্স চকের কাছে উত্তর দিনাজপুরের ধরমগঞ্জের একজন তাকে এই মাদক এনজেপি পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিয়েছিল বলে সে জানিয়েছে।

আইন ভেঙে

প্রথম পাতার পর

সুব্রতর কথা, 'দুজনের জমি কিনেছি। একজনের পাট্টার জমি, অন্যজন জমি লিজ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। গজলডোবায় বহু বছর ধরে এভাবেই ভূরিভূরি রিসর্ট চলছে। তাই আমিও জমি, বাড়ি বিক্রি করে মোটা টাকা বিনিয়োগ করেছি।'

তৃণমূল নেতা রঞ্জন শীলশর্মার বাগানবাড়িতে বুড়ি ছোঁয়া দিয়েছে প্রশাসনের বুলডোজার। নিজেদের ইমেজ রক্ষায় রঞ্জনের বাগানবাড়ির সীমানা প্রাচীরের ছোট্ট একটি অংশ ও কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দিয়েই দায়সারা হয়েছে। কিন্তু তারপরই কেন থেমে গেল বুলডোজারের চাকা? চোখের সামনে ভূরিভূরি বেআইনি রিসর্ট থাকলেও কেন সেগুলি ভাঙা হচ্ছে না? সরকারি জমি দখল করে রিসর্ট তৈরির জন্য যদি বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার হতে পারেন তাহলে একই অপরাধে কেন ছাড় পাচ্ছেন তৃণমূল নেতা সহ অন্যরা? তাহলে কি অপরাধীর পরিচয় দেখে আইনের প্রয়োগ করছে পুলিশ? এইসব নানা প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

প্রশাসন বা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যতই প্রশ্ন উঠুক না কেন, তার উত্তর দিতে নারাজ কেউই। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুখেন রায়ের কথা, 'ওসব নিয়ে সবসময় এভাবে কথা বলা যাবে না।' জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এক আধিকারিকের কথা, 'দখলকারীরা বেশিরভাগই প্রভাবশালী। আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে বা করতে গেলেই বিপদ। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি এবং সেই কারণেই সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে পারব না।' কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে যে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই আধিকারিক।

গজলডোবা নিয়ে সাপের ছুঁচো গেলার দশা হয়েছে তৃণমূলের। শাসকদলের নেতা এবং প্রশাসনের একাংশের প্রশ্রয়েই যে সরকারি জমি ভাগবাঁটোয়ারা হয়েছে ধীরে ধীরে সবাই তা বুঝতে পারছেন। তবে সবটাই যে তৃণমূলের আমলে হয়েছে তা কিন্তু নয়। বামেদের আমল থেকেই গজলডোবায় সরকারি জমি দখলের কারবার চলছে। তৃণমূলের আমলে সেই কারবার রমরমা হয়েছে। আবার দখলদারদের খাতায় নাম উঠেছে বিজেপিরও। অপরাধী রাঘববোয়ালদের আড়াল করতে গোপনে কোনও পরিকল্পনা হচ্ছে না তো উপরমহলে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিষ উঠেছে মাথায়, তাগা বাঁধা কঠিন

প্রথম পাতার পর

গজলডোবার জমির বেহাল দশা দেখছেন সবাই। এবারের ভোটে শহর এলাকায় দলের ভোট কমে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে হয়েছে শাসকদল আর নবান্নকে। দলনেত্রী খোলাখুলি দলেরই ছোট-বড় নেতাদের বলতে গেলে তুলোধোনা করছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নেতাদের নাম করে ধমকেছেন সর্বসমক্ষে। সে হকার তোলা হোক, বেআইনি পার্কিং চালানো হোক, তোলাবাজি হোক, সরকারি জমি দখল হোক ছেড়ে কথা বলেননি কাউকে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন দলের ভিতরে দুর্নীতির শিকড় কতদূর পৌঁছেছে।

অতএব দিকে দিকে বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দল আর পুলিশ প্রশাসন। আর সেই সূত্রেই রাজ্যবাসী জানতে পারছে এই রাজ্যটার হালহকিকত। অতীতের নজির দেখে সাধারণ মানুষ এতেও ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না। কেননা এসব তৎপরতা যত ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হয়, ঠিক ততটাই নিঃশব্দে তা আবার থিতিয়ে যায়। যা চলছিল তাই চলতে থাকে আবার। তৃণমূলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এটাই। মানুষ যেন আশ্বস্ত হয়, তারা সত্যিই দুর্নীতি আর তোলাবাজি বন্ধ করতে চায়। শহরের বাসিন্দাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

আর তার জন্য দরকার নিরন্তর নজরদারি। এবং আরও কঠোরহাতে পুঁজরক্ত বের করে দেওয়া। যে কথা গোড়াতেই বলছিলাম, এই কাজটা নিশ্চিতভাবে সবথেকে কঠিন। বিষ মাথায় উঠলে তাগা বাঁধার জায়গা পাওয়া যায় না। কত বদলোককে শেষপর্যন্ত তাড়ানো যাবে তা বলা মুশকিল। কেন না এইসব বাহুবলীদের ভোটে জিততে কাজে লাগে। বিরোধীদের ঠান্ডা করতে, ভোটারদের চমকে রাখতে এদেরই প্রয়োজন। তাই তাদের জুলুম পার্টি রাখতে গেলে হজম করতেই হয়। আর তারা দলের মাথায় ধীরে ধীরে চেপে বসে। একসময় তাদের ঘাড় থেকে নামানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটাই চলে আসছে বছরের পর বছর। জমানা পালটালেও এদের দাপট কমে না। এসব যে একদিন বদলে যাবে সে ভরসাও ক্রমে হারিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আর পুলিশের কথা তো অমৃতসমান। যত বলা যায় ফুরোবে না। পুলিশ হুকুম মেনে চলে। প্রশ্নটা হল হুকুমটা কেমন। এত কিছু হচ্ছে চারদিকে পুলিশ জানে না তা কি হয়! চোখের সামনে কারা চোখের আড়ালে থাকে তা কি তারা জানে না। শাসকদলের চুনোপুঁটি নেতাদেরও ছোঁয়ার সাধ্যি তাদের নেই। পুলিশ কোনও আমলেই কি নিজেদের মতো কাজ করতে পেরেছে? আগের আমলে পাড়ায়, মহল্লায় এলসি অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত তাদের। এ আমলে পার্টির দাদাদের। এই নতজানু বাহিনীকে দিয়ে সবকিছু আদৌ আমূল বদলানো যায় সেই বিশ্বাসটা এতদিনে হারিয়ে ফেলেছে আমজনতা।

সেই বিশ্বাস কতটা ফিরিয়ে আনা যাবে তা নির্ভর করছে শাসকের সদিচ্ছার উপর। আর তার উপরেই অনেকটা নির্ভর করছে তাদের হারানো ভোট ফিরিয়ে আনার অঙ্ক। সে বড় কঠিন কাজ।

কিশনগঞ্জে পণের বলি

কিশনগঞ্জ, ৮ জুলাই : কিশনগঞ্জের পুঠিয়ার বয়েরগছ গ্রামে রবিবার দুপুরে পণের বলি হলেন নববধূ নিক্কি জাহান। এসডিপিও মঙ্গলেশ সিং এই খবর জানান। এক বছর আগে মহম্মদ সুরজের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সুরজ মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। অভিযোগ, মৃতের শাশুড়ি ও ননদ বিয়ের পর থেকে পণের জন্যে নিক্কিকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করত। বিষয়টি জেনেও নীরব ছিল তার স্বামী।

রবিবার দুপুরে তাঁকে ননদ ও শাশুড়ি জোর করে বিষ খাওয়ায় বলে বাপের বাড়ির দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরাই নিক্কিকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। রবিবার রাতে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুঠিয়া থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠান। শাশুড়ি, ননদ সহ আটজনের বিরুদ্ধে মৃতের বাপের বাড়ি থেকে পুঠিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের ধরতে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশের দাবি।

ভোটকর্মীদের শোকজ ঘিরে বিতর্ক

ধূপগুড়ি, ৮ জুলাই : কেউ নির্দেশিকা মতো ডিউটি করেছেন সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে। কেউ অসুবিধার কথা জানিয়ে ডিউটি থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। কিন্তু ভোট মিটে যাওয়ার প্রায় দু'মাস পর সোমবার জেলাজুড়ে সাতশোর বেশি ভোটকর্মীকে শোকজ নোটিশের পাশাপাশি ভোটকর্মী হিসেবে পাওয়া ভাতা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচনি কার্যালয়ের তরফে। স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশে ক্ষোভের পাশাপাশি চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলার ভোটকর্মীদের মধ্যে।

ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘড়িয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জয় বসাক লোকসভা ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ১৬৫ নম্বর পোলিং পার্টির সদস্য হিসেবে ১৯/২৬৫ নম্বর বুথে নবগ্রাম প্রাইমারি স্কুলের ৩ নম্বর কক্ষে ফার্স্ট পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপরেও এদিন শোকজ নোটিশ পেয়ে হতবাক তিনি। তাঁর কথায়, 'এমন ভুল আশা করা যায় না। এটা এক ধরনের হেনস্তা। কাজ করে যদি এই হাল হয়, তাহলে না করলে কি হত ভেবে পাচ্ছি না।'

ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি-১ নম্বর বিএফপি স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা ভাস্বতী সিংহ রায় লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি বিধানসভার ৭৮ নম্বর পোলিং পার্টির সেকেন্ড পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যায় ভাস্বতী ছাড়া ওই দলে বাকি সকলেই পুরুষ। বিষয়টি জেলা নির্বাচনি কার্যালয়ের পোলিং পার্সোনাল সেলের নজরে আনার পর তাঁকে নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। সেই সুবাদে তাঁর দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ যেমন হয়নি, তেমনই ভোটকর্মী হিসেবে প্রাপ্য ভাতার টাকা পাননি। এদিন তিনিও শোকজ লেটার হাতে পেয়েছেন।

জলপাইগুড়িতে অসন্তোষ

২০৫ আধিকারিককে

প্রথম পাতার পর

দার্জিলিংয়ের ২, কালিম্পংয়ের ২, মালদার ৭, উত্তর দিনাজপুরের ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ২ জন।

জমির কারবারের পাশাপাশি বালি পাচার ও বেআইনি পাথর খাদানে মদতের অভিযোগ উঠেছিল, ভূমি দপ্তরের বিরুদ্ধে। দপ্তরের ৩৯ জন অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কোনও অনৈতিক কাজে এতদিন লাগাম পরেনি। এতে দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের পাশাপাশি তাঁর দলের লোকেরাই যে যুক্ত, তা বেআব্রু করেছেন খোদ মমতা।

এই দুর্নীতির জন্য উত্তরবঙ্গে লোকসভা ভোটেও তৃণমূলকে মানুষ অপছন্দ করেছেন বলে তিনি মনে করছেন। এরপরেই শুরু হয়েছে দলে ও প্রশাসনে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। যদিও শেষপর্যন্ত কতটা শুদ্ধিকরণ হবে, তা নিয়ে জল্পনা আছে। কেন না, শিলিগুড়ির কাউন্সিলারদের একাংশের বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল করে রাখার প্রমাণ পেলেও এখনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন।

চোপড়া কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

বরং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ঠিক করা।'

নির্যাতিতার বয়ান নিয়ে প্রথম থেকেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। বিরোধী শিবিরের স্থানীয় নেতাদের কথায়, যাঁরা মারধর করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সাহস কুলোতে না পেরে নির্যাতিতা ভাইরাল ভিডিও নিয়ে পড়েছেন। সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক বলছেন, 'অন্যায়ের একটা ভিডিও আমাদের রাজ্য সম্পাদক শেয়ার করেছিল। এতেই পুলিশ মামলা করেছে।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক ভবেশ করের ব্যাখ্যা, 'ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই শাসকদল ও স্থানীয় প্রশাসন মহিলাকে চাপে ফেলে এ ধরনের অভিযোগ করিয়েছেন।'

তৃণমূল অবশ্য এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের যুক্তি, 'এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগতভাবে মামলা করেছে। এ বিষয়ে জানিও না।'

সিকিমের বাঘ কি নেওড়া ভ্যালিতে, ছবিতে চর্চা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই : পৃথক পৃথক ছবিতে একটাই বাঘ বলে দাবিদার ভুটান ও সিকিমের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ল পশ্চিমবঙ্গও। দিনকয়েক আগে সিকিম ও ভুটানের বন দপ্তরের মধ্যে নিজেদের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওঠা একই ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। একই বাঘকে সিকিম ও ভুটানের জঙ্গলে দেখা গিয়েছিল বলে বাঘের ডোরা মিলিয়ে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু সিকিম ও ভুটানের ট্রাই জংশন পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে গত সাত বছরে বেশ কয়েকবার বাঘের ছবি উঠেছে। এবার সিকিম রাজ্যের প্যাঙ্গোলাখা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কর্তৃপক্ষকে গরুমারা জাতীয় উদ্যান থেকে বাঘের ছবি পাঠানো হল। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতীপ সেন বলেন, 'সিকিম ও ভুটানের বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওঠা বাঘের ছবির সঙ্গে নেওড়ার বাঘের ডোরার মিল আছে বলে আমরা মনে করছি। সিকিম বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি।'

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলাফেরা করতে পারে বাঘ। ২০১৮ সাল থেকে নেওড়া ভ্যালির আড়াই হাজার ফুট উচ্চতা থেকে দশ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে গত ৭ বছরে প্রায় ২৪টি বাঘের ছবি উঠেছে বলে বন্যপ্রাণ বিভাগের দাবি। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে উঠেছে সেই ছবি। কখনও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির হাড় হিম করা ঠান্ডার মধ্যে বাঘের ছবিগুলি নেওড়ায় উঠেছিল।

২০১৭ সালে প্রথম আনমোল ছেত্রী নামে এক গাড়ির চালক নিজের মোবাইল ফোনে লাভার কাছে একটি বাঘের ছবি তোলার পর শোরগোল পড়ে যায়। তারপরেই নেওড়ায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসায় গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। দফায় দফায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নেওড়ায় ২৪টি বাঘের ছবি ওঠে। এমনকি জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার এক বিশেষ টিম নেওড়ায় ২০১৯ সালে সমীক্ষা করে ট্র্যাপ ক্যামেরা পেতে বাঘের ছবি পায়। তাদের গবেষণাপত্রে নেওড়ায় বাঘ আছে বলে তথ্য প্রকাশ করা হয়। এমনকি বিভিন্ন সময়ে নেওড়ায় বাঘ শুমারি করে বাঘের মল, পায়ের ছাপ, গাছে নখের আঁচড় নমুনা প্রমাণ হিসেবে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

নেওড়ার রাচেলা ডান্ডা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায় এই এলাকা একদিকে ভুটান অন্যদিকে সিকিম সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। ভুটানের তোর্ষা স্ট্রিক্ট রিজার্ভ ফরেস্ট এবং সিকিমের প্যাঙ্গোলাখা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে। হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর করিডর এলাকা রাচেলা ডান্ডা। ফলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় এই আন্তর্জাতিক সীমান্তে বন্যপ্রাণীরা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলাচল করে। হয়তো তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির কারণে বাঘ ভুটান, সিকিম ও বেঙ্গলের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে চলাচল করে থাকতে পারে বলে বন দপ্তরের ধারণা।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, 'বাঘ সাধারণত রাতের দিকেই চলাফেরা করে। ২৫০ থেকে ৩০০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত চলাফেরা করে যদি যাতায়াতের পথে বাঘের খাবারের জোগান থাকে। এখন দেখতে হবে সিকিম, বেঙ্গল ও ভুটানের জঙ্গলে একই ডোরার বাঘ চলাচল করেছিল কি না। তাহলে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে নেওড়ার বাঘ সংরক্ষণে।'

নেওড়া ভ্যালিতে বাঘের অস্তিত্বের প্রমাণ। গত ৭ বছরে বিভিন্ন সময় ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওঠা ছবি। সৌজন্যে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

তিস্তার জলবণ্টনে

প্রথম পাতার পর

তার ওপর ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে না জানিয়েই ফরাক্কা চুক্তির নবীকরণ করাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অবশ্য দাবি, রাজ্য সরকারের তৎপরতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে নিকাশি ব্যবস্থা ইতিমধ্যে ভালো হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আগে প্রতিবছর করলা নদীর জলে জলপাইগুড়ি শহর ভাসত। ২০ কোটি টাকা খরচ করে আমরা প্রকল্প করেছি। তাতে পরিস্থিতি অনেক ভালো হয়েছে।'

মমতা বলেন, 'গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, তপন ইত্যাদি এলাকায় বর্ষায় প্রায়ই আগে এক কোমর জল হত। এ বছর পরিস্থিতি কিছুটা ভালো।'

ভুটানের জলে বারবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি শহর ভাসে জানিয়ে মমতার সাফাই, 'এজন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আমরা রেহাই পাচ্ছি না। তবে, জাতীয় সড়কে ধস নামলে আমাদের দ্রুত সেই খবর কেন্দ্রীয় সরকারকে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া কিছু করণীয় নেই। সেটা ওদের কাজ।'

খেলায় আজ

২০১৭ : ১৩ বছর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে কাটানোর পর ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ওয়েন রুনি। ফিরে গেলেন পুরোনো ক্লাব এভার্টনে।

সেরা অফবিট খবর

আমন্ত্রিত বেকসও

১২ জুলাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট। তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে নেমতন্ন পেলেন ডেভিড বেকহ্যাম ও তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়াও। ইউনিসেফের গুডউইল শুভেচ্ছাদূত হিসেবে সেই সময় তাঁরা ভারতেই থাকবেন।

ভাইরাল

পাত্রী কি বলিউডের

দিল্লি-মুম্বইয়ে সংবর্ধনা শেষে কুলদীপ যাদব ফিরেছেন নিজের শহর কানপুরে। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন খুব দ্রুত বিয়ে করতে চলেছেন। তারপর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে ধাওয়া করেছে একটা প্রশ্ন। অনেকেই জানতে চাইছেন পাত্রী বলিউডের কেউ কিনা। উত্তরে কুলদীপ বলেছেন, 'কোনও নায়িকাকে বিয়ে করছি না। এমন একজনকে বিয়ে করব যিনি আমার ও আমার পরিবারের খেয়াল রাখবেন।'

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এবার কোপা আমেরিকায় একটি দেশ প্রথমবার খেলতে এসেই সেমিফাইনালে উঠেছে। কী নাম দেশটির?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জর্ডন পিকফোর্ড, ২. টানা ৮ বার।

সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, দেবাদৃত সরকার, যতীন শর্মা।

মাঠে ময়দানে

গিলের ব্যাটে বাজিমাত অভিষেকের

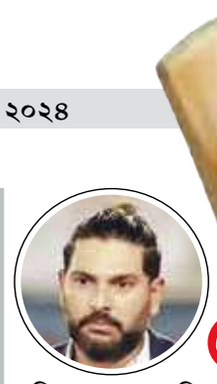

অভিষেকের প্রাপ্য ছিল। দারুণ খেলেছ। তোমার জন্য গর্বিত। সবে শুরু আরও এই রকম ইনিংস অপেক্ষা করছে।

যুবরাজ সিং

সবকিছুই যুবরাজ সিংয়ের জন্য। শুধু আমার ক্রিকেট, ব্যাটিং নিয়ে নয়, মাঠের বাইরেও আমাকে গড়ে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম, ঘাম ঝরিয়েছেন।

অভিষেক শর্মা

হারারে, ৮ জুলাই : শূন্য দিয়ে শুরু। দ্বিতীয় ম্যাচেই একশো। স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। আইপিএলে তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিং চমকে দিয়েছিল। চমক এবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে।

৪৬ বলে সেঞ্চুরি। 'লো প্রোফাইল' ভারত-জিম্বাবোয়ে সিরিজে প্রাণের সঞ্চার অভিষেক শর্মার হাত ধরে। দুরন্ত শূন্য হোক বা সেঞ্চুরি, কখনও আস্থা হারাননি যুবরাজ। ম্যাচের পর অভিষেক বলেছেন, 'সবকিছুই ওঁর জন্য। শুধু আমার ক্রিকেট, ব্যাটিং নিয়ে নয়, মাঠের বাইরেও আমাকে গড়ে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম, ঘাম ঝরিয়েছেন।' শতরানের পরই ফোন করেন 'গুরু'-কে। যুবরাজ বলেছেন, 'তোমার প্রাপ্য ছিল। দারুণ খেলেছ। তোমার জন্য গর্বিত। সবে শুরু আরও এই রকম ইনিংস অপেক্ষা করছে।'

শনিবার প্রথম ম্যাচে শূন্যতে আউটের পরও যুবরাজকে ফোন করেছিলেন। ছাত্রকে নিরুৎসাহী করেননি। যে প্রসঙ্গে অভিষেকের মন্তব্য, 'শনিবারও ফোন করেছি। আমি শূন্যতে আউটের পরও কেন উনি খুশি ছিলেন, বুঝতে পারিনি। বলেন, ভালো শুরু করেছ। তোমার যে ব্যাটিংয়ের নেপথ্যে নাকি শুভমান গিলের ব্যাট! যখনই সময় খারাপ যায়, বন্ধু শুভমানের ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। এজ গ্রুপ থেকে চলে আসা বিশ্বাসের সুফল গতকালও বজায় ছিল।

মাঠে নামার আগে শুভমানের থেকে ব্যাট চেয়ে নেন অভিষেক। আর সেই ব্যাটেই ঝড়। ৮টি ছক্কা, ৭টি চার-আতশি ইনিংসে প্রচারের আলো কেড়ে নেওয়া অভিষেক কৃতজ্ঞতা জানালেন মেন্টর, কোচ যুবরাজ সিংকেও।

ম্যাচ শেষে হারারের মাঠ থেকেই যুবরাজ সিংকে ভিডিও কল অভিষেক শর্মার।

পরিবারের মতো আমিও খুশি, গর্বিত।'

প্রকৃত খুশির মুহূর্তটা রবিবার নিজের হাতে শুভমানের ব্যাট নিয়ে তৈরি করেন অভিষেকের কথায়, 'স্পেশাল থ্যাঙ্কস শুভমানকে। একেবারে সময়মতো আমাকে ওর ব্যাট দিয়েছে। আমার এবং টিমের জন্য এই ইনিংসটা দরকার ছিল। ব্যাটের গল্পটা অনূর্ধ্ব-১৪ থেকে চলছে। আইপিএলের সময়ও নিয়েছি। যখনও ওর ব্যাট নিয়ে খেলি, সফল হই। এদিনও।'

শুভমান অবশ্য সহজে ব্যাট দিতে চান না। যখন দেখেন, বন্ধুর সত্যিই দরকার। তখনই ব্যাট ধার দেন! অভিষেক বলেছেন, 'চাইলে ব্যাট পাব এমনটা নয়। ও কিছুতে দেবে না। যখন দেখে সমস্যা কাটছে না। চাপে আছি, তখনই দেয়। অনেকটা শেষ বিকল্প বলতে পারেন। ঘুরে দাঁড়াতে ওর ব্যাট ব্যবহার করি। গতকালের পরিস্থিতিও আমার, দলের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর ছিল।'

বিগহিটের ক্ষমতার পিছনে স্বয়ং অভিষেকের বাবা! ছেলেকে বরাবরই বড় শট মারার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছেন। ফল সবার চোখের সামনে। অভিষেক বলেন, 'ছোট থেকে বাবা আমাকে বড় শট মারার কথা বলতেন। আরও বলতেন, যদি উঁচু শট খেলো, তা যেন সীমানার বাইরে যায়।'

শেষ তিন ম্যাচে দলে যশস্বী-সঞ্জুরা

এদিকে, শেষ তিন ম্যাচের জন্য দলে যোগ দিচ্ছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে থাকা যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে। বুধবার তৃতীয় ম্যাচের প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। অভিষেকের শতরানের পর ওপেনিং জুটি কী হবে? রিয়ান পরাগ দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। ধ্রুব জুরেলও।

আরও সুযোগ দেওয়ার চাপ থাকবে। হেডকোচ ভিভিএস লক্ষ্মণরা কী পদক্ষেপ করেন, সেদিকে চোখ থাকবে। টিম সূত্রের খবর, বুধবার তৃতীয় ম্যাচে যশস্বীদের বিশ্রাম দিয়ে শেষ দুই ম্যাচের জন্য ভাবা হতে পারে।

ছেলের শতরান দেখে উচ্ছ্বাস বাবা রাজকুমার শর্মার।

অভিষেক শর্মার উত্থান ভারতের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে তৈরি করেছে স্বস্তির মাথাব্যথা।

যশস্বী এলে কী হবে, প্রশ্ন ফ্লাওয়ারের

ছক্কার অভ্যাস ছেড়ো না, বলেন অভিষেকের বাবা

শুভমান অধিনায়ক হওয়ায় সুবিধাও হয়েছে অভিষেকের। অনূর্ধ্ব-১৪ থেকে দুইজনে ওপেন করছে। এখন ভারতীয় দলে। আমার কথাটা লিখে রাখুন, বিস্ফোরক ওপেনিং জুটি হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে ভারতকে প্রচুর ম্যাচও জেতাবে। -রাজকুমার শর্মা (অভিষেকের বাবা)

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : রোহিত শর্মা টি২০ ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অবসর গ্রহে বিরাট কোহলিও। ওপেনিংয়ে একাধিক শূন্যস্থান। যদিও লড়াইয়ে লম্বা লাইন। শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়...। তালিকায় নবতম সংযোজন অভিষেক শর্মা।

সিরিজের শেষ তিন ম্যাচে যশস্বী যোগ দিচ্ছেন। তখন ওপেনিং জুটি কী হবে? দ্বিতীয় ম্যাচে অভিষেকের দুরন্ত শতরানের পর সেই প্রশ্নটাই ছুড়ে দিয়েছেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার।

জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি ক্রিকেটারের মতে, পালাবদলের পর্বে ভারতীয় দল। ফলস্বরূপ জয়সওয়াল বনাম অভিষেক আকর্ষণীয় যুদ্ধের হাতছানি! বলেছেন, 'জয়সওয়াল দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর নির্বাচকরা, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কী করে, তা দেখার জন্য সবাই তাকিয়ে। ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হতে চলেছে। হাতে এরকম একঝাঁক বিকল্প, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য দারুণ ব্যাপার।'

অভিষেকের মারকাটারি ইনিংস নিশ্চিতভাবেই দ্বিধায় ফেলেছে ম্যানেজমেন্টকে। বছর তেইশের তরুণের পাওয়ার হিটিংয়ের ক্ষমতাকে অস্বীকার সহজ নয়। বিশেষত, দলের থিংকট্যাংকে এমন দুজন রয়েছেন, যাঁরা অভিষেকের ক্ষমতা, দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

একজন অধিনায়ক শুভমান গিল। বন্ধু ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর অভিষেককে প্রথম ফোনটা করেছিলেন শুভমানই। দ্বিতীয়জন হেডকোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ, যিনি কিনা অভিষেকের আইপিএল টিম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহকারী কোচ। ছেলের সাফল্যে গর্বিত বাবা রাজকুমার শর্মার মুখেও দুইজনের কথা।

প্রথম ম্যাচে ৪ বলে শূন্যের পর মনমরা ছিলেন। ছক্কা মারার ঘোরে উইকেট উপহার মানতে পারছিল না। বাবা রাজকুমারই বোঝান, বিগহিটের ক্ষমতাই ভারতীয় দল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ব্যাটিং স্টাইলে তাই কখনোই পরিবর্তন করা উচিত নয়। নিজের সহজাত খেলাই উচিত।

শুভমান-লক্ষ্মণ প্রসঙ্গে বলেন, 'শনিবারের ম্যাচের পর শুভমান, কোচ-সাবও কথা বলেন। লক্ষ্মণ স্যর বোঝান, 'আইপিএলে তুমি বিশ্বসেরা বোলারদের পিটিয়েছ। আইপিএল ম্যাচ মনে করে, সময় নিয়ে নিজের খেলাটা খেলো। তাহলে তোমাকে কেউ থামাতে পারবে না।'

দুই বন্ধুর জুটি নিয়েও বড় ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন রাজকুমার শর্মা। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেন, 'শুভমান অধিনায়ক হওয়ায় সুবিধাও হয়েছে অভিষেকের। অনূর্ধ্ব-১৪ থেকে দুইজনে পাঞ্জাবের হয়ে ওপেন করছে। এখন ভারতীয় দলে। আমার কথাটা লিখে রাখুন, বিস্ফোরক ওপেনিং জুটি হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে ভারতকে প্রচুর ম্যাচও জেতাবে।'

বিশ্বকাপ জিতে দ্রাবিড়-রোহিতরা পেলেন পাঁচ কোটি

আইসিসি চেয়ারম্যানের দৌড়ে জয়?

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : তিনি এখনও কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর মনের মধ্যে ঠিক কী চলছে, জানা নেই কারও। কিন্তু তারপরও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-কে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই।

জল্পনা জয়ের আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়া নিয়ে। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি। শেষ চার বছর ধরে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তিনি। আরও এক বছরের মেয়াদ বাকি রয়েছে বার্কলের। এমন অবস্থার মধ্যেই আচমকা জয়ের নাম ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে সামনে এসেছে প্রবলভাবে। জানা গিয়েছে, ১৭-১৮ জুলাই কলম্বোয় আইসিসি-র বার্ষিক কনফারেন্স রয়েছে। সেই বৈঠকেই জয়ের আইসিসি চেয়ারম্যান পদে যাওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, বার্বাডোজে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া যেদিন রাতে টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়, সেদিনই সেখানে হাজির সব ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আইসিসি-র ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যার দ্বিতীয় পর্ব, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হতে চলেছে কলম্বোয় আইসিসির বার্ষিক কনফারেন্সে।

বিসিসিআই সচিবের দায়িত্ব সামলানোর পাশে জয় আপাতত এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন। বোর্ড সচিব জয় যদি শেষ পর্যন্ত আইসিসি নিয়ে আগ্রহী হন, তাহলে এই দুই পদই তাঁকে ছাড়তে হবে। বিসিসিআইয়ের অন্দরের গুঞ্জন, জয় আইসিসি থেকে চলে গেলে বর্তমানে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল নয়া সচিব হতে পারেন। শুধু তাই নয়, ১৭-১৮ জুলাই কলম্বোয় আইসিসি-র বৈঠকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হতে চলেছে। নভেম্বরে (দিন চূড়ান্ত হয়নি) বার্কলের উত্তরসূরি হিসেবে যদি জয় আইসিসি-র শীর্ষ পদে বসেন, তাহলে তাঁকে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে কিনা। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের দাবি, জয় যদি রাজি থাকেন, তাহলে আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য তাঁকে হয়তো নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে না। বিসিসিআই সচিব নিজে কী চাইছেন, সেটা স্পষ্ট হলেই বাকি জল্পনাও শেষ হয়ে যাবে।

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অপরাজিত থেকে দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় দলের জন্য মোট ১২৫ কোটি টাকা পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডে থাকা ১৫ জন ক্রিকেটারই ৫ কোটি টাকা করে পাবেন। রোহিত, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াদের পাশে বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ না খেলা সঞ্জু স্যামসন, যযুবেন্দ্র চাহালও সমপরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও পাচ্ছেন ৫ কোটি। তাঁর সহকারী কোচদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আড়াই কোটি। দলের সাপোর্ট স্টাফরা পাচ্ছেন ২ কোটি করে। রিজার্ভে থাকা রিঙ্কু সিংদের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি। অজিত আগরকার সহ পাঁচ জাতীয় নির্বাচকও ১ কোটি টাকা করে পাচ্ছেন বলে খবর।

পুরস্কার বণ্টন

- কোচ রাহুল দ্রাবিড় পাচ্ছেন ৫ কোটি টাকা।
- টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডে থাকা ১৫ জন ক্রিকেটারই ৫ কোটি টাকা করে পাবেন।
- সহকারী কোচদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আড়াই কোটি টাকা করে।
- রিজার্ভে থাকা প্রত্যেক ক্রিকেটার পাবেন ১ কোটি।

৫২ বছর পূর্ণ করলেন। এবার তিনি জন্মদিন পালন করলেন লন্ডনে। জন্মদিনে সৌরভকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছবি পোস্ট করেছেন স্ত্রী ডোনা। স্ত্রীয়ের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছবি দিয়ে সৌরভ রসিকতা করেছেন, 'লন্ডনে আরও এক বছর বয়স কমে যাওয়া উদযাপন করছি।'

সোমবার জন্মদিন ছিল শিবশংকর পালেরও। তাঁর অ্যাকাডেমিতে এদিন সায়নী ঘোষকে দিয়ে বোলিং মেশিনের উদ্বোধন করালেন।

মুম্বইয়ে নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম

মুম্বই, ৮ জুলাই : ওয়াংখেড়ে, ব্র্যাবোর্ন, ডিওয়াই পাতিলের পর মুম্বইয়ে আরও একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম হতে চলেছে বলে খবর। মূল মুম্বই শহরের অদূরে থানে জেলায় এই স্টেডিয়াম হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে আজ। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা ইতিমধ্যেই ৫০ একর জমি চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারের কাছে সেই জমির জন্য আবেদনও করেছে বলে খবর। অন্তত ১ লক্ষ দর্শকাসন বিশিষ্ট স্টেডিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। মনে করা হচ্ছে, দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জিতে রোহিত শর্মারা দেশে ফেরার পর মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নিয়ে যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, তা দেখার পরই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা ১ লক্ষ দর্শকাসনের স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করে ফেলেছে। মজার কথা হল, দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বই যখন চার নম্বর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে, তখন কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্স ছাড়া আর কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নেই। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা বছর খানেক আগে কলকাতার অদূরে রাজারহাটে রাজ্য সরকারের থেকে জমি পেয়েছিলেন বলে খবর হয়েছিল। সেই জমির বর্তমানে কী অবস্থা, ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির জন্য সিএবি কর্তারা কোনও পরিকল্পনা শুরু করেছেন কি না, কিছুই কারও জানা নেই।

দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারে গর্বিত অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ৮ জুলাই : ২১ বছর আগে যে লর্ডসে খেলেছিলেন প্রথম টেস্ট, বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেখানেই নামতে চলেছেন জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচে। তার আগে আবেগপ্রবণ জেমস অ্যান্ডারসনের মন্তব্য, 'মনে হয় যেন বল করেই যাই, যেভাবে এতদিন করে এসেছি। কিন্তু জানি আজ না হয় কাল একদিন থামতেই হবে।' দুই দশকেরও বেশি দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারে নিয়েছেন ৭০০টি উইকেট। জোরে বোলারদের মধ্যে যা সবাধিক। এগিয়ে শুধু শেন ওয়ার্ন (৭০৮ উইকেট) এবং মুথাইয়া মুরলীধরন (৮০০ উইকেট)। অবসরের আগে অ্যান্ডারসন বলেছেন, '৪২ বছর বয়সেও ১৮৮তম ম্যাচ খেলতে নামছি। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গর্বের বিষয়। মাত্র একটি ম্যাচ বাকি। কিন্তু তারপরও ট্রেনিংয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

নিজেই জানালেন ক্রিকেট ছাড়া জীবন কেমন হবে তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন, 'আমাকে এটা মেনে নিতেই হবে। নিজেকে বুঝিয়েছি। শেষ কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা অন্যরকম ছিল। তবে চেষ্টা করেছি এটা নিয়ে বেশি না ভাবার।'

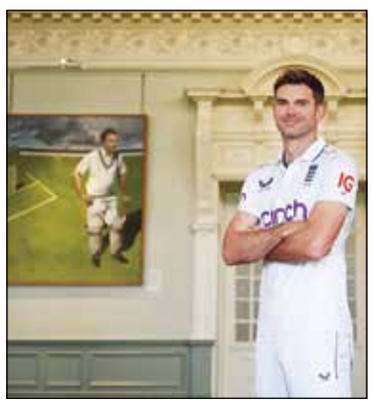

লর্ডসের লং রুমে জেমস অ্যান্ডারসন।

কেরিয়ার নিয়ে সম্পর্কে বলেছেন, 'আর কোনও অভিযোগ নেই, কোনও অনুতাপও নেই। নিজের কেরিয়ার নিয়ে খুব খুশি আমি।' ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট বরাবর উপভোগ করলেও অবসরের পর খেলবেন কি না তা এখনও ঠিক করেননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্বে জয়সূর্য

কলম্বো, ৮ জুলাই : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের কঠিন সময়ে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সনৎ জয়সূর্য। চলতি মাসের শেষে দেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ ও অগাস্টের মাঝামাঝি সময় থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার ইংল্যান্ড সফরের সময় কোচের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। অতীতে কখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিং করাননি জয়সূর্য। যদিও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের পরামর্শদাতা ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অতীতে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। শেষ কয়েক বছর ধরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বেহাল দশা। সাফল্য শব্দটাই মুছে গিয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট থেকে। আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সিইও অ্যাশলে ডি সিলভা জানিয়েছেন, জয়সূর্য আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব সামলাবেন। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর ক্রিস সিলভারউড দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। আপাতত জয়সূর্য নয়া দায়িত্বে এলেন।

রোহিতকে বিশ্বকাপ 'উৎসর্গ' কুলদীপের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বিয়ের পিঁড়িতে নাকি বসতে চলেছেন কুলদীপ যাদব।

বিশ্বকাপ জয়ী তারকাকে ঘিরে এমনই খবর ঘুরপাক খাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। পাত্রী কে হতে চলেছেন, তা নিয়েও বিস্তর জল্পনা। একাংশের দাবি, কোনও বলিউড নায়িকার সঙ্গে মালাবদল সারতে চলেছেন ভারতের চায়নাম্যান স্পিনার। বিয়ে প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুলেছেন কুলদীপ। জানিয়েছেন, শীঘ্রই বিয়ে করতে চলেছেন। তবে পাত্রী কোনও অভিনেত্রী নন। ইঙ্গিত, ঘরোয়া মেয়েই নাকি পছন্দ, যে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের যত্ন নিতে রাজি হবেন।

মনজুড়ে অবশ্য এখনও বিশ্বকাপ জয়ের আবেশ এবং রোহিত শর্মা। অধিনায়ককে কাপ উৎসর্গ করে কুলদীপের দাবি, কাপটা রোহিতের জন্যই। প্রতিটি টিম মিটিংয়ে রোহিতের পেপটক দলকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ব্যাটিংয়ের সময় হোক বা নেতৃত্ব, রোহিতের ইনটেন্ট তাঁতিয়েছে বাকিদেরও।

> ফাইনালে বিরাটভাই ৭০ প্লাস রান করেছে। ম্যাচের সেরাও। আমি নিশ্চিত টি২০ কেরিয়ার নিয়ে খুশি হবে ও। রোহিত ভাইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাদেজাও। বছরের পর বছর দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছে।
>
> **কুলদীপ যাদব**

কুলদীপ বলেছেন, 'যেভাবে পরিকল্পনা করেছে, যেভাবে দলকে ভালোবেসেছে, বিশ্বকাপটা রোহিতেরই। টিম মিটিংয়ে তাগিদটা সবসময় ফুটে উঠত ওর মধ্যে থেকে। মাঠেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ব্যাটে হাতে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বও সামলেছে। ট্রফিটা তাই ওর জন্যই।'

রোহিতের সঙ্গে বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা- তিনজন ফাইনালের পর টি২০-কে বিদায় জানিয়েছেন। কুলদীপের কথায়, 'ফাইনালে বিরাটভাই ৭০ প্লাস রান করেছে। ম্যাচের সেরাও। আমি নিশ্চিত টি২০ কেরিয়ার নিয়ে খুশি হবে ও। রোহিত ভাইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাদেজাও। বছরের পর বছর দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছে।'

মাঝে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও মুম্বইয়ে হুডখোলা বাসযাত্রার ঘোর এখনও কাটেনি। কুলদীপ বলেছেন, 'সারাজীবন মনে রাখব। সবকিছু অবাস্তব মনে হচ্ছিল। প্রথমবার এরকম ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার। ২০০৭ বিশ্বকাপ জেতার পর কেরিয়ারের শুরুতেই রোহিত ভাইয়ের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।'

স্বপ্নের তিকিতাকা নাকি এমবাপেদের আগ্রাসন?

সেমিফাইনালের আগে শেষ প্রস্তুতিতে কিলিয়ান এমবাপে (বাঁয়ে) ও লামিনে ইয়ামাল।

মিউনিখ, ৮ জুলাই : এ যেন এক মহাযুদ্ধ। একদিকে তারুণ্যের জোয়ারে গোটা প্রতিযোগিতাজুড়ে স্বপ্নের ফুটবল খেলা স্পেন, অন্যদিকে আহামরি ফুটবল না খেলেও শেষ চারে উঠে আসা ফ্রান্স। এই মহাযুদ্ধের শেষটা কী হবে কেউ জানে না। তবে ফুটবলদেবতা বোধহয় চিত্রনাট্য কিছুটা অন্যরকমভাবেই লিখেছেন। সেজন্য হয়তো আর কয়েকটা দিন পরে যিনি স্প্যানিশ ক্লাব ফুটবল মাতিয়ে রাখবেন, সেই ফরাসি মহাতারকা কিলিয়ান এমবাপেকে স্পেনের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছেন।

এই ম্যাচের মূল আকর্ষণ কিন্তু দুই দলের মাঝমাঠের লড়াই। ফ্যাবিয়ান রুইজ, রড্রি, লামিনে ইয়ামালদের 'তিকিতাকা ফুটবল' মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০৮-'১২ সালের অপ্রতিরোধ্য স্প্যানিশ ব্রিগেডকে। জামানির বিরুদ্ধে চোট পাওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন স্প্যানিশ মিডিও পেদ্রি। তবে লুইস ডে লা ফুয়েন্তের হাতে বিকল্পের অভাব নেই। মিকেল মেরিনো, ড্যানি ওলমোর মতো একাধিক মিডফিল্ডার রয়েছে। তাই মাঝমাঠ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন স্প্যানিশ কোচ। তবে তাঁকে চিন্তায় রেখেছে ডিফেন্স। কার্ড সমস্যায় দুই ডিফেন্ডার রবিন লে নরমান্ড ও ড্যানি কার্ভাহালকে পাবেন না। তাই এমবাপে-ওসমানে ডেম্বেলে-আতোয়াঁ গ্রিজম্যান সমৃদ্ধ ফরাসি আক্রমণভাগকে আটকাতে 'বহু যুদ্ধের নিঃশব্দ নায়ক' নাচো ফার্নান্ডেজই তুরুপের তাস। তবে আক্রমণভাগ নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। স্প্যানিশ ফুটবলের দুই 'বিস্ময় প্রতিভা' ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসের যুগলবন্দিতে শেষ চারে বাজিমাত করতে চায় 'লা রোহা'। কোচ ফুয়েন্তে তো বলেই দিয়েছেন, 'আমার ছেলেরা জয়ের জন্য ক্ষুধার্ত। দলের প্রতি ওদের দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'কঠোর পরিশ্রম করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। ছেলেরা যদি নিজেদের সবটা উজাড় করে দেয়, তার ফল পাবেই।'

অন্যদিকে ফরাসি শিবিরের পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। দলের প্রাণভোমরা এমবাপে ছন্দহীন। অধিনায়কের পাশাপাশি দলটাকেও কেমন অগোছালো লাগছে। তাদের সেই আগ্রাসী ফুটবল এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। চলতি ইউরো কাপে ফ্রান্সের খেলা দেখে কেউ বলবে না, এরা শেষ আট বছরে দুইটি বিশ্বকাপ ও একটি ইউরো কাপ ফাইনাল খেলেছে। তাই শেষ চারে উঠলেও দলের পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। এতকিছুর পরেও ফ্রান্সের বাজি সেই এমবাপে। স্পেনের 'তিকিতাকা ফুটবল'-কে ধ্বংস করতে ফরাসি মহাতারকার ওপরই ভরসা রাখছে 'দ্য ব্লুজ'। কোচ দিদিয়ের দেশঁ পরিষ্কার বলেছেন, 'এমবাপে ১০০ শতাংশ সুস্থ না থাকলেও স্পেনের বিরুদ্ধে খেলবে।' দলের পারফরমেন্স নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন তিনি। বরং ফরাসি কোচ বলেছেন, 'সেমিফাইনালে ওঠাটা আমার দলের জন্য গর্বের। আমরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই। আমাদের এই ম্যাচ জিততে হবে।' ফরাসি মাঝমাঠের বড় ভরসা বর্ষীয়ান মিডিও এন'গোলো কান্তে। চলতি ইউরো কাপে তাঁর পারফরমেন্স আশা জুগিয়েছে ফ্রান্সকে। পাশাপাশি অরিলিয়েন চৌয়ামেনি, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা, মার্কাস থুরামের মতো মিডিও ফ্রান্সের হাতে রয়েছে। আলভারো মোরাতা, ইয়ামালদের আটকাতে ডায়োট উপামেকানো, থিও হার্নান্ডেজরা বড় ভরসা দেশঁর। তবে এতকিছুর পরেও ফরাসি শিবিরের আশা, সঠিক সময়ে জ্বলে উঠে দলকে জেতাবেন এমবাপে।

প্লাতিনির ম্যাজিক

১৯৮৪ সালের ইউরো কাপের ফাইনালে প্রথমবার বড় টুর্নামেন্টে দেখা হয় ফ্রান্স ও স্পেনের। ৫৭ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে মিশেল প্লাতিনি ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন। লুইস আরকোনাদার হাতের ফাঁক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। ৯০ মিনিটে ব্রুনো বেল্লোনের গোলে ফ্রান্স প্রথমবার ইউরোপ সেরা হয়। ১৯৮৪ সালের ইউরোতে প্লাতিনি ৯ গোল করেছিলেন। যা ইউরোর একটি সংস্করণে সর্বাধিক।

দুরন্ত জোরকায়েফ

২০০০ সালে দ্বিতীয়বার ইউরো কাপ জয়ের পথে কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনকে ২-১ গোলে হারায় ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে জিনেদিন জিদানের ফ্রি কিকে এগিয়ে যান ব্লুজরা। গাইজকা মেনদিয়েতা সমতা ফিরিয়েছিলেন। ৪৪ মিনিটে ইউরি জোরকায়েফের দুরন্ত গোল ফ্রান্সের কাপভাগ্য নিশ্চিত করে। সেবার ফ্রান্সের অধিনায়ক ছিলেন বর্তমান কোচ দিদিয়ের দেশঁ।

জিদানের শেষ সুযোগ

স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের দাপট ২০০৬ সালের বিশ্বকাপেও বজায় থাকে। গ্রুপে দুর্দান্ত খেললেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ১-৩ গোলে হারে স্পেন। অথচ ২৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দাভিদ ভিয়া স্পেনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৪১ মিনিটে কেরিয়ারের প্রথম গোলে সমতা ফেরান ফ্রাঙ্ক রিবেরি। ৮৩ মিনিটে প্যাটট্রিক ভিয়েরা ও অতিরিক্ত সময়ে জিদানের গোল ফ্রান্সকে শেষ আটে তোলে। পরে রানার্স হয়ে ফুটবলকে বিদায় জানান জিদান।

স্পেনের প্রথম জয়

হারের হ্যাটট্রিক কাটিয়ে ২০১২ সালের ইউরোতেই ফ্রান্সকে প্রথমবার হারায় স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা জেতে ২-০ গোলে। স্পেনের জার্সিতে শততম ম্যাচে উজ্জ্বল হয়ে থাকেন জাভি অলন্সো। ১৯ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে অলন্সোর গোলে স্পেনের জয় নিশ্চিত হয়। ২০০৮ সালের ইউরো, ২০১০-এর বিশ্বকাপের পর ২০১২ সালের ইউরোতেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্প্যানিশ আর্মাডা ত্রিমুকুট ঘরে তোলে।

সেরা পাঁচ দ্বৈরথ

নেশনস লিগের ফাইনালে বিতর্ক

বড় টুর্নামেন্টে দুই দলের শেষ দেখা হয়েছিল তিন বছর আগে নেশনস লিগের ফাইনালে। দুই মিনিটের ব্যবধানে স্পেনের মিকেল ওয়ারজাবাল ও ফ্রান্সের করিম বেঞ্জিমার গোলে ম্যাচ জমে ওঠে। স্প্যানিশ গোলকিপার উনাই সিমোনের মাথার উপর দিয়ে ৮০ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের বিতর্কিত গোলে খেতাব জেতে ফ্রান্স। স্পেনের দাবি ছিল, এমবাপে অফসাইডে ছিলেন। যদিও ভিএআর মাঠের রেফারির সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেন।

অ্যালেক্সিসের চোখে পশু এমিলিয়ানো

গোল পোস্টের নীচে আবার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। সোমবার।

নিউ জার্সি, ৮ জুলাই : ম্যাচ টাইব্রেকারে গেলেই কি এমিলিয়ানো মার্টিনেজের বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয়? আলোচনা চলতেই পারে। দুই বছর আগে ডিবুর (এমিলিয়ানোর ডাকনাম) হাত আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিল। চলতি কোপা আমেরিকায় কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জোড়া কিক বাঁচিয়ে আর্জেন্টিনাকে সেমিফাইনালের টিকিট এনে দেন এমি। শেষ চারে কানাডার বিরুদ্ধে নামার আগে দলের তারকা গোলকিপারে মজে রয়েছেন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।

সেমিফাইনালে ডিবুর পারফরমেন্সের উপর আর্জেন্টিনার ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করবে। যা মাথায় রেখে ম্যাক অ্যালিস্টার বলেছেন, 'ডিবু তো পশু। ওর ব্যাপারে এক লাইনে এটাই বলতে পারি। গোলের নীচে ও কতটা নির্ভরযোগ্য সেটার প্রমাণ বারবার দিচ্ছে। মাঠ ও মাঠের বাইরে দুর্দান্ত চরিত্র। আর্জেন্টিনার গোলপোস্টে এমিলিয়ানোর উপস্থিতি গোটা দলকে নিশ্চিন্তে রাখে। টাইব্রেকারে আলাদা নার্ভাসনেস কাজ করে। কিন্তু ডিবু বারবার বলে, পেনাল্টি শুটআউটে ও দুই-একটা শট বাঁচাবেই। ওর এই নির্ভরতা গোটা দলকে শান্ত থাকতে সাহায্য করে। কোয়ার্টার ফাইনালে ও জোড়া কিক সেভ করার পর টেনশন কেটে গিয়েছিল।'

কোপা আমেরিকায় প্রথম সেমিফাইনাল

আর্জেন্টিনা বনাম কানাডা

সময় : বুধবার ভোর ৫.৩০ মিনিট

স্থান : নিউ জার্সি

কাতারে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিলেন এমিলিয়ানো। তাঁর মাথায় আরও একটা খেতাবি লড়াই ঘুরছে। যার জন্য সোমবার প্র্যাকটিসের ফাঁকে একটি ভিডিওতে ডিবু বলেছেন, 'আর একটা ম্যাচ। তারপরই ফাইনাল।'

গ্রুপ পর্যায়ে এই আর্জেন্টিনার কাছেই ২-০ গোলে হারতে হয়েছিল কোপার আসরে প্রথমবার সেমিফাইনালে ওঠা কানাডাকে। কিন্তু বদলার মেজাজে রয়েছেন কানাডার ডিফেন্ডার আলফনসো ডেভিস। বলেছেন, 'গ্রুপ পর্বে কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছি। সেমিফাইনালে সর্বস্ব দিতে চাই। এই ম্যাচ থেকে অনেককিছু পাওয়ার আছে আমাদের। তাই বাড়তি খিদে নিয়ে নামব। জানি আর্জেন্টিনাও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবে। আমাদেরও আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে।'

কেনের পাশে সাউথগেট

ডর্টমুন্ড, ৮ জুলাই : তিনি দলের অধিনায়ক। কিন্তু চলতি ইউরো কাপে মাঠে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের তারকা স্ট্রাইকার হ্যারি কেনকে। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে কেনের হতাশাজনক পারফরমেন্স দেখে প্রাক্তন ইংরেজ মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড বলেছিলেন, 'বিরতির পর কেনকে নামানোই উচিত না গ্যারেথ সাউথগেটের।' কিন্তু প্রায় পুরো ম্যাচই খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের সবাধিক গোলস্কোরার। চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেও দলের সেরা তারকার পাশেই দাঁড়াচ্ছেন কোচ সাউথগেট।

সুইসদের বিরুদ্ধে গোল লক্ষ করে একটা শটও নিতে পারেননি কেন। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের গায়ে লেগে ছিটকে আসা সেকেন্ড বল ধরতেও সমস্যায় পড়েন কেন। বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকারের ফিটনেস সমস্যাও রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে চলতি ইউরোতে সেমিফাইনালে নামবে থ্রি লায়ন্স ব্রিগেড। তার আগে কেনের পাশে দাঁড়িয়ে সাউথগেট বলেছেন, 'সুইস ম্যাচে হ্যারি হয়তো গোল পায়নি। কিন্তু দলের জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছে। স্ট্রাইকারদের বিচার হয় গোল দিয়ে। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওর পারফরমেন্সে আমি খুশি।'

কোয়ার্টার্রে রাইবাকিনা

লন্ডন, ৮ জুলাই : ২ বছর আগে উইম্বলডনে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন রাশিয়ায় জন্মানো কাজাখ তরুণী এলিনা রাইবাকিনা। সোমবার আন্না কালিনস্কায়ার বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে আবারও তিনি উইম্বলডনে মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন। ম্যাচ শুরু থেকেই আধিপত্য দেখিয়ে এলিনা তখন ৬-৩, ৩-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন। এম্মা নাভারোর বিরুদ্ধে ৬-৪, ৬-৩ গেমে হেরে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছুটি হয়ে গেল কোকো গফ। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম সেট হারিয়েও লরেঞ্জো মুসেত্তি শেষ আটে পৌঁছেছেন। জিওভান্নি পেতশি পেরিকার্ডের ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে তাঁর জয় এসেছে। তবে আলেকজান্ডার ভেরেভ প্রথম ২ সেট জিতেও প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন। টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে ৪-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩), ৬-৩ গেমে তিনি হেরে যান।

'কমিয়ে ৬-৭টা দল করা হোক'

টেস্ট বাঁচাতে শাস্ত্রী চান 'রেলিগেশন'

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : টেস্ট ক্রিকেটেও রেলিগেশন-প্রোমোশন!

পৃথক দুইটি ডিভিশনে ভাগ করা হোক। সেরা ৬-৭টি দল খেলুক মূল ডিভিশনে। বাকিরা পরবর্তী ডিভিশনে। সাফল্য-ব্যর্থতার নিরিখে অবনমন-উত্তরণ ঘটুক। লাল বলের ফরম্যাটের আকর্ষণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান বজায় রাখতে এমনই প্রস্তাব রবি শাস্ত্রীর। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, টেস্টে একপেশে ম্যাচের সংখ্যা বাড়লে, দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। আকর্ষণ হারাবে সাদা পোশাকের শতবর্ষ প্রাচীন ক্রিকেটীয় ফরম্যাট। অসম লড়াই কমাতে সেরা দলগুলিই নিয়মিত খেলুক নিজেদের মধ্যে।

পিছিয়ে পড়া, কমজোরি দলগুলিকে নিয়ে আলাদা ডিভিশন করা হোক। দরকার টেস্ট খেলিয়ে দেশের সংখ্যা কমানোরও। লর্ডসে আয়োজিত এমসিসির (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) এক অনুষ্ঠানে এমনই একঝাঁক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন শাস্ত্রী। তিরাশির বিশ্বকাপজয়ীর যুক্তি, সাদা পোশাকের ক্রিকেটে দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। আর তা না থাকলে, আকর্ষণ কমতে বাধ্য। দর্শক কমবে একপেশে ক্রিকেটের কারণে। যা বদল করতে হবে সবার আগে। ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে বাকি ফরম্যাটগুলি ব্যবহার করা হোক। বিশেষত, টি২০-কে। টেস্টে কোয়ালিটিই মাপকাঠি হোক।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে ১২টি টেস্ট দল রয়েছে। সংখ্যাটা ৬-৭-এ নামিয়ে আনা উচিত। দরকার প্রোমোশন-রেলিগেশন সিস্টেম। টু-টিয়ার সিস্টেম চালু করাই যেতে পারে। তবে টেস্টের আকর্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে সেরা ছয়-সাতটি দলের মধ্যে নিয়মিত ক্রিকেট দরকার। পরিবর্তে ক্রিকেট প্রসারে টি২০ ফর্ম্যাটকে কাজে লাগানো যেতে পারে।'

প্যারিস অলিম্পিকে পতাকাবাহক সিন্ধু-শরথ

শেফ দ্য মিশন গগন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুলাই : এমসি মেরি কম পারিবারিক কারণে প্যারিস অলিম্পিকের শেফ দ্য মিশন পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান বলে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে আগেই জানান। এদিন আইওএ-র তরফে নতুন শেফ দ্য মিশন হিসাবে গগন নারাংয়ের নাম ঘোষণা করা হল।

চারবারের অলিম্পিয়ান ও লন্ডন অলিম্পিকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জয়ী গগনকে আগেই ডেপুটি শেফ দ্য মিশন করা হয়। ফলে মেরি কম সরে যাওয়ায় তিনিই প্রথম পছন্দ ছিলেন বলে এদিন মন্তব্য করেন আইওএ সভাপতি পিটি ঊষা, 'একজন অলিম্পিক পদকজয়ীকেই চাইছিলাম দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তাই এই তরুণ সতীর্থের নামটা স্বাভাবিকভাবেই আমার মাথায় এসেছে মেরি কমের পরিবর্ত হিসাবে।' তিনি এদিন আরও বলেছেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অচিন্ত্য শরথ কমলের সঙ্গে মহিলা পতাকাবাহক হিসাবে দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধুও থাকবে। প্যারিস অলিম্পিকে আমাদের অ্যাথলিটরা যে সেরা ফল করার জন্য সবদিক থেকে প্রস্তুত, সেই আত্মবিশ্বাস আমার আছে।' ২৬ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে এবারের অলিম্পিক গেমস।

ছন্দহীন এমবাপের পাশে রয়েছে দল

তুরুপের তাস কান্তে

মিউনিখ, ৮ জুলাই : চলতি ইউরো কাপে গোল করেছেন মাত্র একটি। তাও আবার পেনাল্টি থেকে। গোটা প্রতিযোগিতায় ফরাসি মহাতারকা কিলিয়ান এমবাপের পারফরমেন্স একেবারেই মন ভরাতে পারেনি ফুটবলপ্রেমীদের। তারপরেও তাঁর ওপর ভরসা রাখছে দল। সমালোচনায় বিদ্ধ এমবাপের পাশে দাঁড়িয়ে কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, 'এমবাপে ইতিমধ্যে ইতিহাস গড়ে ফেলেছে। কিন্তু এখানেই না থেমে ও চায় আরও ইতিহাস সৃষ্টি করতে।' শুধু এমবাপে নয়, সমালোচনা হচ্ছে আরেক ফরাসি মহাতারকা আতোয়াঁ গ্রিজম্যানকে নিয়েও। তবে এইসব সমালোচনাকে পাত্তা দিতে নারাজ ফরাসি মিডিও ফোফানা। তিনি বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি এইসব সমালোচনাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছি না। কারণ আমরা সেমিফাইনালে উঠেছি।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'তবে এটা নয় যে, আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড় ছন্দে নেই বা আমরা খারাপ খেলেছি। আমাদের সেমিফাইনালে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।'

আরেক ফরাসি মিডিও র‍্যাভাল কোলো মুয়ানি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না এমবাপে ফর্মে নেই। সদ্যসমাপ্ত মরশুমে ও ৪৫টি গোল করেছিল। ওকে আমাদের সাহায্য করা দরকার।' প্রতিপক্ষ স্পেনকে নিয়ে মুয়ানি বলেছেন, 'স্পেন খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা দল। ওরা ভালো ফুটবল উপহার দিচ্ছে। এটা একটা বড় ম্যাচ। আমরাও চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি।' ফরাসিরা খুব ভালো করেই জানে, শক্তিশালী স্পেনের বিরুদ্ধে জিততে গেলে এমবাপেই ভরসা। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর থেকে সেই পারফরমেন্স দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তিনি। এদিকে এমবাপে ছাড়াও ফ্রান্সকে নির্ভরতা দিতে তৈরি এন'গোলো কান্তে। এমনিতেই কান্তে সম্পর্কে মজা করে ফুটবলপ্রেমীরা বলেছেন, 'পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ কান্তে।' বয়স বেড়েছে কিন্তু দক্ষতায় বিন্দুমাত্র মরচে পড়েনি। কোয়ার্টার ফাইনালে সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বার্নার্ডো সিলভাদের সঙ্গে। স্পেনের 'তিকিতাকা'-র বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বাজি সেই কান্তে।

আজ ইউরো কাপে

প্রথম সেমিফাইনাল

স্পেন বনাম ফ্রান্স

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট, **স্থান :** মিউনিখ

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ভরসা দিচ্ছেন রড্রি, অন্য বিতর্কে মোরাতা

মিউনিখ, ৮ জুলাই : 'স্পেনে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না।' বক্তা স্প্যানিশ অধিনায়ক আলভারো মোরাতা। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের আগে 'লা রোহা' অধিনায়কের এহেন বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য। ক্রমাগত সমালোচনায় বিদ্ধ মোরাতা সেমিফাইনালের আগে এই মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'আমার কাছে স্পেনে ফুটবল খেলার থেকেও সহজ কাজ হল দেশত্যাগ করা। আমার সন্তানেরা এটা বুঝতে পারে না, কেন তাদের পিতাকে নিয়ে এত সমালোচনা হয়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'হয়তো এই ইউরো কাপের পরেই আমি জাতীয় দলকে বিদায় জানাব।' সেমিফাইনালের আগে যখন মোরাতার এই বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তখন স্প্যানিশ দলের বাকি ফুটবলাররা কিন্তু সেমিফাইনালেই মনঃসংযোগ করছেন। স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেলা বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলার সময় কিলিয়ান এমবাপের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে খেলেছি। তারপর আট বছর ওর বিরুদ্ধে খেলিনি। ও সেই ধরনের ফুটবলার যারা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। তাই ওকে আটকানো খুব শক্ত।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমরাও শক্তিশালী দল। ঠিকভাবে খেলতে পারলে এই ফ্রান্সকে হারানোর ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।' নিকো উইলিয়ামসের সঙ্গে কুকুরেলার বোঝাপড়া স্প্যানিশ দলকে উপকৃত করেছে। এই নিয়ে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মন্তব্য, 'নিকোর সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাপড়া রয়েছে। আমরা দুইজনই একই মানসিকতার মানুষ। খেলার সময় ওকে স্বাধীনভাবে খেলার কথা বলি।'

আলভারো মোরাতা

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্প্যানিশ মাঝমাঠের মূল নিয়ন্ত্রক হতে পারেন রড্রি। তিনি বলেছেন, 'ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে। কিন্তু এই ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে। শুধু দলের মধ্যে বোঝাপড়াটা বজায় রাখতে হবে।' রড্রির মূল লড়াইটা এন'গোলো কান্তের সঙ্গে। কান্তের খেলার ছন্দ নষ্ট করতে পারলে ফরাসি মাঝমাঠের দখল নেওয়া খুব সহজ হবে, তা বিলক্ষণ জানেন তিনি।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগণা -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা তপন কুমার দাস - কে 09.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53B 41772 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এই সুন্দর মুহূর্তটাকে পরিবারের সাথে উপভোগ করতে চাই। আমি জীবনে কখনোই কল্পনা করিনি ডিয়ার লটারির টিকিট থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করবো। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করেছিলাম। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

প্যারিসে তাহিলিয়ানির পোশাকে সাজবেন ভারতীয়রা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : অলিম্পিকে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শুধুই আয়োজক দেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য তুলে ধরাই নয়, এখানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির অ্যাথলিট ও তাঁদের পোশাক নিয়েও আগ্রহ থাকে। নানা রঙের পোশাকে প্রতিবারই মাতিয়ে তোলেন অ্যাথলিটরা। এবার ভারতীয় অ্যাথলিটদের মধ্যে পুরুষরা প্যারিসে সজ্জিত হবেন ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির নিজস্ব ঘরানার 'রেডি টু ওয়ার পোশাকে।' মহিলাদের জন্য থাকছে শাড়ি।

ডিজাইনার তাহিলিয়ানি এদেশের ফ্যাশন জগতে বহুদিনই বড় নাম। ১০০ অ্যাথলিট এবার অংশ নেবেন এবারের গ্রীষ্মকালীন প্যারিস অলিম্পিকে। ভারতীয় অ্যাথলিটদের মধ্যে সবথেকে বড় আকর্ষণ এবারও নীরজ চোপড়া। সপ্তাহখানেক আগেই ভারতীয় অ্যাথলিট দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পোশাক ও প্লেয়িং কিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় নয়াদিল্লিতে। যেখানে আদিত্য বিড়লা ফ্যাশন ও রিটেল লিমিটেডের প্রধান তাহিলিয়ানির ব্র্যান্ড তাসভা-র পোশাক পরতে দেখা যাবে নীরজদের। এই প্রসঙ্গে তরুণ নিজে বলেছেন, 'এটা এমন একটা বিষয় যেখানে ভারতের গৌরবের দিকটা জড়িয়ে আছে। আর এমন বিষয়ের সঙ্গে আমি নিজে যুক্ত হতে পেরে অসম্ভব খুশি।' ছেলেদের জন্য চুড়িদার-কুর্তা ও ছোট জ্যাকেট থাকছে এবং মেয়েরা পরবেন শাড়ি। দুই ক্ষেত্রেই ভারতের জাতীয় পতাকার রঙের ছোঁয়া থাকছে। মূলত সাদার উপর সবুজ ও গেরুয়া রং দিয়ে তৈরি হচ্ছে পোশাক। তরুণের মন্তব্য, 'আমি পোশাক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গিয়ে বুঝি যে আমাদের পোশাকে জাতীয় রং থাকলে দারুণ হবে। কারণ এবার শ্যেন নদীর উপর প্রতিটি দেশ নিজেদের বার্জ নিয়ে আসবে। তাই সেটা যদি পুরো মোড়া থাকে জাতীয় পতাকায়, তাহলে কী অসম্ভব সুন্দর লাগবে ভাবুন!' তিনি কী ফ্যাব্রিক ব্যবহার করেছেন সেটাও জানান, 'আমি মূলত ইক্কত ও বেনারসের ব্রোকেডের ব্যবহার করেছি পোশাকে। তবে সবটাই জাতীয় পতাকার রঙে।' ভারতীয় দলের পতাকা বহন করবেন শরথ কমল। তিনি এই পোশাক প্রসঙ্গে বলেছেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পোশাকের সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের মিশেল আমাকে গর্বিত করছে। একইসঙ্গে এই হালকা পোশাক স্বাচ্ছন্দ্য দেবে।'

এই ধরনের পোশাকেই অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাবেন নীরজ চোপড়ারা।

এর আগে ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে সবথেকে বড় দল পাঠায় ভারত। মোট ১২৪ জন অ্যাথলিট অংশ নেন। সেবার মহিলারা পরেন বেজ ও বাদামি সিল্কের কুর্তা ও নেভি ব্লু ব্লেজার। পুরুষরা ওই নীল রঙেরই বন্ধগলা সুট। তার আগে ২০১৬ সালে রিওতে ভারতীয় মহিলাদের হলুদ থেকে শুরু হয়ে নীলে শেষ হওয়া অমব্রে শাড়ি ও ব্লেজারের যুগলবন্দি দেখে সারা বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছিল। সবমিলিয়ে এই মার্চপাস্ট শুধুই এক প্যারেড নয়, ফ্যাশন প্যারেডও বটে! আর তাতে তাক লাগাতে তৈরি ভারতীয় অ্যাথলিট দল।